আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর সাহিত্যকর্ম: একটি পর্যালোচনা

GIFT

অভিসন্দর্ভ

এম.ফিল.ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

Dhaka University Library
403514

403514

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

গবেষক
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
এম.ফিল. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

২০০৫ ইং

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর সাহিত্যকর্ম: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব মৌলিখ গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণা কর্মের পূর্ণ বা আংশিক অংশ আমি কোথাও প্রকাশ করিনি।

403514

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম)
এম.ফিল. গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তারিখ, ঢাকা
৩০.০৩.২০০৫ ইং

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র.....

তারিখ ৩০.০৩.২০০৫ ইং

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল. গবেষক জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত **"আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর সাহিত্যকর্ম: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সমাপ্ত করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে কোথাও এই শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্য কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং আরবী সাহিত্যে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

403514

৩০/৩/০৫

(ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক)
পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তারিখ, ঢাকা
৩০.০৩.২০০৫ ইং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

যোগাযোগের ঠিকানা: ৩১/এফ, ঈসা খান রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৬৬১৯২০-৫৯/৪২৯৩, ৯৬৬১৯০০-১৯/৪২৯৩ (অফিস); ৯৬৬১১০৪ (বাসা); ফ্যাক্স: ৮৮০২৮৬১৫৫৮৩, E-mail:duregstr@bangla.net, Websit: www.univdhaka.edu

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ্‌র অপার রহমতে, **"আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর সাহিত্যকর্ম: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্ভূক্ত আরবী বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে রচনা করেছি। এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অনেক লেখক, ঐতিহাসিক ও কবি-সাহিত্যিকদের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে উপকরণ আহরণ করেছি এবং দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিকট থেকে মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করেছি। যাঁদের সার্বিক সহায়তায় আমি আমার এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি তাঁদের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে আমি সর্ব প্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণা কর্মের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক, পিএইচ.ডি. (আলীগড়)-এর প্রতি, যিনি গঠনমূলক ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সর্বোতভাবে গবেষণার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষাদান, প্রয়োজনীয় উপাদান, উপাত্য, বই-পুস্তক, সাময়িকী প্রভৃতি তথ্য সরবরাহ ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে আমার গবেষণাকর্মে সহায়তা প্রদান করে আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। তিনি স্বীয় কর্মব্যস্ততার মাঝে মূল্যবান সময় ব্যয় করে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে আমার পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন সাধনে আমাকে যথাযথ সাহায্য করেছেন।

অতঃপর আরবী বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যাঁরা এ গবেষণা কর্মের ব্যাপারে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ, সক্রিয় সমর্থন, সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় সেমিনার, পাবলিক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পাঠাগার সহ সকল লাইব্রেরী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান গ্রন্থ ও তথ্য প্রদানে সহায়তা করেছেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে লাখো শোকর আদায় করে সকলের দোআ প্রার্থনা করছি। আমীন।

তারিখ, ঢাকা
৩০.০৩.২০০৫ ইং

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

আরবী বর্ণমালার প্রতি বর্ণায়ন

أ	আ		ض	দ.	
إ	ই		ط	ত.	
أُ	উ		ظ	জ.	
ب	ব		ع	‘	
ت	ত		غ	গ/ঘ	
ث	ছ.		ف	ফ	
ج	জ		ق	ক.	
ح	হ.		ك	ক	
خ	খ		ل	ল	
د	দ		م	ম	
ذ	য		ن	ন	
ر	র.		ه	হ	
ز	য		و	ওয়া	
س	স		ي	ইয়া	
ش	শ		ء	’	
ص	স.				

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ০১-০৭

প্রথম অধ্যায়: আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ... ০৮-২০

প্রথম পরিচ্ছেদ: তাঁর যুগের সামাজিক অবস্থা ০৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তাঁর যুগের রাজনৈতিক অবস্থা ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: আবুল ফারাজের সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা পদ্ধতি ও সাহিত্যের অবস্থা ... ২১-৩৩

তৃতীয় অধ্যায়: আল-স্পাহানীর জীবন ও কর্ম ৩৪-৫৪

প্রথম পরিচ্ছেদ: আল-স্পাহানীর জীবনী ৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তাঁর সাহিত্য কর্ম ও অবদান ৪৮

চতুর্থ অধ্যায়: আল-আগানী গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ণ ও গুরুত্ব বিচার ৫৫-৬৬

পঞ্চম অধ্যায়: আল-স্পাহানীর চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিচার ৬৭-৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে আবুল ফারাজের প্রতিভার স্বীকৃতি ... ৮৬-১০৯

প্রথম অনুচ্ছেদ: আবুল ফারাজের তীক্ষ্ণ মেধা ও স্মরণশক্তি ৮৬

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সমালোচক হিসাবে আবুল ফারাজ ৯৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: পদ্য সাহিত্যে আবুল ফারাজের দক্ষতা মূল্যায়ণ ১০২

উপসংহার ১১০-১১২

গ্রন্থপঞ্জী ১১৩-১১৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী (জ.) ২৮৪ / ৮৯৭- মৃ. ৩৫৬/৯৬৭) আলী ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আল-কুরাশী একজন আরব ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। ইরানের স্পাহান প্রদেশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন বিধায় তাঁকে আল-স্পাহানী বলা হয়। কিন্তু তিনি খাঁটি আরব ও কুরায়শ বংশোদ্ভূত উমায়্যাহ্ বংশের মারওয়ান শাখার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি বাগদাদে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন এবং জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই সেখানে অতিবাহিত করেন। তিনি বুওয়ায়হ্রাজ বংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে আব্বাসীয় আমলে দামেশ্কে এবং বাগদাদে বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণে এক নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এই পরিবেশে আরবী কবিতার মত আরবী গদ্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে। গদ্যে নানা উপাখ্যান ও কাহিনী প্রকাশিত হয়। আরবগণের ইরান বিজয়ের ফলে আরব জাতির এক অংশ ঐদেশে আগমন করে। স্থায়ীভাবে আরবদের ইরানে বসবাসের এক পর্যায়ে আরব উপকূল থেকে পারস্য উপসাগর বরাবর ইরানের দক্ষিণ উপকূলে অভ্যাগমন ঘটে। ফুরাত ও দিজলা নদীদ্বয়ের মোহনা হতে উপকূল বরাবর দক্ষিণ পূর্ব দিকেও 'আরবদের সম্প্রসারণ ঘটে। এই অঞ্চলে আরব উপনিবেশ প্রাক-ইসলাম যুগ হতেই বিদ্যমান ছিলো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এখানে আরবদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন থেকে পারস্য উপসাগরের অপর পাড়েও বসরা হতে আরবগণের অভ্যাগমন অব্যাহত থাকে। মেসোপটেমিয়া হতে অভ্যাগমনকারী আরবদের আরো একটি প্রবাহও ইরানে বসতি স্থাপন করে। ৭ম শতাব্দী খৃষ্টাব্দে কয়েকটি শহরে আরব উপনিবেশ স্থাপিত হয়। যেমন কাশান, হামাদান ও আবুল ফারাজের ইস্পাহান। এই পর্যায়ে কুম্মতো একটি আরব প্রধান ও শী'আ প্রধান শহরেই পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ আল-আরাবিয়্যাহ্ বলতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে বুঝায়। আরবী ভাষা বলতে প্রাক-ক্লাসিক্যাল আরবী ভাষা, যেমন সেমিটিক ভাষা, প্রাচীন আরবী ও প্রাথমিক যুগের আরবী (খৃ. ৩য় / ৬ষ্ঠ শতক) কে বুঝায়। সাহিত্যের ভাষা বলতে ক্লাসিক্যাল আরবী, প্রাথমিক মধ্যযুগের আরবী, মধ্যযুগের আরবী ও আধুনিক আরবীকে বুঝায়। আল-কুরআনের আয়াত সমূহে "লিসানুন আরাবিয়্যুন মুবীন" দ্বারা সবরূপে প্রচলিত আরবী ভাষাকে বুঝায়। পারিভাষিক অর্থে, জাহিলী কবিতা ও আল-কুরআনের ভাষা ক্লাসিক্যাল আরবী ভাষা। আরবীতে রচিত ইসলামী সাহিত্যের ভাষাও ক্লাসিক্যাল আরবী। আর ক্লাসিক্যাল আরবী প্রধানত আরবী সাহিত্যের ভাষা। সঠিক ক্লাসিক্যাল আরবীর অনুসন্ধানের জন্য আমাদের উৎস হচ্ছে। ১. জাহিলী এবং ইসলামী আমলের কবিতা, ২. আল-কুরআন, ৩. মুহাম্মদ (স.) এবং খুলাফা রাশিদীনের রাষ্ট্রীয় পত্রাবলী, ৪. আল-হাদীস এবং ৫. আয়্যামুল'আরব-এর গদ্যাংশ সমূহ। আল-কুরআনের ভাষা হলো কাব্যে প্রচলিত ভাষা এবং হিজাযী উপ-ভাষার মাঝামাঝি রূপ।

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর যুগে ৩য় / ৯ম ও ৪র্থ / ১০ম শতক থেকে আরবী সাহিত্যের ভাষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক মধ্যযুগের আরবী হিসাবে নির্ধারিত হয়। পদ্ধতিগত ও কষ্টসাধ্য গবেষণা দ্বারা এর ব্যাকরণ, বাক্য গঠন রূপ, শব্দ সম্ভার ও সাহিত্যিক প্রয়োগাদি পরিষ্কারভাবে নির্ণীত হয়। তখন থেকে একেবারে বর্তমান কাল পর্যন্ত ক্রমাগত এবং অবিসম্বাদিতভাবে এটা চলে আসছে। যদিও আরবী ভাষাভাষী প্রতিটি দেশে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নিজস্ব কথ্য ভাষার রীতি বিকাশ লাভ করেছে, তথাপি সকলেই লিখার জন্য প্রচলিত সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করে চলছে। ৩য় / ৯ম শতকে অর্থাৎ আবুল ফারাজের আমলে আব্বাসী শক্তির পতন এবং তুর্কী সেনাবাহিনীর উত্থানের ফলে সাধারণভাবে শিক্ষার মানের অবনতি দেখা দেয়। এমনকি দরবারের ভাষাতেও পূর্বের সেই বিশুদ্ধতা আর রক্ষিত ছিলনা। সেখানে ভাষার অমার্জিতরূপ প্রবেশ লাভ করে। ৩০০/৯১২ সালের দিকে সমাজের শিক্ষিত সমাবেশে, আদালতে

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিদ্যালয়েও ক্লাসিক্যাল আরবী ভাষার ব্যবহার প্রায় পরিত্যক্ত হয়। ক্লাসিক্যাল ভাষা যেন সাহিত্যিক বাগধারাতে সীমিত হতে থাকে। কেউ ই'রাবের রীতিনীতি কড়া কড়িভাবে পালন করতে চাইলে তাকে অতিমাত্রায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ও অস্বাভাবিকতার প্রতি আকর্ষণ বলে মনে করা হতো। একই সময়ে বেদুঈনদের প্রতি পূর্বেকার উৎসাহ উদ্দীপনাও স্তিমিত হয়ে আসে এবং তাদের ভাষা আর আরবী কথ্য ভাষার বিশুদ্ধ রূপ বলে গণ্য হতোনা। ক্লাসিক্যাল আরবী ভাষা শুধু বিশেষ কোনো ধর্মীয় বা পবিত্র অনুষ্ঠানাদিতেই কথিত হতো। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যের সীমানার বাইরে আর কোথাও এর ব্যবহার ছিলনা। এর প্রয়োগের বিষয়ে প্রধান সমস্যা ছিলো স্টাইলের। এই সময় থেকে আরাবিয়্যাহ্ কথাটি দ্বারা শব্দাবলীর বাক্যাংশ, ব্যাকরণগত ও বাক্যগঠনগত রূপের অপরিবর্তনীয় স্টাইল বা রীতি বুঝানো হতো, তা বৈয়াকরণ ও আভিধানিকগণের অলঙঘ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে এর কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন সম্ভব ছিলোনা। এই শিল্প সমৃদ্ধ ভাষাকে কোনো ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে সেই ভাবও নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়বস্তু হতে নির্বাচন করতে হতো, আর কোনো লেখককে কতিপয় রীতি বা স্টাইলের মধ্য হতে যে কোনো একটিকে পছন্দ করে নিতে হতো, যাদের ছন্দ, মাত্রা, প্রকাশভঙ্গী এবং অন্যান্য অলংকরণের প্রয়োগীয় পার্থক্য ছিলো। একবার রচনার মূলভাব ও রীতি বা স্টাইল স্থির করে নিলে সেই প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিলো। এই কারণেই একজন সাহিত্যিক বা লেখককে যে শুধু আরবী ব্যাকরণ ও অভিধান সংক্রান্ত জটিল জ্ঞান অর্জন করতে হতো তা নয়, বরং তাঁকে ক্লাসিক্যাল আরবী গদ্য ও কবিতার শ্রেষ্ঠ রচনাবলীও অত্যন্ত ভালভাবে শিক্ষা ও মুখস্ত করতে হতো। এক্ষেত্রে কোন্ কোন্ সাহিত্যিক বা লেখক ক্লাসিক্যাল-এর মর্যাদা সম্পন্ন তা নিয়ে প্রায়শই জোর বিতর্ক দেখা দিতো। এই পরিস্থিতিতে 'আরাবিয়্যাহ্ অবশ্যই একটি বিদ্বজ্জনের ভাষার মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়, আর আরব, অনারব, সকলেই এর গঠন পাঠনে মনোযোগী হয়। জন্মসূত্রে অনারব জাতিগোষ্ঠীর মধ্য হতে এইভাষার

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম গদ্য লেখক ও ভাষাতাত্ত্বিকের উদ্ভব হয়েছে, যেমন আল-খাওয়ারিযমী, বদী'উযযামান আল-হামাদানী, আবু হিলাল আল-'আসকারী, আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী প্রমুখ-এর উদ্ভব হয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য রচনার অধিকার সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণেরই ছিলো এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুধাবনের জন্য অনেক সময় স্বয়ং সাহিত্যিক বা লেখককে, যেমন আবুল 'আলা আল-মা'আররী অথবা তাঁর কোনো অনুরাগীকে, যেমন আল-মুতানাব্বী তার টীকা লিখে দিতে হতো। কখনো কখনো শিল্প সৌন্দর্যগত কারণে নিম্নমানের ভাষাও ব্যবহার করা হতো, যেমন আল-মুওয়াশ্শাহাত ও আল-যাজালে। আবু দুলাফ এবং আবুল ফারাজ আল-স্পাহানীও কোনো কোনো সময় সিদেল চোরের বর্ণনা ও বালকদের প্রশংসায় অপভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের শব্দসম্ভার সুনির্বাচিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট হতো। তাই শুধু উচ্চমানের কবিতা ও অলংকৃত গদ্যের ক্ষেত্রে এই সব উচ্চমান রক্ষা করা প্রয়োজন হতো। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতে, যেমন আবুল ফারাজের সাহিত্যে, ভাষা ও রীতির বিভিন্ন রূপ দেখা যায়।

মূলতঃ আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান ধারা ইব্ন কুতায়বার পরে বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে অগ্রসর হয়েছে, সেগুলো 'আরবী কবিতা, ইতিহাস, রাজনীতি, কাব্য, কাহিনী ও কিংবদন্তীর সংগ্রহ গ্রন্থাবলী এবং জনপ্রিয় নীতিগ্রন্থ সমূহ হতে গৃহীত। আর সেগুলোর প্রায় নিদর্শন রয়েছে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর কিতাবুল আগানী গ্রন্থে। অনুরূপভাবে এ সবের নিদর্শন রয়েছে ইব্ন আবি'দ দুন্‌য়া (মৃ. ২৮১/৮৯৪), ইব্নু'ল মু'তায্য (মৃ. ২৯৬/৯০৮), ইব্ন 'আবদ রাব্বিহ্ (মৃ. ৩২৮/৯৪০), আল-মুহাস্যিন আল-তানূখী (মৃ. ৩৮৪/৯৯৪) এবং আবু মানসূর আল-সা'আলিবী (মৃ. ৪২৯/১০৩৮) প্রমুখ লেখকদের সাহিত্যিক রচনায়। দশম শতাব্দীর আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী ইরানের ইস্পাহান প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি বংশে ছিলেন কুরায়শ বংশীয় 'আরব। তিনি শেষ উমায়্যাহ্ খলীফা মারওয়ানের বংশধর। আবুল ফারাজ বাগদাদে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। পরে

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে আলেপ্পো এবং তারপরে ইরান গমন করেন। আল-আগানী (গীতি সঞ্চয়ন) নামক তিনি যে পুস্তক টি প্রণয়ন করেন সেটা একটা বিশ্বকোষের মত। বহু কবিতা, গদ্য, কবিতা রচয়িতা, গান, গানের রচয়িতা ও গানের সুরকারদের জীবনী এই বিশ্বকোষে সন্নিবেশিত হয়েছে। আব্বাসী শাসনামলে বিশেষ করে খলীফা হারুনুর রশীদ ও তাঁর পুত্র মামূন আল-রশীদের আমলে শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হয়। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীসহ বহু অঞ্চলের দেশী, বিদেশী কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরা বাগদাদে এসে ভীড় জমিয়েছিলো। গীক, ল্যাটিন এবং ইরান ও ভারতবর্ষের সাহিত্য থেকে বহু বই-পুস্তক আরবীতে অনূদিত হয়েছে। খলীফারা স্বয়ং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ সময় এই বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির প্রভাবে আরব জীবন আমূল পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। আর এর ফলে বাগদাদ নগরীতে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিলো তা যেমনি বহুমুখী, তেমনি ব্যাপক এবং সার্বজনীন ছিলো। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী এইসব মূল্যবান সংস্কৃতি দ্বারা তাঁর পদ্য ও গদ্য রচনাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে দামেশ্‌কে এবং বাগদাদে বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণে এক নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এই পরিবেশে আরবী কবিতার মত আরবী গদ্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে। গদ্যে নানা উপাখ্যান ও কাহিনী প্রকাশিত হয়। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোতে অনেক উপখ্যান ও কাহিনী রচনা করেছেন। বিখ্যাত লেখক হাম্মাদ আল-রাবিয়্যাহ্ সম্পর্কে যে কাহিনীটি তিনি সংকলন করেছেন তা খুবই হৃদয়গ্রাহী। হাম্মাদ বলেছেন, তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালেকের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাই হিশাম তাঁকে পছন্দ করতেন না। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর হিশাম যখন খলীফা হলেন, তখন হাম্মাদের ভয় হলো যে, তাঁর বিপদ হবে। তিনি এক বছর আত্মগোপন করে থাকলেন। এক বছরের মধ্যে যখন কিছু ঘটলো না, তিনি ভাবলেন যে, এবার বুঝি তাঁর পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপদে জীবন যাপন করা সম্ভব হবে। তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে একদা জুম'আর নামাযে অংশ গ্রহণ করতে গেলেন। নামাযের পর হঠাৎ দু'জন সৈন্য এসে তাঁকে জানালো যে, তাঁর অবিলম্বে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইউসুফ ইব্ন 'উমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, যে ভয় তিনি করছিলেন তাই হলো। পরিবারের সঙ্গে একবার শেষ সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলো এবং তাঁকে শাসন কর্তার নিকট যাওয়া হলো। শাসন কর্তা ইউসুফ ইব্ন 'উমার তাঁকে খলীফা হিশামের একটি পত্র দেখালেন। তাতে লেখা ছিলো, পত্র পাঠ মাত্র হাম্মাদ যেখানে থাকে, তার সন্ধান করে তাঁকে পাঁচশ দীনার এবং একটি উট দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। হাম্মাদ বারো দিনে দামেশ্‌কে এসে পৌঁছলেন। খলীফার সঙ্গে তাঁর যখন সাক্ষাৎ হলো, তখন খলীফার নিকট দু'জন অপূর্ব সুন্দরী দাসী উপস্থিত ছিলো। খলীফা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে আমি কেন ডেকেছি তা অনুমান করতে পারেন কি ? হাম্মাদ বললেন, "না"। খলীফা বললেন, "আমার একটা কবিতা স্মরণ হয়েছে। কিন্তু কে তা লিখেছে তার নাম স্মরণ করতে পারছিনা।" খলীফা কবিতাটি আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে হাম্মাদ বললেন, "এটা 'আদী ইব্ন যায়দ-এর রচনা"। তখন খলীফার অনুরোধে হাম্মাদ সমস্ত কবিতাটি আবৃতি করে শোনালেন। খলীফা খুশী হয়ে দাসীকে বললেন, "হাম্মাদকে এক পেয়ালা শরাব দাও"। শরাব পান করে হাম্মাদের চৈতন্য এক তৃতীয়াংশ প্রায় লোপ পেলো। খলীফা তাঁকে আবার কবিতাটি আবৃত্তি করতে বললেন। এবার তিনি এত খুশী হলেন যে, সিংহাসন থেকে নেমে এসে আর একজন দাসীকে হুকুম করলেন, হাম্মাদকে আরেক পেয়ালা শরাব দিতে। এবার হাম্মাদের চৈতন্যের আর এক তৃতীয়াংশ লোপ পেলো। হাম্মাদ খলীফাকে বললেন, এই দাসী যদি আবার আমাকে শরাব পান করতে দেয়, আমি একেবারেই জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বো। খলীফা বললেন, "নিশ্চয়ই।" হাম্মাদ তখন বললেন, "আমাকে এ দাসী একজন প্রদান করুন।" খলীফা তাঁকে জানালেন, দাসী দু'জনই তাঁর এবং প্রথম দাসীটিকে আবার তাঁকে শরাব দিতে বললেন। হাম্মাদের চৈতন্য একেবারে লোপ পেল। পরদিন ভোরে

Dhaka University Institutional Repository

যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো, তিনি দেখলেন, দাসী দু'জন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে আরো লোক এবং প্রত্যেকের হাতে দশ হাজার দীনার। এদের মধ্যে একজন হাম্মাদকে বললো, "খলীফা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এসব দাস-দাসী এবং দীনার সবই আপনার।" হাম্মাদ দাস-দাসী এবং দীনার নিয়ে কুফায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী নবম ও দশম শতাব্দীর কবি আবু তাম্মাম, আল-বুহতুরী, ঐতিহাসিক ইব্ন কুতায়বা, সমাজ বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক আল-জাহিজ ভূগোলবিদ আল-খুরদাযবিহ্, কবি আবু ফিরাস আল-হামদানী, আবুল 'আলা আল-মা'আররী, আল-মুতানাব্বী, বদী'উযযামান আল-হামাদানী প্রমুখ লেখক ও সমালোচকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আলফ লায়লা ওয়া লায়লা নামক গদ্য উপাখ্যান দ্বারাও তিনি বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছেন। আল্ফ লায়লা ওয়া লায়লায় যে সব গল্প সংযোজিত হয়, তার কতকগুলো ভারত বর্ষ, কতকগুলো পারস্য এবং কতকগুলো আরব ভূমির গল্প। শেষোক্ত শ্রেণীর কোনো কোনো গল্পের নায়ক স্বয়ং খলীফা হারুনুর রশীদ ছিলেন। আবুল ফারাজ আল-স্পাহানীর ন্যায় একজন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের মহান ব্যক্তির উপর এম.ফিল. গবেষণা পরিচালনা করার আগ্রহে আমরা বিষয় হিসাবে "আবুল ফারাজ আল-স্পাহানীর সাহিত্যকর্ম: একটি পর্যালোচনা" শিরোনামটি গ্রহণ করেছি। আলোচ্য থিসিসটিকে একটি ভূমিকা, ছয়টি অধ্যায়, প্রত্যেক অধ্যায়কে একাধিক অনুচ্ছেদে, একটি উপ-সংহার ও একটি গ্রন্থ পঞ্জীতে বিন্যস্ত করতে প্রয়াস পেয়েছি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

আবুল ফারাজ আলী ইব্ন আল-হোসায়ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আল-কুরাশী একজন আরব ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, কবি ও সমালোচক ছিলেন। ২৮৪ হি. / ৮৯৭ খৃ. সালে ইরানের ইস্পাহান প্রদেশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন বিধায় তাঁকে আল-ইস্পাহী বলা হয়। কিন্তু তিনি খাঁটি 'আরব ও কুরায়শ বংশোদ্ভূত উমায়্যাহ্ বংশের মারওয়ান শাখার অধীনস্থ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি একজন শী'আ যিনি যায়দী শাখার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন এবং জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই সেখানে অতিবাহিত করেন। তিনি বুওয়ায়হ্ রাজবংশের বিশেষত তাঁদের উযীর আল-মুহাল্লাবীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ছিলেন। তিনি উযীর আল-মুহাল্লাবীর একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আলেপ্পোতে সায়ফুদ্দৌলাহ্ আল-হামদানীর দরবারেও তাঁর যথেষ্ট সম্মান ছিলো। ১৪ যু'ল হিজ্জাহ, ৩৫৬ হি. / ২০ নভেম্বর, ৯৬৭ খৃ. সালে তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।[১] এই অধ্যায়কে আমরা নিম্নে দুইটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করতে পারি :

প্রথম পরিচ্ছেদ : তাঁর যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী আব্বাসীয় যুগে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ও চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাহিত্যিক ছিলেন। তৃতীয় শতাব্দীতেই তিনি শৈশব অতিক্রম করে বাগদাদে ১৬ বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি আব্বাসীয় খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ্ (হি. ২৭৯-২৮৯ / খৃ. ৮৯২-৯১০)-এর শাসনামলেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর শৈশব, যৌবন ও বৃদ্ধকাল বাগদাদে কাটান।

---

১ শফীক জাবরী, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তা. বি.), ৪র্থ সংস্করণ, নাওয়াবিগ আল-ফিকর আল-আরাবী সিরিজ ১০, পৃ. ৫-৭; এস. নালীনো, "আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী" অনুদিত, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খৃ.), খ. ২, পৃ. ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

এই বাগদাদেই তাঁর মোট অবস্থানকাল ৫৬ বছর। আব্বাসীয় খলীফা আল-মুতী' লিল্লাহ্ (হি. ৩৩৫-৩৬৩ / খৃ. ৯৪৬-৯৭৪)-এর শাসনামলে তিনি বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তখন বাগদাদ নগরী ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আধুনিক শিল্প-কলা সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। তাই আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনে আমাদেরকে আব্বাসীয় খিলাফতের দ্বিতীয় যুগ সম্পর্কে আলোচনায় যেতে হবে। আব্বাসীয় খিলাফতের এই দ্বিতীয় যুগটি খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনামল হি. ২৩২ সাল থেকে বাগদাদে বুওয়ায়হ্ রাজবংশের পতন হি. ৩৩৪ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর সাথে খলীফা আল-মুতী'লিল্লাহ্ (হি. ৩৩৫-৩৬৩ / খৃ. ৯৪৬-৯৭৩)-এর খিলাফত কাল পর্যন্ত আলোচনা করা আমাদের প্রয়োজন। উমায়্যাহ্ বংশের পতনের পর আব্বাসীয় বংশের শাসকেরা খলীফার পদ অধিকার করেন। এঁরা ছিলেন মুহাম্মদ (স.)-এর খুল্লতাত আব্বাস (রা.)-এর বংশধর। ১৪৫/৭৬২ সালে রাষ্ট্রের রাজধানী দামেশ্ক থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। বাগদাদ ক্রমান্বয়ে সমগ্র মুসলিম জগতে প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের রূপ পরিগ্রহ করে। আব্বাসীয়দের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বাগদাদ বহু জাতি সম্বলিত একটি রাষ্ট্রের যথার্থ স্নায়ুকেন্দ্রের ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করে। যে সব আরব সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যথা খোরাসানী, ইরানী, তুর্কী, তাঁরাও রাষ্ট্র পরিচালনায় আরবদের সমান ক্ষমতা এবং মর্যাদা উপভোগ করতেন। এই আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হয়। বহু অঞ্চলের দেশী এবং বিদেশী পণ্ডিতেরা বাগদাদে এসে ভীড় জমিয়ে ছিলেন। গ্রীক, ল্যাটিন, ইরান ও ভারতবর্ষের সাহিত্য থেকে বহু বই-পুস্তক আরবীতে অনূদিত হতে থাকে। খলীফারা স্বয়ং সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠ-পোষকতা করতেন। এ বিভিন্নমুখী সাহিত্য সাংস্কৃতির প্রভাবে আরব জীবন আমূল পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। বাগদাদে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিলো তা যেমন বহুমুখী, তেমনি ব্যাপক এবং সার্বজনীন। খলীফা মামুনের মৃত্যুর পর খোরাসান, মিসর, উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

আফ্রিকা এবং ইরান খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এসব অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এসব রাষ্ট্র-বিপ্লবের দরুন আরবী সাহিত্যের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। ১২৫৮ খৃ. সালে মংগল সৈন্যেরা যখন বাগদাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, তখন শুধু মুসলিম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নয়, আরবী সাহিত্য ও ভাষাকে আশ্রয় করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।[২]

মূলত: দ্বিতীয় আব্বাসীয় যুগের সমাজ ব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম স্তর: এই স্তরকে বিজ্ঞ পণ্ডিতদের স্তর বলা হয়। এই স্তরে খলীফা, মন্ত্রীবর্গ, নেতৃবর্গ, শাসকশ্রেণী ও অন্যান্য এমন ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভূক্ত যারা বাদশাহ ও আমীরদের সাথে সম্পৃক্ত এবং ব্যবসায়ী, স্বচ্ছল ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গও এর অন্তর্গত ছিলো।

দ্বিতীয় স্তর বা মধ্যম স্তর: এ স্তরে নির্দিষ্ট ভাতার অধিকারীগণ, ব্যবসায়ীগণ, দক্ষ কারিগর, বিচারক, জ্ঞানী গুণী ও কালেক্টরের লোকজন অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

তৃতীয় স্তর বা নিম্নস্তর: এ স্তরে সাধারণ কৃষক, ছোট-খাট পেশাজীবী, চাকর, গোলাম, দাসী ও যিম্মীরা অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকূণ থেকে আব্বাসীয় যুগকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :

প্রথম ভাগ: আবুল আব্বাস সাফ্যাহ্ (হি. ১৩২ / খৃ. ৭৪৯) থেকে আল মুতাওয়াক্কিল (হি. ২৩২ / খৃ. ৮৪৬)-এর যুগ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় ভাগ: আল-মুতাওয়াক্কিলের যুগ থেকে বুওয়ায়হ রাজবংশের উত্থান (হি. ৩৩৪ / খৃ. ৯৪৫) পর্যন্ত।

তৃতীয় ভাগ: বুওয়ায়হ্ রাজবংশের ক্ষমতা দখল থেকে সালজুকদের বাগদাদ দখল (হি. ৪৩২ / খৃ. ১০৪০) পর্যন্ত।

---

২ আহমদ হাসান আল-যায়্যাত, তারিখ আল-আদাব আল-আরাবী (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ্, ১৪১৮ হি. / ১৯৯৭ খৃ.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৫৩-২১০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ ভাগঃ সালজূকদের বাগদাদে অনুপ্রবেশের সময় (হি. ৪৪২ / খৃ. ১০৫০) থেকে তাতারীদের নিকট যুদ্ধে তাদের পরাজয় বরণ করা (হি. ৬৫৬ / খৃ. ১২৫৮) পর্যন্ত।[৩]

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী আব্বাসীয় যুগের দ্বিতীয় ভাগের একজন অনন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও সাহিত্যিক ছিলেন। এই যুগকে ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই যুগে মুসলিম সমাজ অনেক উন্নত ছিলো। জনগণ ক্ষমতা ও মর্যাদার এমন আসনে উপবিষ্ট হয়েছিলো যা তারা ইতিপূর্বে এমনকি পরেও অর্জন করতে পারেনি। এই যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং আরবী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ৩৭ জন খলীফা পাঁচ শতাব্দীরও বেশী সময় এই যুগে খিলাফতের আসনে উপবিষ্ট ছিলো।

প্রথম শ্রেণীর জনগণের অবস্থাঃ

দ্বিতীয় ভাগের আব্বাসীয় খিলাফতের প্রথম স্তরের লোকজন অধিক সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসিতার মাঝে ডুবে থাকতো। যাকাত, 'উশর, আমদানী রফতানীকর, নগর শুল্ক থেকে আদায়কৃত ব্যাপক অর্থ-সম্পদ তারা ভোগ করতো। খিলাফতের কয়েকটি রেজিষ্টার ছিলো যেখানে চাকুরীজীবীদের মালামালের হিসাব লিপিবদ্ধ হতো। আব্বাসীয় খলীফাগণ এসব ধন-সম্পদ নিজেদের আয়ত্তে রাখতো এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতো। খলীফা আল-মুতী'লিল্লাহ্‌র সাথে বখতিয়ারের কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে একলক্ষ দীনার মোহরানা হিসাবে এবং উদযাপন উপলক্ষে আরো পাঁচ লক্ষ দিরহাম ব্যয় হয়। খলীফাদের স্ত্রী ও দাসীগণ সাজ-সজ্জায় খুবই বাড়াবাড়ি করতো, এমনকি বলা হয় যে, খলীফা আল-মুস্তাযী বিল্লাহ্‌-এর স্ত্রী জুতো দুটো বড় বড় মুক্তা দিয়ে সাজিয়ে সকলের দৃষ্টি

---

৩ আহমদ হাসান আল-যায়্যাত, তারিখ, পৃ. ১৫৪-১৫৫; শাওকী দায়ফ, তারিখ আদাব আল-আরাবী, প্রথম আব্বাসী যুগ, ২য় আব্বাসী যুগ, আল-দুওয়াল ওয়া আল-ইমারাত যুগ (ইরাক, ইরান) এবং আল-দুওয়াল ওয়া আল-ইমারাত (মিসর, সিরিয়া) যুগ (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, যথাক্রমে ১৯৬৬ খৃ., ১৯৭৩ খৃ., ১৯৮০ খৃ. ও ১৯৮৪ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

আকর্ষণ করতো। তাছাড়া অন্যান্য মূল্যবান অলংকার ও জহরতও তারা ব্যবহার করতো। খলীফা আল-মুস্তানসির বিল্লাহ্-এর দাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জার জন্য দীওয়ান লেখকের জন্য মাসিক একলক্ষ দীনার ও পাঁচ লক্ষ দিরহাম ধার্য করা হয়। বুওয়ায়হ্ রাজ বংশের উযীর আল-মুহাল্লাবীর জন্য প্রতি তিন দিনে এক হাজার দীনারের বিনিময়ে একটি গোলাপ ফুল ক্রয় করা হয় এবং তার দ্বারা উযীরের বসার আসন সাজানো হতো। উযীরের অট্টালিকায় একটি সু-সজ্জিত ফোয়ারা ছিলো যার থেকে প্রতিনিয়ত গোলাপ জল ছিটানো হতো। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উযীরের পোষাক-পরিচ্ছদ, গালিচা, কার্পেট, রেশমী বস্ত্র ইত্যাদি বাবৎ আরো লক্ষ লক্ষ দীনার ব্যয় হতো। এই ধরনের ব্যয় অন্য কোনো উযীর, ব্যবসায়ী ও জমিদারদের জন্যও করা হতো না।[৪]

মধ্যম শ্রেণীর জনগণের অবস্থা :

এই স্তরের প্রথম সারিতে ছিলেন হাদীস, ফিকহ ও তাফসীর শাস্ত্রের আব্বীয় উলামা সমাজ। তাঁদের বেশীর ভাগই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মাসিক বা সাপ্তাহিক ভাতা গ্রহণ করতেন। এই উলামাদের নিকট তরুণ ছাত্র সমাজ আসা যাওয়া করতো এবং বিনিময়ে তারা কিছু অর্থ পেতো যা দিয়ে তারা খাওয়ার রুচি সংগ্রহ করতো। আর এই অনুদান শিক্ষকদের যোগ্যতা ও মর্যদার ব্যবধানে পার্থক্য হতো। গায়ক ও কবিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলো। তাদের অধিকাংশের নিকট প্রচুর ধন-রত্নের খাজানা থাকতো। এই শ্রেণীর অন্তর্গত কারিগরগণও ছিলো যারা বাড়ী ঘর, সাজ গোজের সরঞ্জামাদি ও খাদ্য দ্রব্য এখান থেকে ব্যবস্থা করতো। এই কারিগরদের তৈরি সামগ্রীর কেন্দ্র ববসায়ের বাজার বলে বিবেচিত হতো। সেখানে মুদ্রা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিনিময় হতো। সেখানে ভাঁড়ায় গরীব-দুঃখীদের জন্য বাসস্থান, হোটেল, মোটেল ও সরঞ্জামাদীর ব্যবস্থা ছিলো।[৫]

---

৪ প্রাগুক্ত।
৫ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় শ্রেণী বা নিম্নস্তরের জনগণের অবস্থা:

সাধারণ জনগণ দ্বারা গঠিত এই শ্রেণী। সাধারণ প্রজাগণই সর্বদা ক্ষেতেখামারে ছোট-খাট কারিগরির ও প্রজা সাধারণের খেদমতে নিয়োজিত ছিলো। এই শ্রেণীর লোক জমিদার ও ঠিকাদারদের কর্মচারী হিসাবে এবং উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর লোকদের কখনো কখনো কারিগর ও রাখাল হিসাবে কাজ করে বিনিময়ে নিজেদের পার্থিব ও পারলৌকিক খরচ জোগানোর ব্যবস্থা করতো। এই শ্রেণীর লোকদের নিকট তেমন কোনো সম্পদ ছিলোনা যার দ্বারা তারা প্রথম শ্রেণীর লোকদের ন্যায় ভোগ বিলাস করতে পারতো। এই শ্রেণীর লোকজন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সময় বাগদাদ নগরীকে সু-সজ্জিত করতো, হজ্জ যাত্রীদের ভ্রমণের ব্যবস্থা নিতো, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মুসলিম পর্বগুলো উদযাপন করে বিনিময়ে যেই পারশ্রমিক পেতো তা দিয়ে তারা জীবীকা নির্বাহ করতো।[৬]

উল্লেখিত তিন শ্রেণীর লোকজন ব্যতীত ইরাকের বাগদাদ নগরীতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় যেমন, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, অগ্নিপুজক ও সাবা'ইরাও ছিলো যারা আহলুয যিম্মা বা আশ্রয় গ্রহণকারী বলে পরিচিত ছিলো। তারা কর প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমান শাসকদের দায়িত্বে ও অঙ্গিকারে হিফাজতে থাকতো। তাদের সন্তান, পরিবারবর্গ ও তাদের জান-মালের হিফাজতও করার ব্যবস্থা ছিলো। প্রত্যেক ধর্মের আলাদা কাঠামো ছিলো এবং তাদের জন্য উপাসনাগৃহ ও ধর্মীয় যাযক নিয়োজিত ছিলো। বাগদাদ ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানগণ এই ধর্মাবলম্বীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতো। বিশেষ করে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোকদেরকে কাজের সুযোগ করে দেয়া হতো। ফলে মুসলমানগণ অগ্নিপুজকদের তুলনায় খৃষ্টান দিগকে বেশী বিশ্বাস করতো এবং কাজের সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতো। এই পর্যায়ে আল-জাহিজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর রচিত **আল-রাদ্দ 'আলা আল-নাসারা**

---

৬ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নামক রিসালা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, খলীফা ও গভর্ণরগণ খৃষ্টানদেরকে তাঁদের কাছে রাখতেন। বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে তাদেরকে নিয়োগ দিতেন এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিতেন। তারা আতর তৈরী করতো, মুদ্রার ব্যবসা করতো এবং খলীফা ও উযীরদের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত ছিলো। আর ইয়াহুদীরা রং প্রস্তুত, চামড়া দাবাগত, কসাই ও সুতা তৈরীর কাজে নিয়োজিত ছিলো।[৭]

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী আব্বাসী যুগের ভদ্র ও উচ্চ শ্রেণীর লোকজনদের সাথে জীবন যাপন করতেন। খলীফা, আমীর ও উযীরদের প্রশংসা করে তিনি ব্যাপকভাবে পুরষ্কৃত হতেন। তবে তিনি তাদের ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের সামগ্রী কখনো ব্যবহার করতেন না। তিনি সাধারণ জনগণের ন্যায় জীবন যাপন করতেন। পোষক-পরিচ্ছেদ, খাদ্য দ্রব্য, পানীয় বস্তু ও ঘরবাড়ীর ক্ষেত্রে তিনি ভোগ বিলাসের জিনিসপত্র পরিহার করতেন। তিনি উযীর ও আমীরদের প্রাসাদে সময় কাটালেও তাঁর অন্তরটা সাধারণ মানুষের প্রতি ঝুঁকে থাকতো। আবুল ফারাজ আব্বাসীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার যুগের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পূর্ব যুগের আব্বাসীয় ধারায় রচিত আরবী সাহিত্যের পদ্য ও গদ্যের এক বিরাট অংশ পরিত্যক্ত সম্পদ হিসাবে পেয়েছিলেন। বিখ্যাত গদ্যকার জাহিজ (মৃ. ২৫৫ / ৮৬৮) আবুল ফারাজের জন্মের বছর মৃত্যু বরণ করেন। ইব্ন কুতায়বা (মৃ. ২৭৬ / ৮৮৯), আবু তাম্মাম (মৃ. ২৩২ / ৮৪৬), আল বুহ্তুরী (মৃ. ২৮৪ / ৮৯৭), ইব্ন আল-রুমী (মৃ. ২৮৩ / ৮৯৬) সহ অন্যান্য সনাম ধন্য কবিদের কাব্য বিষয় আবুল ফারাজের যুগের কবিতার উপজিব্য ভাণ্ডার হিসাবে গণ্য হয়। তিনি সাড়া জাগানো আরবী কবি আল-মুতানাববী (মৃ. ৩৫৪ / ৯৬৫)-এরও সমসাময়িক ছিলেন।[৮]

---

৭ প্রাগুক্ত।

৮ আহমদ হাসান আল-যায়্যাত, তারিখ, পৃ. ১৫৪-২৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তাঁর যুগে রাজনৈতিক অবস্থা

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী আব্বাসীয় খিলাফত আমলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭২ বছর বয়সে আব্বাসীয় আমলেই মৃত্যু বরণ করেন। আমরা জানি যে, ১৩২/৭৪৯ সালে সিরিয়ায় উমায়্যাহ্ শাসনের পতন ও কূফায় আব্বাসীয় বংশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হয়। আর ৬৫৬/১২৫৮ সালে তাতারী হালাকু খানের হাতে বাগদাদের পতনের মাধ্যমে আব্বাসীয় খিলাফতের সমাপ্তি ঘটে। ১৩২/৭৪৯ থেকে ৬৫৬/১২৫৮ সাল পর্যন্ত পাঁচশত বছরের অধিক কাল পর্যন্ত আব্বাসীয়রা মুসলিম বিশ্ব শাসন করেছিলো।[৯] এই সময়টাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।[১০]

এক. মৌলিক আব্বাসীয় খিলাফত প্রথমে পারস্য পরে তুর্কী কর্তৃত্ব ১৩২ / ৭৪৯ থেকে ২৩৪ / ৮৪৮ সাল পর্যন্ত যাকে প্রথম আব্বাসীয় প্রকৃত খিলাফতের যুগ বলা হয়।

দুই. পারস্য শী'আ গোত্রের বুওয়ায়হ্ রাজবংশের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাজত্বের যুগ, যা ২৩২ / ৮৪৬ থেকে ৪৪০ / ১০৪৮ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলো।

তিন. সালজূক সুন্নী তুর্কীদের রাজত্বের যুগ, যা ৪২৯ / ১০৩৭ থেকে ৬৫৬ / ১২৫৮ সাল পর্যন্ত ছিলো।

প্রকৃতপক্ষে আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী তাঁর জীবদ্দশায় এমন আট জন আব্বাসীয় খলীফার সাহচর্য ও সহযোগিতা পেয়েছেন যাঁরা নামে মাত্র খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। আবুল ফারাজের সময়টা আব্বাসীয় দশম খলীফা আল মুতাওয়াক্কিল 'আলাল্লাহ (২৩২-২৪৭ / ৮৪৭-৮৬১)-এর পরিত্যক্ত যুগ ছিলো। আল-মুতা ওয়াক্কিল ২৩২ / ৮৪৭ সালে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তুর্কী নেতৃবর্গ তাঁর সাম্রাজ্যের চার দিকে তাঁকে ঘিরে রাষ্ট্র পরিচালনা করতো। মুতাওয়াক্কিলের পরে বাগদাদের মসনদে আসীন খলীফাদের

---

৯ 'উমর ফুররুখ, তারিখ আল-আদব আল-আরবী, (বৈরুত: দার আল-'ইলমলিল মালা'ঈন, তাবি) খ.২, পৃ. ৩৩-৩৪।

১০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃত্ব বলতে আর তেমন কিছুই ছিলোনা। তুর্কীগণ মুতাওয়াক্কিলকে হত্যার পর বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করে এবং খলীফাদেরকে দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় রেখে দেয়। তাদের হাতে খলীফাগণ বন্দীর ন্যায় ছিলেন। তারা ইচ্ছা করলে খলীফাকে জীবিত রাখতো আর ইচ্ছা না করলে তাঁকে হত্যা করতো।[১১] এক্ষেত্রে শাওকী দায়ফের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন "আমরা তুর্কীদেরকে দেখেছি, মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ / ৮৪৬-৮৬১)-এর হত্যার পর তারা ধারাবাহিকভাবে আট বছর কাল প্রশাসনের উপর তাদের কর্তৃত্ব চালিয়েছে। তারপর আল-মুকতাদির (২৯৫-৩২০ / ৯৬০-৯৩২)-এর পর তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি ও প্রশাসক ছিলো। আর তখন খলীফাদের কোনো ক্ষমতাই ছিলোনা। তুর্কীরা তাঁদের হাতে ক্ষমতা প্রদান করতো, আবার তাঁদেরকে ক্ষমতা থেকে পদচ্যুতও করতো। এমনকি তারা খলীপাদের রক্তও প্রবাহিত করতো। এই যুগের জনৈক আরবী কবি খলীফা মুস্তা'ঈন বিল্লাহ্ (২৪৮-২৫২ / ৮৬২-৮৬৬)-এর খিলাফতের চিত্র নিম্নের কবিতায় তুলে ধরেন:[১২]

خليفة في قفص + بين وصيف و بُغا
يقول ما قالا له + كما يقول الببّغاء

"খলীফা আবদ্ধ খাঁচার মধ্যে, ওয়াসীফ ও রোগা-এর অধীনে, তারা দুইজন তাকে যা বলে সে তাই বলে, যেমন তোতা পাখি বলে"।

প্রকৃতপক্ষে এ যুগের আব্বাসীয় খলীফাগণ আবদ্ধ খাঁচায় তোতা পাখির ন্যায়, সে তার বক্তার চাহিদা অনুযায়ী কথার উত্তর দেয়। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর কোনো কর্তৃত্ব নেই। বরং তাঁর সকল কর্তৃত্ব ওয়াসীফ ও বাগা নামক দুই রক্ষীরই। এমনিভাবে খলীফা আল-মু'তায্য বিল্লাহ্ (২৫২-২৫৫ / ৮৬৬-৮৬৮) খিলাফতের আসনে মাত্র

---

[১১] আল-ফাখরী, ফী আল-আদাব আল-সুলতানীয়্যাহ্ (মিসর: আল মাতবা'আ আল-বাহমানীয়্যাহ্, তা. বি.), পৃ. ১৮১; শাওকী দায়ফ, তারিখ আল-আদব আল-আরবী, ২য় আব্বাসী যুগ, পৃ. ১৭।

[১২] আল-মাস'উদী, মুরুজ আল-যাহাব (ইরান: দার আল-হিজরা, ১৪০৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

তিন বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তুর্কীরা অতি দ্রুতই তাঁকে হত্যা করে খিলাফতের পদ থেকে সরিয়ে দেয়। অত:পর তারা আল-মুহ্তাদীকে (২৫৫-২৫৬ / ৮৬৮-৬৯) খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করে। আল-মুহতাদী উত্তম চরিত্রের অধিকারী, ন্যায় পরায়ণ ও আল্লাহ্ ভীরু ছিলেন। তিনি গানবাদ্যকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মদ্যপানকে হারাম মনে করেন। তাঁর ফুলের মত চরিত্র তুর্কীদের বিবেকে বাধে, তাই তারা তাঁকে পদচ্যুত করে আল-মু'তামিদ (২৫৬-২৭৯ / ৮৬৯-৮৯২)-এর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে। তিনি খেলা-ধূলা ও চিত্ত বিনোদনে মত্ত ছিলেন। তবে তাঁর ভাই তালহা আল-মুওয়াফিফক নেতৃত্বের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি আল-মু'তামিদের নামে মাত্র খিলাফতকে দীর্ঘদিন ধরে রেখে ছিলেন। আল-মু'তামিদ তাঁর খিলাফতের চিত্র নিম্নের কবিতায় তুলে ধরেন:[১৩]

أليس من العجائب أن مثلي + يرى ما عل ممتنعاً عليه
و تؤخذ باسمه الدنيا جميعاً + و ما من ذاك شيء في يديه

"এটা কি অবাক" হওয়ার কথা নয় যে, আমার মত ব্যক্তি দেখতে পায় সে সব বিষয় যা খুব কমই তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে: যার নামের প্রতি গোটা পৃথিবী সম্মান জানায়, অথচ সে নিঃস্ব, তার হাতে এতদসংক্রান্ত কিছুই নেই।"

যুবরাজ আল-মুওয়াফিফাকের হঠাৎ মৃত্যু হলে আল-মু'তামিদ (২৫৬-২৭৯ / ৮৬৯-৮৯২) তাঁর ছেলে আল-মু'তাযিদ (২৭৯-২৯৮ / ৮৯২-৯১০) কে খিলাফতের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। খলীফা নিযুক্ত হয়ে আল-মু'তাযিদ তাঁর পিতার সম্মান ও মর্যাদা পরিপূর্ণ করেন। তাঁর সময় তুর্কীদের ক্ষমতা কিছুটা ভাঁটা পড়ে। আর আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী খলীফা আল-মু'তাযিদের আমলে ২৮৪ হি. সালে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন। ইব্ন তাগরী বারদী খলীফা আল-

---

১৩ আল-শাবিস্তী, কিতাব আল-দিয়ারাত (বাগদাদ: মাতবা'আ আল-মা'আরিফ তাবি), পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

মু'তাযিদ সম্পর্কে বলেন,[১৪] "তিনি সাহসী, অকুতোভয় বীর, লিকলিকে পিঙ্গল বর্ণের, ন্যায় পরায়ণ, প্রভাবশালী, বুদ্ধিমান এবং কঠোর ছিলেন।" তারপর তাঁর ছেলে আল-মুকতাদী (২৮৯-২৯৫ / ৯০১-৯০৭) খলীফা নিযুক্ত হন। তিনি শাসন ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিলেন অনবিজ্ঞ। এমনিভাবে আব্বাসীয় তৃতীয় যুগের খলীফাগণ তাঁদের দুই তৃতীয়াংশ সময়ে তাঁদের সকল কর্তৃত্ব হারানোর ফলে খিলাফতটা শুধু নাম সর্বস্বরূপে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও খলীফাদের একটি দল দীর্ঘদিন যাবৎ রাজত্ব চালিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আল-মুতী'লিল্লাহ্ (৩৩৪-৩৬৩ / ৯৪৬-৯৭৪)। বুওয়ায়হীদের শাসনামলে আব্বাসীয় খলীফাদের কোনো কর্তৃত্ব ও শক্তি সামর্থ্য ছিলোনা। শুধু জুমু'আর খুতবায়' এবং সীলমোহরযুক্ত মুদ্রায় তাঁদের নাম ও উপাধি উল্লেখ করা হতো। আল-মুতী' বুওয়ায়হীদের কাজ কর্মে হস্তক্ষেপ করেননি। তার বেশ কিছু দিন পর তিনি খিলাফতের সফলতা অর্জন করেন। এক পর্যায়ে তিনি নিষ্ক্রীয় হয়ে তাঁর পুত্র আবু বকর (৩৬৩-৩৮০ / ৯৭৩-৯৯০)-এর জন্য খিলাফত ছেড়ে দেন। আবু বকর আল-তা'ই'লিল্লাহ্ উপাধি গ্রহণ করে খিলাফতের দায়িত্ব নেন।[১৫]

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী বুওয়ায়হীদের যুগে জীবন যাপন করেন। তিনি উযীর আল-মুহাল্লাবীর একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর একজন সভাসদ ছিলেন। তিনি পশ্চিমাদেশ গুলোতে উমায়্যাহ্ বংশের লোকদেরকে প্রেরণ করেন। তিনি রুকনুদ্দৌলা-এর সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি আলপ্পোতে সায়ফ আল-দৌলাহ্ আল-হামদানীর সাথেও মিলিত হন। এ কারণে সে ব্যক্তি বাগদাদের বুওয়ায়হ্ রাজবংশের, আলেপ্পোর হামদানী বংশের এবং মুসলিম স্পেনের উমায়্যাহদের কথা উল্লেখ করতো সে ঐ যুগ সম্পর্কে জানতো যে যুগে আবুল ফারাজ জীবন যাপন করতেন। মূলত: আবুল ফারাজ যে

---

১৪ ইয়াকূত আল-হামাবী মু'জাম আল-উদাবা' (বৈরুত: দার এহয়া' আল-তুরাছ আল-আরাবী, ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ খৃ.), খ. ১৩, পৃ. ৯৫-১৩৬।

১৫ কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ৪৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

যুগে বাস করতেন সে যুগে বাগদাদে ও তার নেপথ্যে পারস্য আন্দোলনের প্রবণতা, আলেপ্পো নগরীতে জাতীয়তার প্রবণতা এবং আল-মাগরিবে উমায়্যাহ্‌দের প্রবণতা কাজ করছিল। বাগদাদে আব্বাসীয় খিলাফতের সময় তুর্কীদের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পারস্য প্রবণতার সূচনা হয়। আলেপ্পোতে জাতীয়তার বিবাদ শুরু হয় এবং এর দ্বারা আল-মূসিলে হামদানী শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য নাসির আল-দৌলাহ আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইব্‌ন হামদান কর্তৃক ৩১৭/৯২৯ সালে তা প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। নাসিরুদ্দৌলা আলী-এর ভাই আবুল হাসান আলী ইব্‌ন হামদান ৩৩৩/৯৪৫ সালে সিরিয়া সফর করেন এবং ইখশীদীনদের কবল থেকে আলেপ্পোনগরী ছিনিয়ে নেন এবং এখানে তিনি একটি হামদান নামে অতি উন্নত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সায়ফুদ্দৌলাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী খিলাফতকে রক্ষা করেন এবং রোমানদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে 'কিছার' যুদ্ধে পরাজিত করেন। তিনি আলেপ্পো নগরীতে একটি রাজ প্রাসাদ স্থাপন করেন। সেখানে অনেক সাহিত্যিক, কবি, জ্ঞানী-গুণী আলিমের সমাবেশ হয়েছিলো যেমনি ভাবে হারুন আল-রশীদের দরবারে তাঁদের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আল-মুতানাববী, আবু ফিরাস, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, আবু মানসূর আল-ছা'আলিবী, ইব্‌ন খালাওয়ায়হ্‌ এবং আল-ফারাবী প্রমুখ। সায়ফুদ্দৌলাহ্‌ নিজেই ছিলেন একজন কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের একজন সেবক ও প্রেমিক।[১৬] এতদসত্ত্বেও আলেপ্পোর হামদানী রাজত্ব মিসরের ইখশীদী প্রশাসন বিরোধী ছিলো। উভয় রাষ্ট্র মধ্য সিরিয়ার অঞ্চলগুলোতে বিবাদে লিপ্ত হতো। কখনো হামদানী রাজত্ব দক্ষিণে দামিশ্‌ক পর্যন্ত, আবার কখনো উত্তরে হিমস পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।[১৭]

---

১৬ 'উমর ফুররুখ, তারিখ, খ. ২, পৃ. ৪০০।
১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় পারস্যের বুওয়ায়হ্ রাজবংশের তিন ভাই পূর্বাঞ্চলের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো দখল করে নেয়। এই তিন ভাই-এর একজন হলেন মু'ইয্যোদ্দৌলাহ্ আহমদ (৩৩৪-৩৫৬ / ৯৪৬-৯৬৭)। তিনি বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করে ৩৩৪/৯৪৬ সালে সেখানে পৌঁছেন এবং আমীরুল উমারা' উপাধি গ্রহণ করে আব্বাসী খলীফা আল-মুস্তাকফী কে পদচ্যুত করে তাঁর চোখ দুটো ও উতপাটন করেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করেন। কিছুদিন পর খলীফা মৃত্যু বরণ করেন।[১৮] ৩৫৬/৯৬৭ সালে মু'ইয্যোদ্দৌলাহ্ মৃত্যু বরণ করেন। বুওয়ায়হীদের রাজত্ব পারস্য ও ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারা তাদের রাজত্বের সাথে আল-মূসিলের হামদানী রাজত্বকেও ৩৭১/৯৮১ সালে সংযুক্ত করে। কিন্তু তখনো হামদানী ও বুওয়ায়হীদের মধ্যকার ঝগড়ার অবসান হয়নি। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী এই যুগের মু'ইয্যোদ্দৌলাহ্-এর উযীর আল-মুহাল্লাবীর খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন ছিলেন। এ সময় খলীফা, বাদশাহ এবং আমীরদের মাঝে বিবাদ ছিলো। আবুল ফারাজ এই সুযোগটাকে কাজে লাগান। তিনি উযীর আল-মুহাল্লাবী ছাড়াও যুগের নেতৃস্থানীয় অন্যান্য বাদশাহ ও আমীরদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা আবুল ফারাজের মান-মর্যাদা ও যোগ্যতার যথার্থ স্থান দিয়েছেন ও তাঁকে বিপুল পরিমাণে পুরস্কৃত পরয়কৃত করেছেন। আবুল ফারাজ শী'আ হওয়া সত্ত্বেও গোপনে সেই যুগের স্পেনের উমায়্যাহ্ বাদশাহদের জন্য একটি পুস্তক রচনা করেন এবং তাঁদের নিকট তা প্রেরণ করে অনেক পুরস্কার অর্জন করেন।[১৯]

---

১৮ প্রাগুক্ত।

১৯ জুরজী যায়দান, তারিখ আদাব আল-লুগাত আল-আরাবিয়্যাহ, খ. ২, পৃ. ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবুল ফারাজের সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা পদ্ধতি ও সাহিত্যের অবস্থা

আবুল ফারাজের সময়ে বাগদাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস এবং শিল্প-সাহিত্যের প্রাণ কেন্দ্র ছিলো। উমায়্যাহ্ খিলাফতের রাজধানী ছিলো দামিশ্ক, আর তাদের জাতীয় পোষাক ছিলো সাদা এবং তাদের পতাকাও ছিলো সাদা। আব্বাসীয়রা যখন বাগদাদকে তাঁদের রাজধানী করলেন তখন তাঁদের জাতীয় পোষাক হলো কালো। তাঁদের সেনাবাহিনীকে "আল-মুসাওয়্যাদা" বলা হতো, কারণ তাদের পতাকা কালো ছিলো।[১] হারুন আল-রশীদ ও তাঁর ছেলে আল-মামূনের বাগদাদ নগরী মূলতঃ সভ্যতা, সংস্কৃতির কেন্দ্র, শিল্প ও সাহিত্যের এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সুতিকাগার ছিলো। আল-খাতীব আল-বাগদাদীর বর্ণনায়,[২] "বাগদাদের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, এর জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি, সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এর অট্টালিকা, দীঘন্ত, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাম্মাম খানা, কোমল পরিবেশ ও মৃদু মন্দ বাতাস, সুস্বাদু পানি ইত্যাদি পৃথিবী শ্রেষ্ঠ, যাদের কোনো তুলনা হয়না।" অন্যান্য বিজ্ঞজনদের মতে সে সময়ের বাগদাদ ছিলো অতি সুন্দর, সাজানো গোছানো, অট্টালিকাগুলো ছিলো মনোরম দৃশ্যের, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় খ্যাত ছিলো। ঐতহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী পাওয়া যায় যে, খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ (২৯৫-৩২০ / ৯০৭-৯৩২)-এর খিলাফতের যুগে ৩০৫/৯১৭ সালে যখন রোম সম্রাটের দূতগণ বাগদাদে পৌঁছে তখন খিলাফত রাজধানীকে একলক্ষ ষাট হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা সজ্জিত করা হয়। খলীফার সামনে সাতশত গৃহ রক্ষী বাহিনী এবং সাত হাজার

---

১ আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, তাবি), খ. ৩, পৃ. ২৭৩, ২৯২।

২ ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-উদাবা', খ. ৪, পৃ. ৪৩; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ (কায়রো: বুলাক প্রকাশনী, তাবি), খ. ১, পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

নপুংসক খাদেম দাঁড় করানো হয়। এর মধ্যে চার হাজার সাদা পোষাকে এবং বাকী তিন হাজার কালো পোষাকে সজ্জিত ছিলো। রংবিরঙ্গের পোষাক ও বেশ ভোষা নিয়ে রাজধানীর গেইটে হাঙ্গেরিয়ান বালকরা সজ্জিত অবস্থায় দাঁড়ালো। স্বয়ং রাজধানী বাগদাদকে বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ সরঞ্জামাদী ও অস্ত্রসস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা হলো। প্রাচীরগুলোকে রংবিরঙ্গের পর্দা দিয়ে আবৃত করে সাজানো হলো। বাইশ হাজার মূল্যবান কার্পেট দিয়ে ভূমিকে সাজানো হলো। বার হাজার সোনালী রঙ্গের রেশমী পর্দাসহ মোট আটত্রিশ হাজার ঝুলন্ত পর্দা দিয়ে দারুল খিলাফতকে সজ্জিত করা হয়েছিলো। যাবতীয় সাজ-সজ্জা যেন একটি সোনালী বৃক্ষের ন্যায় যার ডাল ও পাতাগুলো সোনা ও রূপার তৈরী। রূপালী পাখিরা তার ডালে বসা, আর ডালগুলো মৃদু বাতাসের দোলায় ঝুঁকে পড়ে এবং পাখীরা সজ্জিত দোলনায় মধুর সুরে গান গাইতে থাকে। বাহন ও নার্জারগুলোকে দজলা নদীতে উত্তম সজ্জায় সজ্জিত করে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন রাজ্য ভেদে একশত হিংস্র প্রাণীসহ মোট সাতশত প্রাণী ছিলো।[৩]

আবুল ফারাজের যুগে বাগদাদের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন ইসহাক আল-মূসিলী নম্নির কবিতায়, যখন তিনি খলীফা আল-ওয়াছিক বিল্লাহ্-এর সাথে নজফ সফর করেন। এই কবিতাটি তিনি বাগদাদের শুভ কামনা করে রচনা করেন। এই সময় খলীফার পুত্রও তাঁর পাশে ছিলো:[৪]

أتبكي علي بغداد و هي قريبة + فكيف إذا ما ازددت منها غدا بعدا
لعمرك ما فرقت بغداد عن قلبي + لو أنا و جدنا من فراق لها بدا
إذا ذكرت بغداد نفسي تقطعت + من الشوق أو كادت تموت لها وجدا
كفي حزناً أن رحت لم تستطع لها + وداعاً تحدث لساكنها عهدا

---

৩ আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা, খ. ৩, পৃ. ২৭২।

৪ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাব আল-আগানী (মিসর: দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, তাবি), খ. ৯, পৃ. ২৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি কি বাগদাদকে স্মরণ করে কাঁদছো ? তা অতি নিকটে।
অচিরেই তুমি যখন বাগদাদ ছেড়ে দূরে যাবে তখন তোমার কি হবে ?
তোমার জীবনের শপথ! বাগদাদ কখনো আমার হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন নয়,
যদি আমরা তার থেকে বিচ্ছেদের পথের সন্ধান পেতাম, কতইভালো হতো।
বাগদাদের স্মরণে আমার অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যায়,
আশায় আশায় অথবা তার বিরহে বাকরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু উপক্রম হয়।
আমার দুঃচিন্তা এজন্যই যে, তুমি বাগদাদ বাসীদের জন্য এমন
কিছু রেখে বিদায় নিতে পারছোনা, যা যুগযুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

আবুল ফারাজ-ইস্পাহানীর যুগে বাগদাদের সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প ও সাংস্কৃতিক অবস্থা খুবই প্রশংসনীয় ছিলো। বুওয়ায়হ আমীর মু'ইয্যোদ্দৌলাহ্ তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমীরের মন্ত্রী আল-মুহাল্লাবী তাঁর অতি নিকটতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাই তিনি বুওয়ায়হ্ রাজবংশের যুগ পর্যন্ত বাগদাদে অবস্থানকালে এই রাজ বংশের সাহায্য, সহানুভূতি, আদর, আপ্যায়ন ও নানাবিধ সুযোগ সুবিধা উপভোগ করেছেন এবং ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যে প্রাচুর্যতা এখানে বাস্তবে অবলোকন করেছেন। তিনি আব্বাসীয় ও উমায়্যাহ্ অঞ্চলগুলোতে প্রবাহমান সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও ঐশ্যর্যতাও প্রত্যক্ষ করেছেন। উযীর আল-মুহাল্লাবী যে বিলাস বহুল জীবন যাপন করতেন তার বর্ণনা দিয়ে ইয়াকূত আল-হামাবী বলেন,[৫] "তাঁর (আল-মুহাল্লাহীর) কাছে ছিলো দুর্লভতার ছাপ, তাঁর খাবারে ছিলো অতি পরিচ্ছন্নতা। যখন তিনি দুধ-ভাত জাতীয় কোনো খাদ্য চামচ দ্বারা খেতে চাইতেন তখন তাঁর ডান পাশে খাঁটি কাঁচের তৈরী ত্রিশটির মত চামচ হাতে নিয়ে একজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে থাকতো। তিনি চামচ খুব ব্যবহার করতেন। তিনি তাঁর ডান পাশের ভৃত্যের হাত থেকে একটি চামচ নিয়ে ঐ দুধ-ভাত থেকে একবার খেতেন। তারপর বাম পাশে দণ্ডায়মান আরেক ভৃত্যের কাছে সেটা ফেরত দিতেন। অত:পর ডান পাশের ভৃত্যকে আরেকটি চামচ নিয়ে

---

৫ ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-উদাবা', খ. ১৩, পৃ. ১০২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বারের ন্যায় এক চামচ খেয়ে চামচটি বাম পাশের ভৃত্যের হাতে তুলে দিতেন। এই ভাবে একটি চামচ তাঁর মুখে দ্বিতীয় বার কখনো ফিরে আসতো না।" কাজী আল-তানূখী উল্লেখ করেন,[৬] "তিনি (উযীর আল মুহাল্লাবী) খাওয়ার সময় অধিক কথা বলতেন। তিনি মিষ্টিভাষী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কথা সাহিত্য ধর্মী ছিলো। বেশী কথা বলার কারণ হলো, দেশে-বিদেশের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী সাহিত্যিক, কবি, লেখক, ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁর দপ্তর খানায় একত্রিত হতেন। যার অধিকাংশগুলোতে আমি উপস্থিত ছিলাম।"

উযীর আল-মুহাল্লাবীর কিছু বিশেষ মজলিশ ছিলো। তার মধ্যে একদিনের মজলিশ নির্ধারিত ছিলো ফকীহ্দের জন্য, একদিন বিচারকদের জন্য এবং একদিন ধর্মতাত্ত্বিকদের জন্য। এসব মজলিশে মদ-গানের আড্ডার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দুর্লভ বিষয়াদির আলোচনা অব্যাহত থাকতো। মজলিশের সদস্যরা সাহিত্যের ভাষায় পদ্য ও গদ্যে কথাবার্তা বলতো। ধর্ম, দর্শন, ভাষা ও বিভিন্ন বিদ্যার কথাও তারা বলতো। তাদের সমাবেশগুলো সদা সর্বদা, নারীদের পদচারণায় মুখরিত থাকতো। রূপসী দাসীরা মন্ত্রী ও যুবরাজদের ঘরে বেশী সমবেত হয়ে তাঁদেরকে আনন্দ উপভোগ করতে সাহায্য করতো। আব্বাসীয় যুগের এসব সাহিত্য সেমিনার বা আসরগুলো খুবই প্রতিক্রিয়াশীল ছিলো, যা কখনো শেষ হওয়ার মত ছিলোনা, কবিতার ক্ষেত্রে তাঁদের এমন পারদর্শিতা ছিলো যে, তা কখনো ভুলে যাওয়ার মত ছিলো না। এসব সাহিত্য-সেমিনার ও আসরগুলোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিলো না। যে কোন স্থানে, ময়দানে, অট্টালিকায়, শহরে, বাগানে বা প্রেক্ষাগৃহে এগুলো অনুষ্ঠিত হতো। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী এই সব সমাবেশের অলংকার ও পৃষ্ঠ-পোষকদের একজন ছিলেন।[৭]

---

৬ কাজী আবু 'আলী আল-তানূখী, নিশওয়ার আল-মুহাদারাহ্, সম্পা, আব্বুদ আল-শালজী আল-মুহামী (বাহ্মাদূন, ১৩৯১ হি. / ১৯৭১ খৃ.), খ. ১, পৃ. ১৩৮-৪০।

৭ তাহা হোসায়ন, হাদীছুল আরাবি'আ', (মিসরঃ বূলাক প্রকাশনী, তাবি), খ. ১৩, পৃ. ১০০; কিতাবুল আগানী, খ. ১, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর যুগে সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা উন্নতির শীর্ষ স্থানে ছিলো। বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ, আলিম সম্প্রদায় ও আরবী সাহিত্যের দিকপালদের মাধ্যমে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সে সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিলো বর্তমানের মক্তবের ন্যায় মসজিদ ভিত্তিক। মক্তবগুলো সে সময়ের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে পরিগণিত হতো। সেখানে শিশুরা প্রাথমিক পাঠ, লিখন ও আল-কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করতো। দারুল উলূমের জন্য বিশেষ কোনো স্থান না থাকায় মসজিদই ছিলো প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে আল-কুরআন ও হাদীস শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আবার এই মসজিদই বিচারকদের বিচারালয় এবং বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিলো। মহানবী (স.) মসজিদে নববীর একটি স্থানে বিচার কাজ সম্পাদন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা নিতেন। একদা মহানবী (স.) মসজিদে বসা ছিলেন। এদতাবস্থায় তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর দিকে এগিয়ে এসে দুই জন তাঁর সামনে বসলেন। উক্ত দুইজনের মাঝে কিছু ফাঁকা জায়গায় পেয়ে তৃতীয় জন তাঁর পেছনে বসে গেলেন। এর পর থেকে অদ্যাবধি মসজিদগুলো আল-কুর'আন, হাদীস, ভাষা শিক্ষা, ফিকহ্ শিক্ষার অনন্য কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এমনকি আব্বাসী যুগের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ এই মসজিদ থেকেই ঘটেছে। এই পাঠদান ও গ্রহণের সমাবেশ গুলো বিস্তার লাভ করতে থাকে। বসরার মসজিদে তর্ক বিতর্কের জন্য একটি হালকা এবং কবিতা আবৃত্তির জন্য অন্য একটি হালকার ব্যবস্থা ছিলো। আগের যুগের শিক্ষকগণ মানুষকে ইল্ম দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঁচ ওয়াক্তের মসজিদ ও জুমু'আর মসজিদ গুলোতে মজলিস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। আবু জাফর আল-মানসূর কর্তৃক বাগদাদের জামি' মসজিদ নির্মিত হলে খলীফা আল-মু'তাযিদ বিল্লাহ্ উক্ত মসজিদকে শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্বের তুলনায় আরো অনেকগুণ সম্প্রসারণ করেন। আল-মুহতাদী বিল্লাহ্ **মসজিদুর রিসাফা** নামে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন।[৮]

---

৮ আহমদ আমীন, দুহা আল-ইসলাম (বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৩৪৩ / ১৯৩৫), খ. ২, পৃ. ৪৯-৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়ান আল-ছাওরী (রহ.) আবুল ফারাজের যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আল-কুরআন ও হাদীস থেকে শার'ঈ মাস'আলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় মনিষী ছিলেন। ইমাম বিসা'ঈ (রহ.) আল-কুর'আনের ব্যাখ্যা প্রদানকারী তাঁর যুগের শীর্ষস্থানীয় মুফাস্যির ছিলেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যাঁরা অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে আবুল ফারাজের যুগের ইব্ন আল-আরাবীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি শিক্ষা দান করে পারিশ্রমিক হিসাবে মাসে এক হাজার দিরহাম গ্রহণ করতেন। এই অর্থ তিনি দীনী শিক্ষার্থীদের এবং নিজ পরিবারের লোকদের খরচের জন্য ব্যয় করতেন।[৯]

আবুল ফারাজের যুগে প্রশিক্ষণের অনেক পদ্ধতি চালু ছিলো। তার মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা ও শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের প্রশ্ন করার আদব কায়দাও অন্তর্ভূক্ত ছিলো। যেমনটি পাওয়া যায় বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ ও ভাষা বিজ্ঞানী আবূ বকর ইব্ন আল-আম্বারী-এর ক্ষেত্রে। তিনি আবুল ফারাজের শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। তিনি মসজিদের এক কোণে বসে হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। আর তাঁর পিতাও মসিজদের অন্য প্রান্তের কোণায় বসে অনুরূপ দরস দিতেন। তিনি তাঁর স্মরণ শক্তি থেকে হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস ও কবিতার পুস্তকগুলো হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন।[১০] ইব্নুল আম্বারী (রহ.) সাধারণত প্রতি জুমু'আর দিন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিতেন। অন্য কোনো দিন তা করতেন না। আবুল ফারাজের যুগে এটাই ছিলো শিক্ষা দানের পদ্ধতি। এই ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আবুল হাসান দারা কুতনীর একটি বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। ইব্নুল আম্বারী প্রতি জুমু'আর দিন নির্দিষ্ট স্থানে বসে তার ছাত্রদেরকে হাদীসের সনদের মধ্যে প্রাপ্ত ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন

---

৯ ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আর-উদাবা,' খ. ৭, পৃ. ৬০৫।
১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

করে দিতেন। কোনো ছাত্র সনদের রাবীর নাম হিব্বান পড়লে তিনি সংশোধন করে হাব্বান পড়ে দিতেন।[১১]

দরসে নিজামী পরিপন্থী সাধারণ সেমিনার ও বিতর্ক অনুষ্ঠানগুলো অন্তত প্রতি সপ্তাহে একবার অনুষ্ঠিত হতো। এর দ্বারা জ্ঞান অন্বেষণকারীদের যথেষ্ট উপকারে আসে। এই ধরণের সেমিনার ও প্রশ্নোত্তর পর্ব গুলোর অনুকরণে ও সমন্বয়ে বর্তমান বিশ্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দ্বারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশেষ করে সাধারণ জনগণের মধ্যে সহজ পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করার আগ্রহ জমে। এই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন তখন বাগদাদে ব্যাপক ছিলো। এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা দরসে নিজামীর অতিরিক্ত হিসাবে পরিগণিত। আবুল ফারাজের যুগে স্পেনেও অনুরূপ সাধারণ সেমিনার, বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে শিক্ষা ও পাঠদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। যেমন ইমাম আবূ আলী আল-কালী তাঁর আল-আমালী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে কর্ডোবার যাহ্‌রা' জামি' মসজিদে সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার দিনে তাঁর আল-আমালী গ্রন্থটি মুখস্ত করিয়ে দিতেন। গ্রন্থটি বিভিন্ন ধরণের শিল্পকর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আরবী কবিতা, উপমা ও ভাষা বিজ্ঞানের সমন্বয়ে রচিত ছিলো।[১২] এ সময় ছাত্র ও প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের শিক্ষক ও পাঠদানকারীদেরকে তাদের পিতা-মাতার ন্যায় সম্মান করতো এবং তারা তাঁদের নিকট থেকে আদব কায়দারও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো। এই ধরণের একটি চমকপ্রদ ঘটনা ইব্‌ন আল-নাদীম তাঁর রচিত আল-ফিহ্‌রিস্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "আমি ইমাম শাফি'ঈ-এর ভাই আবু আল-তায়্যিবের পত্রে পড়েছি যে, একদা খলীফা হারুন আল-রশীদ ব্যাকরণবিদ আল-কিসা'ঈ-এর কাছে আগমন করেছিলেন। আল-কিসা'ঈ তাঁকে তখন দেখতে পাননি। আল-কিসা'ঈ কোনো এক প্রয়োজনে বাইরে

---

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪।

১২ আবূ 'আলী-আল-কালী কিতাব আল-আমালী (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, তাবি), খ. ১, পৃ. ১-৩।

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়ার উদ্দেশ্যে জুতা পরিধান করতে চাইলে খলীফার পুত্রদ্বয় আল-আমীন ও আল-মামুন তা তাঁর নিকট এগিয়ে হাতে তুলে দেন। আল-কিসা'ঈ খলীফার পুত্রদ্বয়ের শিক্ষক ছিলেন। আল-কিসা'ঈ তাঁদের কপালে ও হাতে চুমু দিলেন। তারপর কসম দিয়ে বললেন যে, ভবিষ্যতে এইরূপ আর করবে না। খলীফা হারুনুর রশীদ দরবারে উপবিষ্ট হয়ে সভার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাসা করলেন মানুষের মধ্যে অতি সম্মানী খাদেম কে ? লোকজন উত্তর দিলো, আমীরুল মুমিনীন, আপনিই। খলীফা বললেন, না, বরং আল-কিসা'ঈ, কারণ আল-আমীন ও আল-মামূন তাঁর খিদমত করেন এবং তিনি তাদেরকে হাদীস জ্ঞান শিক্ষা দেন।[১৩]

আবুল ফারাজের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও চালু ছিলো। বিভিন্ন উপায়ে আমরা জানতে পেরেছি যে, সে যুগে লেখার চাইতে মেধা ও হিফজ-এর উপর বেশী নির্ভর করে তা সংরক্ষণ করা হতো, শিক্ষকগণ মুখস্ত বিদ্যাকে উৎসাহিত করতেন ও প্রাধান্য দিতেন। এ বিষয়ে আহ্মদ যকী পাশার একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন, সে যুগের 'আলিম সম্প্রদায় যে কোনো বিদ্যা মুখস্ত করাকে গৌরব মনে করতেন এবং খুব কম সংখ্যক 'আলিম তাঁদের নিকট সংরক্ষিত কিতাবের উপর নির্ভর করতেন। আবার অনেকেই মুখস্ত বিদ্যা হারানোর ভয়ে কিতাব গুলোর পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করে ফেলতেন।[১৪] এই তিনটি বিষয়ে পণ্ডিতগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেন যে, আল-কুর'আন, আল-হাদীস ও কালামুল আরব বুঝার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন হলো নিজ কানে শুনা ও সহীহ সনদ বর্ণনা করা। ইসলামের প্রথম যুগে শ্রবণ করাকে লেখার উপর বেশী গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হতো। এক্ষেত্রে মুখস্তের বিষয়টি অগ্রাধিকার পেতো, লেখার বিষয়টি নয়। এই কারণে উম্মতে মুহাম্মদীর চেয়ে উত্তম হাফিজ আর কোনো উম্মতে দেখা যায় না। তাঁদের অধিকাংশ দক্ষ ও

---

১৩ ইব্ন আল-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৬৫।

১৪ আহমদ যকী পাশা, আল-হাদারাত আল-ইসলামিয়্যাহ্, (মিসর প্রকাশনী: তাবি), পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিত লোক হাদীস, আরবী কবিতা ও ব্যাকরণের হাফেজ ছিলেন। তাঁরা তাঁদের স্মরণ শক্তি থেকে ইলমের মজলিসে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন, কখনো কিতাবের উপর নির্ভর করতেন না। এই মুখস্ত বিদ্যা শিক্ষাকে আল-আমালী বলা হতো, যার সংখ্যা আগণিত। একজন বিজ্ঞ শিক্ষকের চার পাশে তাঁর ছাত্রগণ কালি কলম নিয়ে বসতো। শিক্ষক জ্ঞান দান করতেন এবং ছাত্ররা তা কিতাব আকারে লিখে রাখতেন। এটাকে তারা আল আমালী বলতো। হাজী খলীফা তাঁর কাশাফ আল-জুনূনে বেশ কিছু আল-আমালী গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের হাফিজদের সংখ্যা এ সময় খুবই বেশী ছিলো।[১৫]

আবুল ফারাজের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম ছিলো পর্যাপ্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা এবং তার সুষম ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘরে কিংবা অন্য কোনো স্থানে গ্রন্থগুলো একত্রিত রাখার মাধ্যমে এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হতো। তাছাড়া মসজিদকে কেন্দ্র করেও এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হতো। জুরজী যায়দান উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি মসজিদে সে সময় অধ্যয়ন ও পড়ালেখার জন্য গ্রন্থাবলীর পাঠাগার ও ভাণ্ডার ছিলো।[১৬] তাছাড়া কখনো রাজা-বাদশাহ, আমীর, খলীফা বা শাসকবর্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও প্রসারের জন্য পাঠশালা বা ঘর তৈরী করতেন যা ছাত্রদের জন্য সদা-সর্বদা খোলা রাখা হতো। কোনো কোনো পাঠশালায় জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থাও রাখা হতো। আবার কোনো কোনো গ্রন্থাগার বা পাঠশালা অনুবাদ ও ভাষান্তর কেন্দ্র হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিলো। অতএব আব্বাসীয় রেনেসাঁর পূর্বে গ্রন্থাগারের কোনো মূল্যায়ণ ছিলো না।[১৭] বলা হয়েছে যে, আব্বাসীয় যুগে ইরাকে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিলো। তার মধ্যে খলীফা আল-মামূনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাতটি নভমণ্ডল, গণিত শাস্ত্র, ক্রীড়া

---

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১৬ জুরজী যায়দান, তারিখ আল-তামাদ্দুন আল-ইসলামী (মিসর, তাবি), খ. ১, পৃ. ২০০।

১৭ তু. হাসান ইব্রাহীম হাসান, তারিখ আল-ইসলাম আল-সিয়াসী (মিসর প্রকাশনী, তাবি), খ. ২, পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদির উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হতো।[১৮] আবুল ফারাজের সম-সাময়িক মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-সূলী-এর জন্য একটি সু-সজ্জিত ও উন্নতমানের বড় লাইব্রেরী ছিলো। সেখানে কিতাবগুলো লাল, নীল, হলুদসহ বিভিন্ন রঙ্গের খণ্ডে খণ্ডে সাজানো ছিলো। এসব কিতাব সামা'ঈ ছিলো।[১৯] গ্রন্থাগারে কিতাবের এই নতুন বিন্যাস বর্তমান যুগের ইউরোপীয় লাইব্রেরীগুলোর আদলে ছিলো। গ্রন্থাগারে গ্রন্থাবলী সংরক্ষণের এই পদ্ধতি শুধু ইরাকে সীমাবদ্ধ ছিলোনা। ইরাকের বাইরে মিসর ও স্পেনের খলীফা, আমীর ও উযীরদের তত্ত্বাবধানেও বিশেষ লাইব্রেরী ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, যার মাধ্যমে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণের ব্যবস্থা সহজ হয়েছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পাঠদানের ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং হাসপাতাল, সরাই খানা সহ বিভিন্ন স্থানে এর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। উল্লেখিত কেন্দ্রগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠদান ও পাঠ গ্রহণের পাশাপাশি খলীফা, আমীর ও উযীরদের প্রাসাদে অথবা মসজিদগুলোতে বিতর্কের মজলিশও অনুষ্ঠিত হতো। আব্বাসীয় যুগে বিশেষ করে এই বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিলো ফিক্হ, আরবী ব্যাকরণ, ভাষা বিজ্ঞান, ধর্মীয় আলোচনা ও সমস্যা গুলো যা ইসলামী বিশ্বের আনাছে কানাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠিত হতো।[২০]

আব্বাসীয় যুগে ও আবুল ফারাজের আমলে মুসলমানদের হাতে অনেক দেশ ও শহর জয় লাভ করলে সেখানে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার নিয়ম-কানূন প্রবর্তিত হতে লাগলো। মুসলিম পণ্ডিতবর্গ সফরের মাধ্যমে এসবের ধারক বাহক ছিলেন। তারা বিজিত দেশ ও শহরে অসংখ্য দীনী মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। তাঁদের অগণিত ছাত্র তাঁদের থেকে বিদ্যা অর্জন ও নকল করতেন। এ সময়

---

১৮ তৃতাহ্ খলীল, তারিখ আল-তারবিয়্যাহ ইনদা আল-'আরব (আল-কুদস, ১৯৩৩ খৃ.), পৃ. ১৫।

১৯ আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ (মিসর প্রকাশনী, তাবি), খ. ৩, পৃ. ৪৩১।

২০ মুস্তফা আমীন বেগ, তারিখ আল-তারবিয়্যাহ, (মিসর প্রকাশনী, তাবি), পৃ. ১৭২; আল-গাযালী, ফাতিহাত আল-'উলূম (মিসর প্রকাশনী, ১৩২৭ হি.), পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম দেশ সমূহে আল-কুর'আন, তাফসীর, হাদীস, বর্ণনামূলক শিক্ষাশাস্ত্র, ইসলামী ফিকহের গবেষণা, শর'ঈ ফতুয়া ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। মূলত ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবগণ তাদের ভাষা, শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি খুব বেশী আকৃষ্ট ছিলো না। তবে প্রয়োজনে কিছু কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান সে সময় প্রচলিত ছিলো। এরপর নানা ধরনের মতাদর্শ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রসার ঘটলে জ্ঞান-বিজ্ঞান দীওয়ান আকারে ও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।[২১] ড. হাসান ইব্রাহীমের মতে, "উমায়্যাহ্ খিলাফতের যুগে যে বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার করা হতো তা ছিলো ধর্মীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। আর আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কীয় অথবা সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কীয় বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র গণিত শাস্ত্র ইত্যাদি।"[২২] উমায়্যাহ্ যুগে এইসব বিষয়ের উপর খুব বেশী বিশেষজ্ঞ ছিলোনা। তবে সে সময় শুধু যে তাফসীর বিশারদ অথবা হাদীস বিশারদ ছিলো তা নয়, বরং সে সময় দরসে নিজামিয়্যাহ্ পদ্ধতিতেও তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, ভাষা বিজ্ঞান ও বিতর্ক বিদ্যা এক সাথে শিক্ষাদান ও শিক্ষা অর্জন করা হতো। ফলে এ যুগে উল্লেখিত সব বিষয়ের উপর একজন শিক্ষার্থী একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে আত্ম প্রকাশ করতে পারতো। ইল্ম নকলীয়্যাহ্ ছিলো এইসব বিদ্যা অর্জনের বিষয়। তবে এইযুগে বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কীয় বিদ্যার্জন খুব কমই ছিলো। উমায়্যাহ্ যুগে আদিবাসীদের বিদ্যা পরিত্যাক্ত ছিলো। তবে আব্বাসীয় খলীফা আল-মামূনের যুগে (হি. ১৯৮-২১৮ / খৃ. ৮১৩-৮৩৩) রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতি বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কীয় জ্ঞানদান ও আহরণের উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা চালু ছিলো। তিনি অনুবাদ ও ভাষান্তরের মাধ্যমে গ্রীক, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষা থেকে এই সব বিদ্যা নকল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[২৩]

---

২১ আহমদ আমীন, ফজরুল ইসলাম (মিসর প্রকাশনী তাবি), খ. ১, পৃ. ১৮৭; হাজী খলীফা, কাশফ আল-জুনূন, খ. ১, পৃ. ২১।

২২ হাসান ইব্রাহীম হাসান, তারিখ আল-ইসলাম আল-সিয়াসী (মিসর প্রকাশনী), খ. ১, পৃ. ৬২৭।

২৩ হাজী খলীফা, কাশফ আল-জুনুন, খ. ২, পৃ. ২২; হাসান ইব্রাহীম হাসান, তারিখ আল-ইসলাম আল-সিয়াসী, খ. ১, পৃ. ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় খিলাফতের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, এই যুগে রাজধানী বাগদাদকে কেন্দ্র করে অনেক অনারব ও মুক্তদাস মুসলিমগণ পরস্পর মিলিত প্রচেষ্টায় ফারস্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বিদ্যা অর্জন ও সম্প্রসারণ করে। তাঁরা ব্যাপক হারে জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দান ও গ্রহণের মধ্যে আত্মনিয়োগ করে। বিষয়টি ইব্ন খালদূনও জোরালোবাবে স্বীকার করেন।[২৪] এইযুগে খোরাসান ও ইরাকের অনারব মুক্তদাসদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। এ সময় পারস্য, রোম ও মিসর থেকে ব্যাপক হারে অমুসলিম পণ্ডিত ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁরা আরব বংশোদ্ভূত পণ্ডিতদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে প্রাচীন ও আদিবাসীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান যা উমায়্যাহ্ যুগে পরিত্যাক্ত ছিলো তার সাথে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটে। আব্বাসীয় দ্বিতীয় খলীফা আবূজা'ফর আল-মানসূর (হি. ১৩৬-১৫৮ / খৃ. ৭৫৩-৭৭৪) ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও আরব বিজ্ঞানীদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন পূর্বক তিনি দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ করে নক্ষত্র বিদ্যায় অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর এই কাজটি আব্বাসীয় সপ্তম খলীফা আল-মামূন (হি. ১৯৮-২১৮ / খৃ. ৮১৩-৮৩৩) সম্পন্ন করেন। আল-মামূন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ও উৎস খনিতে বিদ্যা অন্বেষণ শুরু করেন। তিনি রোম সম্রাটদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁদের কাছ থেকে দর্শন শাস্ত্রের পুস্তকগুলো সংগ্রহ করেন। সংগ্রহকৃত পুস্তকগুলোর মধ্যে প্লেটো, এ্যারিস্টটল, বুকরাত (Hippocrates), গ্যালেন, ইউক্লিদ, টলেমী ইত্যাদি দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের রচিত গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য ছিলো। এরপর খলীফা এই গ্রন্থগুলো অনুবাদ করার জন্য দক্ষ অনুবাদকদেরকে নিয়োগ দেন যাঁরা যথা সম্ভব অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন। তারপর জন সাধারণকে তা পাঠ ও অধ্যয়ন করার জন্য তিনি অনুপ্রাণীত করেন। তাঁর চেষ্টারই ফলে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মানব রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটে এবং আব্বাসীয়

---

[২৪] ইব্ন খালদূন, আল-মুকাদ্দামা (বূলাক, ১৩৮২ হি.), পৃ. ৬৩৬-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত তাঁর যুগে যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫] সুতরাং মাওয়ালীদের কল্যাণে অনুবাদ ও ভাষান্তরের ইতিহাসে আব্বাসীয় এই যুগটি আরবদের নিকট সোনালী যুগ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। অনুবাদক ও ভাষান্তরকারী ব্যক্তিগণ গ্রীক ও সিরিয়াক ভাষায় পারদর্শী হওয়ার কারণে উল্লেখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানগুলো আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তাদের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, নক্ষত্র, গণিত ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময় রাজধানী বাগদাদ সব ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তি ও সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। এরপর আব্বাসীয় খিলাফতের ভিত যখন নড়বড় হয়েগেলো এবং রাজধানী বাগদাদের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো তখন মিসর ও স্পেনে নতুন খিলাফতের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেখানে নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র গড়ে উঠলো। তাই বলা যায়, আব্বাসীয় যুগের মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে খোরাসান, রায়্য, খুজিস্তান, মাওয়ারা'আ আল-নাহার, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি দেশ ও শহরগুলোতে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে বলা যায় যে, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর যুগে বাগদাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির আগমন মূলত হিফজ (মুখস্ত) ও লেখার মাধ্যমে ঘটে। খলীফা, আমীর, শাসক ও উযীরদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মাওয়ালীদের সহযোগিতায় অনুবাদ ও অন্যান্য মাধ্যমে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানগুলো আমাদের নিকট পৌছেছে।[২৬]

---

২৫ তু. জুরজী যায়দান, তারিখ আল-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, খ.৩, পৃ. ১৬৩।

২৬ তু. তোতাহ্ খলীল, তারিখ আল-তারাবিয়্যাহ্ ইনদা আল-আরব (বূলাক প্রকাশনী, ১৯৩৩ খৃ.) পৃ. ১৫, হাজী খলীফা, ক্যাশ্‌ফ আল-জুনূন, খ. ১, পৃ. ২৯; জুরজী যায়দান, তারিখ আল-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, খ. ৩, পৃ. ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আল-স্পাহানীর জীবন ও কর্ম

এই অধ্যায়কে নিম্নের দুইটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা যেতে পারে:

প্রথম পরিচ্ছেদে ঃ আল-স্পাহানীর জীবনী

যে সব জীবন চরিতকার ও ঐতিহাসিক আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর বর্ণাঢ্য জীবন চরিত সম্পর্কে লেখা-লেখি করেছেন তাঁদের সংখ্যা বাইশেরও অধিক। তাঁর আবুল ফারাজের বংশ-লতিকা নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য করলেও তাঁরা তাঁর জন্মস্থান যে ইস্পাহান তাতে কোনো দ্বিমত পোষণ করেননি। ইস্পাহান ইরানেরই একটি প্রদেশ। তবে আল-স্পাহানী বাগদাদে লালিত-পালিত হন। তিনি আলী ইব্ন হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-কুরাশী একজন আরব ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। তিনি ইরানের ইস্পাহান প্রদেশে ২৮৪ হি. / ৮৯৭ খৃ. সালে জন্ম গ্রহণ করেন। এইজন্যই তাঁকে আল-ইস্পাহানী বলা হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি আরব ও কুরায়শ-বংশোদ্ভূত উমায়্যাহ্ বংশের মারওয়ান শাখার অন্তর্ভূক্ত। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন শী'আ এবং যায়দী শাখার অন্তর্ভূক্ত। আব্বাসীয় খলীফা আবুল আব্বাস আহমদ ইব্ন আল-মুওয়াফফাক আল-মু'তাযাদ বিল্লাহ (হি. ২৭৯-২৮৯ / খৃ. ৮৯২-৯০১)-এর খিলাফত আমলে জন্ম গ্রহণ করেন। সে বছর আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত আরবী কবি আল-বুহতুরী মৃত্যু বরণ করেন। আবুল ফারাজের বংশলতিকা হলো, আবুল ফারাজ আলী ইব্ন আল হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আল-হায়ছাম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আল হাকাম ইব্ন আল-'আস ইব্ন উমায়্যাহ্ ইব্ন আবদ শামস ইব্ন আবদ মুন্নাফ আল-কুরাশী আল-উমাবী আল-কাতিব আল-ইস্পাহানী। তিনি বিখ্যাত হলেন কিবুল আগানীর গ্রন্থকার ও রচয়িতা হিসাবে।[১]

---

১ আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, খ. ১১, পৃ. ৩৯৮; আল-সা'আলিবী, ইয়াতীমাত আল-দাহার, খ. ৩, পৃ. ৯৬; ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান, খ. ২, পৃ. ১০; ইব্ন আল-'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযরাত আল-যাহাব, খ. ৩, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ আবুল ফারাজের বংশ তালিকা নিয়ে বেশ মতবিরোধ করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আয়নীর[২] মতে "তিনি হলেন, আবুল ফারাজ 'আলী ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আল-হায়ছাম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আল-হাকাম ইব্ন আল-'আস ইব্ন উমায়্যাহ্ ইব্ন আবদ শামস ইব্ন 'আবদ মুন্নাফ আল-কুরাশী আল-উমাবী আল-কাতিব আল-ইস্পাহানী। মূলতঃ তিনি স্পাহানী হলেও তবে বাগদাদে লালিত পালিত হন।" ঐতিহাসিক সালাহ উদ্দীন ইব্ন শাকির আল-কুতুবী বলেন,[৩] "তিনি হচ্ছেন আলী ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আল-হায়ছাম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আল-হাকাম ইব্ন আবিল 'আস ইব্ন উমায়্যাহ্ ইব্ন আবদ শামস।" তবে ইব্ন শাকির ভিন্ন একটি মত পোষণ করেন। যেমন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আল-হাকাম শব্দটি মারওয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাওয়ানের পরিবর্তে যা "আবদুর রহমান" শব্দের পর ব্যবহৃত হয়েছে। "আল-'আস" শব্দটির পরিবর্তে তিনি আবাল 'আস ব্যবহার করেছেন। অবশ্য তিনি 'আবদ মুন্নাফ শব্দটি আবদ শামস-এর পর উল্লেখ করেননি। আবুল ফিদা বলেন, আবুল ফারাজ হলেন, 'আলী ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আল-হায়ছাম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাকাম ইব্ন আবিল 'আস ইব্ন উমায়্যাহ্ ইব্ন 'আবদ শামস ইব্ন 'আবদ মুনাফ আল উমাবী আল-কাতিব আল-ইস্পাহানী, তাঁর দাদা মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ আল-হাকাম যিনি বনী উমায়্যাহ্ খলীফাদের মধ্যে শেষ খলীফা ছিলেন।"[৪] তবে আবুল ফিদা "মুহাম্মদ"-এর পর আল-হাকাম উল্লেখ করেছেন। তাদের উভয়ের মাঝে তিনি মারওয়ান উল্লেখ করেননি, আর আবুল 'আসের স্থলে আল-'আস উল্লেখ করেছেন।

---

২ আল-'আয়নী, ইক্দুল জুমান (মিসরঃ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্ তাবি), খ. ২, পার্ট. ১৯, পৃ. ১৯৮।

৩ ইব্ন শাকির আল-কুতুবী, 'উয়ূন আল-তাওয়ারিখ (মিসরঃ দার আল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্ তাবি), পৃ. ৪৭৫।

৪ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল, তারিখ (ইস্তাম্বুল প্রকাশনী, তাবি), খ. ২, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কিফ্তীর বর্ণনা মতে,[৫] আবুল ফারাজের বংশ লতিকা হলো 'আলী ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আল-হায়ছাম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আল-হাকাম ইব্ন আবিল 'আস। তিনি ইস্পাহানের উমায়্যাহ্ লেখক, তথ্যবিদ, ভাষাবিদ ও কবি ছিলেন। এই আলোচনায় বুঝা যায় যে, আল-কিফ্তীর মতামত আল-'আয়নীর সাথে আল-হাকাম পর্যন্ত মিলে যায়। তিনি আবার আবাল 'আস-এর পর আবুল ফারাজের বংশ তালিকার ধারাবাহিকতা উল্লেখ করেননি। ইয়াকূত আল-হামাবী উল্লেখ করেছেন যে, "তিনি আবুল ফারাজ আলী ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হায়ছাম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আল-হাকাম ইব্ন আবিল 'আস ইব্ন উমায়্যাহ্ ইব্ন 'আবদ শামস ইব্ন 'আবদ মুনাফ। ইয়াকূত আল-হামাবী এখানে আল-হায়ছাম-এর পূর্বে "আহমদ" শব্দটি উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে "আল-হাকাম" শব্দের পূর্বে এবং ২য় মারওয়ানের পর মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান উল্লেখ করেননি।[৬] 'ইমাদ উদ্দীন ইসমা'ঈল ইব্ন কাছীর বলেন, "তিনি (আবুল ফারাজ) 'আলী ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন আল-হায়ছাম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন আল-হাকাম আল-উমাবী।" এখানে ইব্ন কাছীর আবদুর রহমান-এর পর মারওয়ান উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে আল-হাকামের পরের তালিকাও উল্লেখ করেননি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আবুল ফারাজের বংশ লতিকা সম্পর্কে আল-'আয়নীর মতামতই অধিক পরিপূর্ণ।[৭]

---

৫ আবুল হাসান আলী আল-শায়বানী আল-কিফ্তী, ইনবাহুল রুওয়্যাত (মিসর: দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্ তাবি), খ. ১, পাট. ৫, পৃ. ৪৮৬।

৬ ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-উদাবা', খ. ১৩, পৃ. ৯৪।

৭ ইব্ন কাীর, আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (বৈরুত: মাকতাবা আল-মা'আরিফ, ১৯৭৭ খৃ.), খ. ১১, পৃ. ২৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্য জীবন ও লালন পালনঃ

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী ইরানের ইস্পাহান প্রদেশে ২৮৪ হি. / ৮৯৭ খৃ. সালে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে আল-ইস্পাহানী বলা হয়। তবে তিনি বাগদাদে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন এবং জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই সেইখানে অতিবাহিত করেন। বাগদাদেই তিনি লালিত পালিত হয়ে সেখানেই স্থায়ীবাবে বসবাস করতে থাকেন। বাগদাদের দজলা নদীর উপকূলে তাঁর বাসস্থান অবস্থিত। তাঁর এই বাসস্থানটি আবুল ফাতাহ্ আল বুরায়দীর গৃহ সংলগ্ন দজলা ও সোলায়মান এলাকার প্রবেশ পথ দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিলো। সে সময় বাগদাদ নগরী বিশ্বের সুন্দরতম নগরীর একটি নগর ছিলো।[৮]

তাঁর ছাত্র জীবনঃ

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর যুগে বাগদাদ ছিলো ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালনক্ষেত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সমাবেশস্থল। তখন বাগদাদ নগরী বড় বড় পণ্ডিত, কবি সাহিত্যিক, ফকীহ্, মুহাদ্দিছ, অভিধানবিদ ও মহামান্য ব্যক্তিবর্গের পদচারণায় মুখরিত ছিলো। তাঁদের রয়েছে মূল্যবান রচনাবলী ও অন্যান্য স্থায়ী অবদান যা তাঁদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও সাহিত্যে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকার সাক্ষ্য দেয়। এই সুযোগে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল পণ্ডিতবর্গ ও সাহিত্যিকদের সাথে মিলিত হলেন। ফলে তিনি হাদীস, অভিধান ও ব্যাকরণশাস্ত্রে পথ প্রদর্শক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং আরবী কাব্য ও সাহিত্যের দিক পালদের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার থেকে প্রতিনিয়ত জ্ঞান অর্জন করতেন। সাহিত্যে বুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি তিনি আরবী ভাষাতেও পারদর্শী হয়ে উঠেন। বক্তৃতাও তিনি অনন্য প্রতিভার

---

৮ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাব আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ১৫, জুরজী যায়দান তারিখ আদাব আল-লুগাত আল-আরাবিয়্যাহ্, খ. ২, পৃ. ১২৫, ইয়াকূত, মু'জাম আল-উদাবা, খ. ১৩, পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাক্ষর রাখেন। ইতিমধ্যেই তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় বিজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই ভাবে তিনি বাগদাদের একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকরূপে আত্ম প্রকাশ করেন। তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক সায়ফুদ্দৌলা, ইব্ন 'আব্বাদ ও আল-মুহাল্লাবীর বিশেষ অনুগ্রভাজন হন। তিনি বুওয়ায় রাজবংশের ও স্পেনের উমায়্যাহ্ খলীফাদের ব্যক্তিগতভাবে অনগ্রহ প্রাপ্ত হন।[৯]

জ্ঞান অন্বেষণে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তঃ

সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু বাগদাদ নগরীর আনাচে কানাচে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী নতুন নতুন জ্ঞান অন্বেষণে ছুটে বেড়ান। এমনকি কবি সাহিত্যিকদের, হাদীসবিদ ও ভাষাবিদদের বংশ তালিকা সংগ্রহের জন্য তিনি বাগদাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ঘুরে বেড়ান। ফলে ভাষাজ্ঞান, বংশ তালিকা, সীরাত সাহিত্য, হাদীস শাস্ত্র সৌর জ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সংগীত বিদ্যা ইত্যাদির সাথে তাঁর একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে। অসংখ্য পণ্ডিতবর্গের ও আরবীবিদদের তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু বকর ইব্ন দুরায়দ, ইব্ন আল-আম্বারী, ফজল ইব্ন হুবাব আল-জুমাহী, আল-আখফাশ, ইব্রাহীম নিফতা ওয়ায়হ্, মুহাম্মদ ইব্ন জরীর আল-তাবারী, আহ্মদ ইব্ন জা'ফর জাহজা, মুহাম্মদ ইব্ন খালাফ আল-মারযুবান, জা'ফর ইব্ন কুদামা, আবু আহ্মদ ইয়াহ্য়া আল-মুনাজ্জিম ও তাঁর চাচা হাসান ইব্ন মুহাম্মদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[১০]

---

৯ তু. আরবী ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১, পৃ. ৩৮৮; কুরদ আলী, কুনূজুল আজদাদ পৃ. ১৫৯; হান্না আল-ফাখূরী, তারিখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৭৪৬, খৃ. ২, পৃ. ৩২৬-২৬।

১০ তু. জুরজী যায়দান, তারিখ আদাব আল-লুগাত আল-'আরাবিয়্যাহ; আল-সুয়ূতী, বুগয়াত আল-বু'আত, পৃ. ৩২; ইব্ন খাল্লিকান, তারিখ, খ. ১, পৃ. ৭০৯; ইব্ন তাগারিবারদী, আল-নুজূম আল-যাহিরা, খৃ. ৩, পৃ. ২৪১; 'উমর ফুররুখ, তারিখ আল-আদব আল-আরবী, খ-২, পৃ. ৪১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর শিক্ষকদের বর্ণনা:

আবুল ফারাজের শিক্ষক আবু বকর ইব্ন দুরায়দ[১১] (মৃ. ৩২১ / ৯৩৩) ইস্পাহানী শায়খদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইব্ন দুরায়দ আল-আযদী পরিবারের সকলেই ইয়ামান থেকে বসরায় হিজরত করে এসেছিলেন। বসরায় হিজরত কালেও তাঁর প্রথম জন্মভূমি ইয়ামানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। ইব্ন দুরায়দের কাছ থেকে আবুল ফারাজসহ একদল পন্ডিত জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আল-সায়রাফী, আল-মারযুবানী, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, আবু আলী আল-কালী, আল-যুজাজী, ইব্ন খালা ওয়ায়হ্ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ সকল পণ্ডিতের কাছ থেকে আবুল ফারাজ সাহিত্য, ভাষা জ্ঞান, কবিতা, বংশ লতিকা, সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তিনি আবু বকর ইব্ন আল-আম্বারীর (মৃ. ৩২৮ হি. / ৯৩৯ খৃ.) কাছ থেকে বেশ কিছু সাহিত্য ও ভাষা জ্ঞান অর্জন করেন। আবুল ফারাজের আর একজন শিক্ষক ইব্নুল আম্বারী থেকে তিনি সাহিত্য ও ভাষা জ্ঞানের শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর অন্য আর একজন শিক্ষক ছিলেন আবু খলীফা ফজল ইব্ন হুবাব আল জুমাহী (মৃ. ৩০৫ হি. / ৯১৭ খৃ.) যার থেকে তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, কবিতা, ভাষাজ্ঞান, অভিধান ও বংশ লতিকার পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করেন। আবুল ফারাজের অপর একজন শিক্ষক হলেন আবুল হাসান আলী ইব্ন সুলায়মান আল-আখফাশ (মৃ. ৩১৫ হি. / ৯২৭ খৃ.) আল-আসগার বা আল সাগীর যাঁর থেকে তিনি বাগদাদে ইতিহাস ও ভাষা জ্ঞানের শিক্ষা অর্জন করেন। অনুরূপভাবে তাঁর শিক্ষক ইব্রাহীম নিফ্তাওয়ায়হ্ (মৃ. ৩২৩ হি. / ৯৩৪ খৃ.) থেকে তিনি সীবাওয়ায়হ্-এর কিতাব সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করেন এবং সাথে সাথে তিনি তাঁর থেকে হাদীস এবং ভাষা জ্ঞানও অর্জন

---

[১১] তু. আল-সুয়ূতী, বুগয়াত আল-বু'আত, পৃ. ৩০-৩৩, ইব্ন খাল্লিকান, তারিখ, খ. ১, পৃ. ৭০৯; ইব্ন তাগরিবারদী, আল-নুজূম আল-যাহিরা, খ. ৩, পৃ. ২৪১, ইব্ন আল-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৬১; আল-খাতীব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, খ. ২, পৃ. ১৯৫; ব্রুকেলম্যান, তারিখ আদব আল-'আরাবী (অনু) আবদুল হালীম আল-নাজ্জার খ. ২, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[১২] নিফ্‌তাওয়ায়হ্‌ রচিত **আল-হিব্বাহ্‌** কিতাবটি খুবই মূল্যবান গ্রন্থ। জাহ্‌জা আল-বারমাকীও (মৃ. ৩২৪ হি. / ৯৩৫ খৃ.) আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর একজন অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি নক্ষত্র বিদ্যা, ভাষা জ্ঞান, ব্যাকরণ ও ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ইব্‌ন জারীর আল-তাবারীর (মৃ. ৩১০ হি. / ৯২২ খৃ.) নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাঁর কাছ থেকে তিনি ইতিহাস, হাদীস শাস্ত্র, তাফসীর, ফিকহ্‌, কবিতা ও ভাষা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করেন।[১৩]

আবুল ফারাজের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালাফ আল-মারযুবানী (মৃ. ৩০৯ হি. / ৯২০ খৃ.)। আল মারযুবানী অত্যন্ত স্পষ্টভাষী সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। অভিধান সম্পর্কেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। আবুল ফারাজ তাঁর কাছ থেকে ইতিহাস, কবিতা, বুদ্ধিমত্তা বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর থেকে তিনি কৌতুক বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করেন। অনুবাদক হিসাবে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ফার্সী ভাষার অনেক মূল্যবান পুস্তক তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন যার সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশী। আবুল কাসিম জা'ফর ইব্‌ন কুদামা (মৃ. ৩০৯ হি, / ৯২১ খৃ.) ছিলেন আবুল ফারাজের অন্যতম একজন শিক্ষক। তাঁর কাছ থেকে তিনি সাহিত্য ও বিভিন্ন ধরনের বিদ্যা অর্জন করেন। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী এইভাবে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আলী আল-মুনাজ্জিম আল-নাদীম (মৃ. ৩০০ হি. / ৯১২ খৃ.)-এর কাছ থেকেও আরব ও অনারবদের বিদ্যা বিশেষ করে কবিতা ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন।[১৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-'আব্বাস আল-ইয়াযীদী (মৃ. ৩১০ হি. / ৯২২ খৃ.)-এর কাছ থেকেও তিনি ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কীয় অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। আবুল

---

১২ তু. ইব্‌ন আল-নাদীম, আল-ফিহরিস্‌ত, পৃ. ৭৫; ইয়াকূত, মু'জাম আল-উদাবা' খ. ১৮, পৃ. ৩০৬, আল-কিফ্‌তী, ইনবাহ্‌ আল-রোওয়াত, খ. ৩, পৃ. ২০১; ইব্‌ন আল 'ইমাদ, শাযরাত আল-যাহাব, খ. ২, পৃ. ৩১৫।

১৩ তু. জুরজী যায়দান, তারিখ আদাব আল-লুগাত আল-'আরাবিয়্যাহ্‌, খ. ২, পৃ. ২৩১; ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, খ. ১, পৃ. ৬৫১।

১৪ আল-ইস্পাহানী, তাসদীর আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ১৭; ইবনুর নাদীম, আল-ফিহরিস্ত পৃ. ১৪৩; ইয়াকূত, মু'জাম আল-উদাবা', খ. ৭, পৃ. ২৮৭-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

ফারাজ তাঁর চাচা আবদুল 'আযীয ইব্ন আহমদ আল-উমাবী থেকেও অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করেন। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর শিক্ষকদের এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর শিক্ষকগণের প্রত্যেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা শিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক একটি আলোকবর্তিকা স্বরূপ ছিলেন। তাঁরা সবাই সমকালীন যুগের মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। যেহেতু আবুল ফারাজ এইসব ব্যক্তি বর্গ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভাষা-জ্ঞান, ব্যাকরণ, ছন্দ বিদ্যা, কবিতা ইত্যাদির জ্ঞান আহরণ করেন সেইহেতু তিনি নিজেও এইসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের একজন আলোক বর্তিকা হিসাবে আত্ম প্রকাশ করতে সামর্থ হয়েছেন।

খলীফা, রাজা-বাদশাহ ও যুবরাজদের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা:

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী খলীফা, বাদশাহ্, যুবরাজ, রাজন্যবর্গ ও মন্ত্রীদের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর ইলমী মর্যাদা ও সাহিত্যে যশ-খ্যাতির দ্বারা অর্জিত উচ্চমানের সম্মান প্রাপ্তির বদৌলতে এসব রাজা-বাদশাহদের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে তিনি মু'ইয্যুদ্দৌলাহ্-এর আড্ডার নিত্য সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েছিলেন। তিনি হয়েছিলেন রুকনুদ্দৌলার বিশিষ্ট সচিব, আর মন্ত্রী আল-মুহাল্লাবীর একনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ইব্ন 'আব্বাদসহ সমকালীন অনেক মন্ত্রী, যুবরাজ ও জ্ঞানী-গুণীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁরা আবুল ফারাজের পদমর্যাদা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট মূল্যায়ণ করে তাঁকে যথাযথ সম্মান দিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে সাধ্যমত প্রতিদানও দিয়েছেন। বিনিময়ে তিনি তাঁদের মাঝে অকাতরে তাঁর বিদ্যা বিতরণ করেছিলেন। তাঁরা তার ব্যক্তিত্ ও সমুন্নিত চরিত্রের কারণে অভিভূত হয়ে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকনে ভূষিত করেছেন। এটা সমকালীন ইসলামী বিশ্বের একটি চিরাচরিত নিয়ম ছিল। কেননা আলিম ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে খলীফা, রাজা-বাদশাহগণ জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি মনে করতেন। আলেম সম্প্রদায়ের স্থায়িত্বের মাধ্যমে এ সব খলীফা ও রাজন্যবর্গের স্থায়ীত্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিলো। পক্ষান্তরে আলেম সম্প্রদায়ের অধপতনের কারণে খিলাফত ও রাজত্বেরও অধপতন

Dhaka University Institutional Repository

হতো। এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা উমায়্যাহ্ খলীফা উমর ইব্ন আবদুল 'আযীযের দরবারে সালিম ইব্ন মাখযূম প্রবেশ করলে খলীফা তাঁর জন্য মজলিশে সভাপতির আসন খালী করে দিলেন। জনগণ তার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, "যখন তোমার নিকট এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি আগমন করেন যিনি তোমার চাইতেও অধিক জ্ঞানী তখন তুমি তাঁকে তাঁর মর্যাদা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করোনা।"[১৫] একদা আবুল ফারাজের শিষ্য হাফিজ দারা কুত্নী বাগদাদ থেকে কাফূর আল-ইখশীদীর উযীর ইব্ন হানযাবা আবুল ফজল জা'ফরের উদ্দেশ্যে কায়রো রওনা হলে তিনি জানতে পারলেন যে ইব্ন হানযাবা হাদীসের একটি মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দারা কুত্নী তাঁর সাহায্য করার জন্য সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। ইব্ন হানযাবা তাঁকে যথাযথ সম্মান ও উপঢৌকনে ভূষিত করেন। তাঁর সাহায্যে আল-মুসনাদের কাজ সম্পন্ন হলে ইব্ন হানযাবা তাঁকে প্রচুর ধনদৌলতে ভূষিত করেন।[১৬] এজন্যই বুওয়ায়হ্ দায়লামী আমীর মু'ইয্যোদ্দৌলা (মৃ. ৩৫৬ হি. / ৯৬৬ খৃ.)-এর দরবারে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী আগমন করলে তিনি তাঁকে তাঁর দরবারে স্থান দেন এবং তাঁর উযীর আল-মুহাল্লাবীও তাঁকে বিশেষ বন্ধু হিসাবে তাঁর দরবারে স্থান দেন। এতকিছু করার পরও আবুল ফারাজ আল-মুহাল্লাবীর দরবার ত্যাগের সময় তাঁর কুৎসা বর্ণনা করে নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন:[১৭]

أبعين مفتقر إليك رأيتنى + بعد الغنى فرميت لى من حالق
لست الملوم أنا الملوم لأننى + أملت للإحسان غير الخالق

"দারিদ্য থেকে প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার পর তুমি আমাকে অস্ত্রের মুখে কি ঠেলে দিয়েছ ? আমি অভিশপ্ত নই তুমিই অভিশপ্ত, কারণ সৃষ্টিকর্তার বাইরের একজনের কাছে আমি বদান্যতা কামনা করেছি।"

---

[১৫] দ্র. জুরজী যায়দান, তারিখু আদাব আল-লুগাত আল-'আরাবিয়্যাহ্ খ. ২, পৃ. ৩২৬; হান্না আল-ফাখূরী, তারিখ আল-আদব আল-আরাবী, পৃ. ৭৪৭।

[১৬] ইব্ন খাল্লিকান, ওযায়াত, খ. ১, পৃ. ৪৭১।

[১৭] আল-ইস্পাহানী, তাসদীর, আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

একদা আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী উযীর আল-মুহাল্লাবীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বলেন, "একরাত মুহাল্লাবী উযীর মাদকাসক্ত হলে তার সাহচর্যে আমি ব্যতীত আর কেউ ছিলোনা। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলেন, হে আবুল ফারাজ! আমি জানি তুমি গোপনে আমার কুৎসা রটনা কর, তাই প্রকাশ্যে আমার কুৎসা কর। আমি বললাম আল্লাহ্ আল্লাহ্ হে উযীর! আপনি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট হতেন আমি আপনাকে ছেড়ে যেতাম, আর যদি আপনি আমাকে তরবারীর আঘাতে হত্যা করতে চাইতেন তা করতে পারতেন। আল-মুহাল্লাবী বললেন, ছাড়! তুমি, নিশ্চয় আমার কুৎসা কর। এ সময় আমিও মাদকাসক্ত ছিলাম।"[১৮]

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর কিতাবুল আগানী গ্রন্থের রচনা সময় পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত করলে তিনি আলেপ্পো নগরীতে সায়ফুদ্দৌলার দরবারে আগমন করেন। সায়ফুদ্দৌলা আল-আগানী রচনার বিনিময়ে তাঁকে শুধু এক হাজার দীনার প্রদান করলেন। অথচ সায়ফুদ্দৌলা কবি আল-মুতানাব্বী (মৃ. ৩৫৪ হি. / ৯৬৫ খৃ.) কে শুধু একটি কাসীদা রচনার জন্য এক হাজার দীনার প্রদান করেছেন। তাই আবুল ফারাজ আলেপ্পোতে তাঁর অবস্থান দীর্ঘায়ীত না করে তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। ইব্ন 'আব্বাদ এইকম উপঢৌকন দেয়ার জন্য সায়ফুদ্দৌলার সমালোচনা করেছিলেন।

তাঁর আকীদা বিশ্বাস ও মাযহাবঃ

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী শী'আ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি মনে প্রাণে উমায়্যাহ বংশের লোকছিলেন। এক্ষেত্রে কাজী আল-তানূখী, ইব্ন শাকির আর-কুতুবী, ইব্ন আল-আছীরের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিরা মন্তব্য করে বলেন যে, আবুল ফারাজ, আল-ইস্পাহানী প্রকাশ্যে শী'আ ছিলেন, একজন শী'আ হিসাবে আমরা তাঁকে দেখতে পেয়েছি এবং এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি একজন

Dhaka University Institutional Repository

শী'আ ছিলেন।[১৯] তা ছাড়াও আবুল ফিদা, ইব্ন আল-জাওযী ইত্যাদি পণ্ডিতগণ আবুল ফারাজকে একজন শী'আ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন তিনি একজন শী'আ, তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি তাঁর গ্রন্থগুলোতে এমন কিছু লিখেছেন যা অপকর্মের প্রতি জনগণকে উৎসাহিত করে। যাঁরা কিতাবুল আগানী গভীরভাবে পাঠ করবেন তাঁরা সেখানে এসব অপকর্মের ইঙ্গিত পাবেন।[২০] উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একদল ঐতিহাসিক আবুল ফারাজের ধর্মীয় আকীদা বা বিশ্বাস সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন যে, তিনি একজন শী'আ ছিলেন এবং শী'আ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে গবেষক শফীক জাবারী বলেন যে, তিনি আবুল ফারাজ রচিত কিতাবুল আগানী গ্রন্থে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পান যে, তাঁকে (আবুল ফারাজকে) শী'আ বলে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, অথচ তিনি তা থেকে মুক্ত। তাঁর সামষ্টিক বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তিনি (আবুল ফারাজ) শী'আ মতাদর্শ থেকে মুক্ত। যদি গবেষক শফীক জাবারীর বক্তব্যটি সঠিক বলে ধরা হয়, তাহলে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী দীর্ঘ দিনের এই অপবাদ থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, অতীতের সকল লেখক ও সংকলক তাঁকে শী'আ মতাবলম্বী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[২১] এ পর্যায়ে শফীক জাবারী আরো বলেন যে, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীকে শী'আ বলে মন্তব্য করা হলেও তিনি কখনো সত্য থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর বর্ণনায় ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি সব সময় সত্যের পক্ষে ছিলেন। যাঁরা তাঁকে শী'আ হওয়ার অপবাদ দিয়েছেন তাঁরা তাঁকে আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের কারণে তাঁকে শী'আ বলেননি, বরং এর দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য হলো যে, যেসব হাদীস তিনি ঐসব ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যাঁরা আলী (রা) ও তাঁর দল থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করেছে তা নির্ভরযোগ্য ছিলনা। আবুল ফারাজের

---

১৮ তু. ইয়াকূত, ম'জাম, খ. ১৩, পৃ. ৯০-৯৪।

১৯ তু. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (বৈরুত: মাকতাবা আল-মা'আরিফ, ১৯৭৭ খৃ.) খ. ১১, পৃ. ৩৬৩।

২০ তু. আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া, খ. ১১, পৃ. ৩৬৩।

২১ তু. শফীক জাবারী, "আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী", মাজাল্লাত আল-মাজমা 'আল-'ইলমী আরবী (দামেশক, ১৩৬৮ হি. / ১৯৪৯ খৃ.), খৃ. ২৪, সংখ্যা ৩, পৃ. ৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনায় শী'আদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।[২২] তাঁর রচিত কিতাবুল আগানীতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে এই সত্য উদঘাটন করা খুবই প্রয়োজন।

তবে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর ধর্মীয় আকীদা বা বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারি যে, তিনি কখনো শী'আ মতবাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেননি। উমায়্যাহ বা আব্বাসীয়দের ইসলামী আকীদার প্রতিও তিনি কখনো পক্ষপাতিত্ব করেননি। তিনি একজন সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। আর একজন কবির ধর্ম হলো তিনি কখনো একটি বিশ্বাসের উপর স্থির থাকেন না। বরং তিনি কখনো সঠিক, সরল ও সত্য ধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা রচনা করেন, আবার কখনো কাফির বা ধর্মদ্রোহী হয়ে কবিতা রচনা করে থাকেন। যেমন কবিদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

والشعراء يتبعهم الغاون – ألم ترأنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالايفعلون-

"যাঁরা কবি তারা ভ্রষ্টতার পথ অনুসরণ করে, তোমরাকি দেখনা তারা প্রত্যেক উপত্যকায় আরোহণ করে ঘুরে বেড়ায়। তারা যা করেনা তা বলে।"

এ পর্যায়ে আবুল ফারাজের ধর্মীয় আকীদা সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্ট অভিমত হলো যে, আমরা নিশ্চিতভাবে তাঁর আকীদা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারিনা। তিনি কট্টর শী'আ পন্থী ছিলেন না, তিনি ওয়াহাবীও ছিলেন না। তিনি ইসলাম বহির্ভূত অন্য কোনো মতবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একজন লেখক ও কবি ছিলেন। আর কবিরা কখনো একই বিশ্বাসের উপর অটল ও অবিচল থাকেন না। যেহেতু আবুল ফারাজ উমায়্যাহ্ খলীফাদের অনেকেরই সাথে সু-সম্পর্ক রেখেছেন বলে প্রচুর বর্ণনা রয়েছে সেহেতু তাঁর শী'আ হওয়ার অপবাদ টি এক্ষেত্রে খুব জোরালো নয়। তিনি বন্ধু ও শত্রু সকলের

---

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে সঠিক ও সত্য কথা বলেছেন। তিনি ইয়াযিদ ইব্ন মু'আবিয়ার সৎ গুণাবলীর প্রশংসাও করেছেন। তিনি হিশাম ইব্ন আবদুল মালেকের প্রশংসায় বলেছেন "হিশাম কখনো মদ্যপান করেননি, আর কোনো মদ্য পায়ী তাঁর সামনে কখনো মদ্য পান করেনি। তিনি মদ্য পানকে ঘৃণা করতেন ও মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতেন।[২৩]

তাঁর পরলোক গমন বা মৃত্যুঃ

পণ্ডিতবর্গ ও ইতিহাসবিদগণ আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর মৃত্যুর তারিখ ও সন সম্পর্কে মতপার্থক্য করলেও বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাসবিদ খাতীব আল-বাগদাদী, আল-কিফতী, ইব্ন খাল্লিকান, ইয়াকূত আল-হামাবী, ইব্ন তাগরীবারদী, ইব্নুল 'ইমাদ প্রমুখ এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌছেছেন যে, আবুল ফারাজ ৩৫৬ হি./৯৬৬ খৃ. সালে খলীফা আল-মুতী' লিল্লাহ্ (হি. ৩৩৪-৩৬৩/ খৃ. ৯৪৫-৯৭৩)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক আলেম ও ইতিহাসবিদ ভিন্নমত পোষণ করেন। ইব্ন খাল্লিকান থেকে ইব্নুল 'ইমাদ একটি বর্ণনায় বলেন যে, আবুল ফারাজ ৩৭৩/৯৮৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন। আবু না'ঈম হাফিজ আল-ইস্পাহানীর মতে তিনি ৩৫৭/৯৬৭ সালে মৃত্যু বরণ করেন। ইব্ন আল-নাদীমের মতে তিনি ৩৬০ হি.-এর কাছাকাছি কোনো এক সনে মৃত্যু বরণ করেন।[২৪] তবে ইয়াকূত আল-হামাবী তাঁর মৃত্যু সন ৩৫৬ হি. যে বলেছেন, তা ত্রুটিমুক্ত নয়। তিনি তাঁর কিতাবু আদাবিল গুরাবা'-তে উল্লেখ করেছেন যে, এক বন্ধু তাঁর কাছে বর্ণনা করে বলেছেন যে, তিনি মু'ইয্যোদ্দৌলার প্রাসাদে আল-শামাসীয়্যাহ্ শীরোনামের তর্কশাস্ত্রের পুস্তকটি পড়েছেন। জনৈক আল-হারাবী বলেন যে, তিনি একদা মু'ইয্যোদ্দৌলার দপ্তর খানায় উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, পৃথিবী তাঁর সম্মুখে রয়েছে। তাঁর উপর রাষ্ট্রীয় প্রভাব ছিল। তাঁর নিকট

---

২৩ তু. আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাব আল-আগানী, খ. ৫, পৃ. ১৫৯, খ. ৭, পৃ. ১৮, খ. ১১, পৃ. ২৯, খ. ২১, পৃ. ৫, ৯৪।

২৪ তু. আল-বাগদাদী, তারিখ, খ. ১১, পৃ. ৪০০; আল-কিফতী, ইন্বাহুর রুওয়াত, খ. ১, ৫ম পার্ট, পৃ. ৪৮৮, ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, খ. ১, পৃ. ৪৭৬, ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ৯৫-৯৬, ইব্ন তাগরী বারদী, আল-নুজূম আল-যাহিদ, খ. ৪, পৃ. ১৫, ইব্ন আল-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরায় আমি ৩৬২ হি. সালে গমন করলাম। আমি দেখলাম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারছেননা। আল-শামসীয়্যাহ্ গ্রন্থের অন্যত্র একটি বালকের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি একটি ছোট বাচ্চার ছিলো যাকে তিনি খুবই ভাল বাসতেন। সেখানে তিনি মু'ইয্যোদ্দৌলার মৃত্যু সন ও তাঁর ছেলের জন্ম দিন ৩৫৬ হি. উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত: সে সময় আবুল ফারাজ যৌবন প্রাপ্ত ছিলেন।[২৫] এর পর ইয়াকূত আরো বলেন যে, আবুল ফারাজ তখন এক যুবক ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তখন সেনাবাহিনীর সন্তানদের মধ্যে একজন যুবককে তিনি ভাল বাসতেন। সেই সময়টি ছিল মা'ইয্যোদ্দৌলার মৃত্যুর সাল এবং তাঁর পুত্র বখতিয়ার তাঁর স্থলাবিষিক্ত হয়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সাল। এই মতামতটি নিম্নলিখিত কারণে গ্রহণযোগ্য নয় ক. উযীর আল-মুহাল্লাবী বলেন যে, তিনি আবুল ফারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কত বছরে কিতাবুল আপানী লিখেছেন। উত্তরে তিনি বলেন ৫০ বছরে। তিনি জীবনে একবারই কিতাবটি লিখেছেন। পাণ্ডুলিপি আকারে তিনি কিতাবটি সায়ফুদ্দৌলাকে হাদীয়া স্বরূপ দান করলে সায়ফুদ্দৌলা তাকে এক হাজার দীনার প্রদান করেন। খ. খলীফা আল-হাকাম ইব্ন আল-নাসির নিজের জন্য ৪০,০০০ হাজার গ্রন্থ সম্বলিত একটি লাইব্রেরী তৈরী করেন। সেখানে বিভিন্ন ধরণের পুস্তক ও বংবিবঙ্গের গ্রন্থাবলী স্থান পেয়েছিল। সে সময় তিনি আবুল ফারাজের কিতাবুল আলানীর একটি কপি সংগ্রহ করেন। আল-হাকাম ৩৫০ হি. সালে স্পেনের খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৩৬৬ হি. সালে তিনি ইনতিকাল করেন। উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ৩৫৬ হি. সালে আবুল ফারাজ একজন সুঠাম দেহী বালক থাকতে পারেন না। কেননা উযীর আল-মুহাল্লিবী ৩৫২ হি. সালে মৃত্যু বরণ করেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, আল-মুহাল্লাবী উযীর যখন আবুল ফারাজকে তাঁর কিতাবুল আগানী কত বছরে লিখেছেন বলে প্রশ্ন করেন এবং আবুল ফারাজ ৫০ বছরে বলেন, এটা সন্দেহাতীত হতে পারে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, আবুল ফারাজ তখন বালক ছিলেননা। কেননা

---

[২৫] তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ৯৬-১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ২৮৪ হি. সালে জন্ম গ্রহণ করেন, আর মুইয্যোদ্দৌলা ৩৫৬ হি. সালে ইনতিকাল করেন। তা হলে সে সময় আবুল ফারাজের বয়স ৭১ বছর হতো। আর সেই বয়সে একজন লোক বালক থাকতে পারে না। বরং সে সময় তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী ৩৫৩ হি. সালে ইনতিকাল করেন।[২৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ তাঁর সাহিত্য কর্ম ও অবদান

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী একজন প্রখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও কবি ছিলেন। আবুল ফারাজের সমসাময়িক ইব্ন আল-নাদীম সর্বপ্রথম তাঁর অবদান সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ আল-ফিহরিস্তে, যা তিনি ৩৭৭ হি. সালে রচনা করেন, আবুল ফারাজের রচনাবলীর নাম উল্লেখ করেন। এই তালিকায় যথেষ্ট ত্রুটি ও নামের বিকৃতি আছে বিধায় সন্তোষজনকভাবে তা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। আল-কিফতী তাঁর ইন্বাহুর-রুওয়াত ও ইয়াকূত তাঁর মু'জাম গ্রন্থে আবুল ফারাজের গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত তথ্যসহ একটি তালিকা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

১. **কিতাব আল-আগানী:** গ্রন্থটি প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। কিতাবুল আগানী বা সঙ্গীতগ্রন্থ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, যার পেছনে তিনি স্বীয় বর্ণনামতে পূর্ণ ৫০ বছর ব্যয় করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি একশতটি সেসব সুর ও গান একত্রিত করেন, যা খলীফা হারুনুর রশীদের নির্দেশে প্রসিদ্ধ গায়ক ইব্রাহীম আল-মুসিলী, ইসমা'ঈল ইব্ন জামি' ও ফুলায়হ ইব্ন আল-'আওরা, চয়ন করেছেন। পরবর্তীকালে ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-মুসিলী খলীফা আল-ওয়াছিকের জন্য পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন। আবুল ফারাজ তাঁর এই গ্রন্থে মা'বাদ ইব্ন সুরায়জ এবং আরো কতিপয় খ্যাতনামা গায়ক ছাড়াও খলীফা এবং তাঁর

---

[২৬] তু. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, খ. ১, পৃ. ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

স্থলাভিষিক্তগণের গানও সংযোজন করেন। প্রত্যেক গানের সাথে তার সুর কি হবে তাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসব বিষয় তিনি উক্ত গ্রন্থের তুলনামূলক ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। অপর দিকে যে সব গান এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তাদের রচয়িতাদের জীবন-চরিতের উপর বিশদভাবে আলোকপাত করেছেন। একইভাবে তিনি সুরকারদের (Composers) সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এই গ্রন্থে আবুল ফারাজ প্রাচীন আরব গোত্র সমূহ, তাদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সমূহের ইতিহাস, সামাজিক ব্যবস্থা, উমায়্যাহ্ গোত্রের ও বংশের দরবারী নিয়ম-পদ্ধতি, 'আব্বাসী খলীফাগণের যুগ বিশেষত খলীফা হারুনুর রশীদের সময়কার সামাজিক ব্যবস্থা এবং সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত শিল্পীদের পরিবেশ সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। মোট কথা, আল-আগানী অধ্যয়ন করলে সুদূর জাহিলী যুগ থেকে শুরু করে ৩য় হি. / ৯ম খৃ. শতক পর্যন্ত সমগ্র 'আরবের কৃষ্টি ও সভ্যতার একদিকের পূর্ণ ইতিহাস আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। অন্য দিকে আরব লেখকদের অনুসরণে আবুল ফারাজ প্রাচীন লেখকদের রচনার বিরাট সংকলন আল-আগানী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যা আমাদের নিকট পৌঁছেনি। এদিক থেকে উক্ত গ্রন্থ আরবী রচনাশৈলীর ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস হয়ে আছে।[২৭]

কিতাবুল আগানী গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বূলাক থেকে ১২৮৫ / ১৮৬৮-৬৯ সনে ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হয় যাতে ব্রুনো (R. Byunnow) প্রকাশিত ২১তম খণ্ডও সংযুক্ত করা যেতে পারে। আই.গুইডি গ্রন্থটির সূচীপত্র তৈরী করেছেন যা লাইডেন থেকে ১৮৯৫-১৯০০ খৃ. সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির আর এক সংস্করণ অর্থাৎ বূলাক-এর সংস্করণের ২য় মুদ্রণ-এ ২১তম খণ্ড

---

[২৭] দ্র. M. Nallino (দা. মা.ই) / আবদুল জলীল, "আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী," ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খৃ.) খ. ২, পৃ. ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

এবং আই.গুইডি-এর সূচী পত্রও তাতে সন্নিবেশিত রয়েছে। কিন্তু তা সংযোজন, সংশোধনী এবং কবিতার অন্তমিল ও গানের সুরচিহ্ন ব্যতীত কায়রো থেকে ১৩২৩ / ১৯০৫-১৯০৬ সালে প্রকাশিত। আল-আগানীর ৩য় আর একটি সংস্করণ যা প্রথম দুটো সংস্করণ হতে উন্নতমানের, কায়রো থেকে ১৯২৭ খৃ. উত্তরকালে প্রকাশিত হয়। বৈরুত থেকে ১৯৫৬-৫৭ খৃ. সালেও প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আমাদের কাছে ২১ খণ্ডে প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি পৌঁছেছে।[২৮]

২. **কিতাব মুজাররাদুল আগানী:** গ্রন্থটি শুধু গান ও গানের সুরের উপর ভিত্তি করে মূল আগানী গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। পূর্বের ও পরের সব গান নিয়ে গ্রন্থটি আবুল ফারাজ নিজেই সংকলন করেছেন।[২৯]

৩. **কিতাব মাকাতিল 'আলি আবী তালিব অথবা কিতাব মাকাতিল আল-তালিবি'ঈন:** এটা একটি ইতিহাস গ্রন্থ, যা ৩১৩ / ৯২৫ সাল থেকে শুরু হয় এবং তাতে আবু তালিব বংশের এমন পূণ্যবান মনীষীদের জীবন চরিত স্থান পেয়েছে যাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষদের মাযহাব বা ধর্মে অটল ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁরা নিহত হন অথবা বিষ প্রয়োগে অথবা বন্দী অবস্থায় অথবা আত্মগোপনাবস্থায় তাঁরা মৃত্যু বরণ করেন। লেখক গ্রন্থটি জা'ফর ইব্ন আবী তালিব (রা.)-এর জীবন চরিত্র দিয়েই শুরু করেছেন এবং এমন ৮৮ জনের অধিক মনীষীর জীবন চরিত দিয়ে সমাপ্ত করেছেন, যাঁরা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ (২৯৫-৩২০ / ৯০৭-৯৩২)-এর সময়ে কিংবা তার পূর্বে ইনতিকাল করেন। গ্রন্থখানা তেহরান থেকে লীথো পদ্ধতিতে ১৩০৭ হি. সালে প্রকাশিত হয়। বাগদাদের নাজাফ থেকে ১৩৫৩ হি.

---

২৮ তু. জুরজী যায়দান, তারিখ, খ. ২, পৃ. ৩২৬; উর্দু দা.মা.ই, খ. ১, পৃ. ৮৮৩; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩১।

২৯ তু. ইব্ন আল-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সালে মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত হয়। ১৩৬৮/১৯৪৯ সালে আল-সায়্যিদ আহমদ সাকার-এর সম্পাদনায় ও তাঁর ভাষ্যসহ কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। তবে ১৩১১ হি. সালে গ্রন্থটির প্রথমার্দ্ধ ফখরুদ্দীন আল-নাজাফী রচিত **মুনতাখাব ফী আল-মারাছী ওয়া আল-খুতাব** গ্রন্থের পাদটীকায় বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়।[৩০]

৪. **কিতাব আল তা'দীল ওয়া আল-ইনতিসাফ ফী আখবার আল-কাবা'ইল ওয়া আনসাবিহা:** আবুল ফারাজ গ্রন্থটির নাম তাঁর আল-আগানী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এটা জামহারাতু আনসাবিল আরব নামক গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত।[৩১]

৫. **কিতাব আল-দিয়ারাত:** গ্রন্থটিতে ইরাক, মিসর ইত্যাদি দেশ ও শহরগুলোর বর্ণনা স্থান পেয়েছে। আব্বাসীয় খলীফাদের বিশেষ করে খলীফা হারুনুর রশীদ থেকে খলীফা আল-মু'তামাদ বিল্লাহ্ পর্যন্ত খলীফাদের মজলিসে রচিত প্রচুর কবিতা ও তাদের কবিদের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এর একটি পাণ্ডুলিপি কপি বার্লিন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।[৩২]

৬. **কিতাব মানাজীব আল-খিসয়ান:** উযীর আল-মুহাল্লাবীর একান্ত নিজস্ব দুইজন খোজা গায়কের গানের সংগ্রহ হলো এই গ্রন্থটি।[৩৩]

৭. **কিতাব নাসাব আল-মাহালিবাহ্।**[৩৪]

৮. **কিতাব নাসাবু বাণী আবদ শামস।**

৯. **কিতাব নাসাবু বাণী শায়বান।**

---

৩০ তু. আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, মাকাতিল আল-তালিবি'ঈন, পৃ. ৪; উর্দু দা. মা. ই., খ. ১, পৃ. ৮৮৩।

৩১ তু. আবুল ফারাজ, তাসদীর আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ৩১।

৩২ তু. জুরজী যায়দান, তারিখ, খ. ২, পৃ. ৩২৬; ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ৯৯।

৩৩ ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১৩; তাসদীর আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ৩০; আল-কিফতী, ইন্বাহুর রুওয়াত, খ. ২, পৃ. ২৫২।

৩৪ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১০. **কিতাব নাসাব বাণী তাগলিব।**

উপরে উল্লেখিত ক্রমিক ৭ থেকে ১০ পর্যন্ত এই চারটি বই এর শিরোনাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আরবদের প্রতি লেখক আবুল ফারাজের প্রবণতা রয়েছে। যদিও যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমরা এই চারটি গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানতে পারিনি, তবুও গ্রন্থগুলোর শিরোনাম থেকে বুঝা যায় যে, এইগুলোর মধ্যে জাতীয় চিন্তা-চেতনার উপাদান রয়েছে।

১১. **কিতাব তাফদীলু যিল হিজ্জা।**[৩৫]

১২. **কিতাব আখবার আল-কিয়ান।**

১৩. **কিতাব আল-গিলমান ওয়া আল-মুগান্নীন।**

১৪. **কিতাব নাসাবু বাণী কিলাব।**

১৫. **কিতাব আল-হানাত।**

১৬. **কিতাব দা'ওয়াত আল-নাজ্জার।**

১৭. **কিতাব আখবারু জাহ্যা আল-বারমাকী।**[৩৬]

১৮. **কিতাব আল-আখবার ওয়া আল-নাওয়াদির।**[৩৭]

১৯. **কিতাব আদাব আল-সিমা'।**

২০. **কিতাব আখবার আল-তুফায়লী'ইন।**

২১. **কিতাব মাজমু' আল-আখবার ওয়া আল-আছার।**

২২. **কিতাব আশ'আর আল-ইমা' ওয়া আল--মামালীক।**

২৩. **কিতাব আল-খাম্মারীন ওয়া আল-খাম্মারাত।**

২৪. **কিতাব সিফাত হারুন।**[৩৮]

২৫. **কিতাব আল-ফারক ওয়া আল-মি'য়ার বায়না আল-আওগাদ ওয়া আল-আহরার:** এই গ্রন্থটি লেখক হারুন আল-মুনাজ্জিমের জন্য রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটির বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে আবুল হাসান আলী ইব্ন হারুন ইব্ন আলী (মৃ. ৩৫২ / ৯৬৩) **কিতাব**

---

৩৫ তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ৯৯; আল-কিফ্তী, খ. ২, পৃ. ২৫২।

৩৬ তু. আবুল ফারাজ, কিতাব আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ৩০; ইবন আল-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ১১৫।

৩৭ প্রাগুক্ত।

৩৮ তু. ইব্ন আল-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল-লাফজ আল-মুহীত য়ুনকিদু মা লাফাজ্জা বিহি আল-লাকীত শিরোনামের গ্রন্থটি রচনা করেন।[৩৯]

২৬. **কিতাব আদব আল-গুরাবা' মিন আহলিল ফাদল ওয়া আল-আদব।**

২৭. **কিতাব আয়্যাম আল-'আরব:** আবুল ফারাজ এই গ্রন্থে জাহিলী যুগে সংঘটিত ১৭০০ দিনের যুদ্ধ উল্লেখ করেছেন।[৪০]

২৮. **কিতাব দা'ওয়াত আল-আতিব্বা'।**

২৯. **কিতাব তুহফাত আল-ওসা'ইদ ফী আখবার আল-ওয়ালা'ইদ।**

৩০. **দীওয়ানু আবী তাম্মাম সংকলন:** আবুল ফারাজ বর্ণমালা অনুযায়ী এই গ্রন্থটি সাজাননি, বরং বিষয়ভিত্তিক হিসাবে সাজিয়েছেন। মিসরীয় একটি পাণ্ডুলিপি কপিতে এটা বিদ্যমান আছে।[৪১]

৩১. **দীওয়ানু আবী নুওয়াস সংকলন।**

৩২. **দীওয়ান আল-বুহতুরী সংকলন:** আবুল ফারাজ এই গ্রন্থটি দীওয়ানু আবী তাম্মাম-এর ন্যায় বিষয়ভিত্তিক সাজাননি।

৩৩. **কিতাব ফী আল-নাগাম:** আবুল ফারাজ তাঁর আল-আগানী গ্রন্থে এই গ্রন্থটির ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৩৪. **রিসালাতুন ফী শারহি আসওয়াত আল-আগানী।**

৩৫. **কাশ্‌ফ আল-কুরবাতি ফী ওয়াসফ আল-গুরবাতি।**[৪২]

৩৬. **আল-আমালী।**

উপরে উল্লেখিত ৩৬টি মূল্যবান গ্রন্থ ব্যতীত আবুল ফারাজ স্পেনে ও আল-মাগরিবে উমায়্যাহ্ শাসক ও খলীফাদের নিকট যে সব পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা লিখে পাঠান এবং এদের বিনিময়ে প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন উপহার গ্রহণ করেন তা খুব কমই প্রাচ্যের দেশগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি।[৪৩]

---

৩৯ তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ৯৯; ইব্‌ন আল-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ১১৫-১৪৪।

৪০ আবুল ফারাজ, আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ৩১।

৪১ তু. 'আবদ আল-জাওয়াদ আল-আসমাহী, পৃ. ১৫৯।

৪২ তু. ব্রুকেলম্যান, তারিখ, পৃ. ১৫২।

৪৩ তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লিসানুল আরব-এর লেখক, ইব্‌ন মানজূর আল-আনসারী **মুখতারুল আগানী** সংকলন করেছেন। তিনি এই সংকলনে কবিদের জীবন-চরিত আল-আগানী গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়েছেন। ইব্‌ন মানজূর-এর স্বহস্তে লিখিত এই সংকলনের অসম্পূর্ণ কপি চার খণ্ডে ইস্তাম্বুলের কুপরোলো লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে (সং ১৩৮২-১৩৮৫); কিন্তু ১, ৫ ও ৬ খণ্ড এবং পরবর্তী আরও ৮ খন্ড (যদি লেখা হয়ে থাকে) রক্ষিত নেই। ইব্‌ন মানজূর-এর হস্তালিপি ছিলো পণ্ডিত সুলভ, কিন্তু তাতে নুকতার ব্যবহার বিরল। কোনো কোনো অক্ষরে স্বরচিহ্ন দেওয়া আছে। সব খণ্ডের পাতা ডান দিক থেকে বাম দিকে নয়, বরং নীচ থেকে উপর দিকে উল্টাতে হয়। অপর দিকে আল-হাসান হানীর জীবন-চরিত যেহেতু আল-ইস্পাহানী সংকলন করেননি, সেইহেতু ইব্‌ন মানজূর নিজেই তা লিখেছেন এবং তা পূর্ণ তৃতীয় খণ্ড জুড়ে রয়েছে। **মুখতারুল আগানীর** ১ম খণ্ড কায়রো হতে ১৯২৭ খৃ. সালে ছাপা হয়।[৪৪]

---

৪৪ তু. ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আল-আগানী গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ণ ও গুরুত্ব বিচার

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মধ্যে সহচর সুলভ গুণাবলী ছিলো। তাঁর কবিতাও ছিলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। কোনো কোনো লেখক এটাও উল্লেখ করেন যে, তিনি জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁর শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি মোটেই নজর দিতেন না। কিতাবুল আগানী বা সঙ্গীতগ্রন্থ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, যার পেছনে তিনি স্বীয় বর্ণনা মতে পূর্ণ ৫০ বছর ব্যয় করেন। এই গ্রন্থে তিনি সেই সব একশত সুর ও গান একত্রিত করেন যা খলীফা হারুনুর রশীদ-এর নির্দেশে প্রসিদ্ধ গায়ক ইব্রাহীম আল-মুসিলী, ইসমা'ঈল ইব্ন জামি' ও ফুলায়হ ইব্ন আল-আওরা' চয়ন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-মুসিলী পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন। কিতাবুল আগানীকে এক কথা দীওয়ানুল আরব হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিতাবুল আগানী তাই শুধু গানের জন্য নয়, বরং তাতে আরবদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, যুদ্ধ বিগ্রহ, ঘটনাবলী, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পানাহার, সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা ধর্মীয় অবস্থা ইত্যাদি বিষয় সমূহ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই উযীর সাহিব ইব্ন আব্বাদ ও তৎকালীন রাজ্যের গভর্ণর কোথাও সফরে বের হলে সাথে কিতাবুল আগানীর পূর্ণ সেট ৩০টি উটে বুঝাই করে নিয়ে যেতেন। এই কিতাবুল আগানীটি লেখা না হলে জাহিলী যুগ, ইসলামের প্রাথমিক যুগ এবং উমায়্যাহ্ যুগের খলীফা ও শাসকদের অনেক বিষয়ই ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতনা। আর আমরা যদি এই দাবী করি যে, বাস্তবে এই কিতাবটি উল্লেখিত যুগের কবি ও গায়কদের ইতিহাসে অথবা আরব বাসীদের স্মৃতিচারণে পরিপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটা কিতাবুল আগানীর উপযোগী তার বৈশিষ্ট্যের যথোপযুক্ত প্রশংসা হবে।

ক. আল-আগানী গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ণঃ

নিম্নে আমরা কিতাবুল আগানীর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে প্রয়াস পাচ্ছিঃ[১]

১. কিতাবুল আগানী গ্রন্থের অধিকাংশ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে চারশত-এর অধিক কবি ও প্রথম খণ্ডে চারশত গায়কের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

২. আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর কিতাবুল আগানীতে সব কবি ও গায়কদের জীবনী, তাঁদের বংশ তালিকা তাঁদের ইতিহাস, কবিদের কবিতা ও গায়কদের কণ্ঠস্বর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৩. কিতাবুল আগানীতে বর্ণিত শুধু কবি ও গায়কদের কবিতা, গান ও তাদের ঘটনাবলী যদি উল্লেখ করা হয় তাহলে তার সংখ্যা বারশত পর্যন্ত পৌছে যাবে। আর যদি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক, শাসক, খলীফা, গভর্ণর, ভাষাবিদ, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সুশীল সমাজভূক্ত লোকদের নাম ধরা হয় তাহলে গ্রন্থটি স্বয়ং সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অতূলনীয় অমূল্য ভাণ্ডার হিসাবে পরিগণিত হবে।

৪. লেখক আবুল ফারাজ তাঁর কিতাবুল আগানী গ্রন্থটিতে জাহিলী যুগ থেকে ৩য় হি. / ৯ম খৃ. শতাব্দীর শেষ নাগাদ সময়ে আরবদের কৃষ্টি কালচার ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনায় তাদের সামাজিক জীবনে খেলা-ধূলা, মদ্যপানের আসর, রাজ প্রাসাদের দৈনন্দিন জীবনের আলেক্য, সাহিত্যের আসর,

---

১ তু. ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, পৃ. ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, কবি ও সাধারণের সাথে খলীফা ও যুবরাজদের সম্পৃক্ততা, গায়ক ও সাধারণদের সাথে তাদের মেলা-মেশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

৫. কিতাবুল আগানী গ্রন্থের বড় ধরনের একটি শৈল্পিক মূল্যমানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খুবই সংক্ষিপ্তাকারের সাহিত্যিক মানের লেখার মাধ্যমে তিনি গল্প-রচনার শৈলী অনুসরণ করেছেন।

৬. কিতাবুল আগানীর একটি ঐতিহাসিক মান, মর্যাদা ও মূল্য রয়েছে। আরবদের যুদ্ধ বিগ্রহ সংবাদ, বংশানুক্রমিক ঘটনাবলী, ঐতিহ্যসমূহ, শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

৭. মূল্যবান, সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন ও রচনা শৈলীর অবতারণা, আল-আগানী গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আবুল ফারাজ তাঁর এই গ্রন্থে সূক্ষ্ম, সহজ-সরল শব্দ নির্বাচন, উন্নত অর্থ, মনমুগ্ধকর বাক্যের সংযোজন, আরব রচনা শৈলীর সুন্দর মিশ্রণ ও বুননের আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে এর ভাব ও চিন্তাধারা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, তিনি 'আদব' সম্পর্কে বলেছেন,[২]

৮. আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর কিতাবুল আগানী গ্রন্থের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি কোনো ঘটনা উল্লেখ করার সময় আভিধানিক শব্দ সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাচাই করে এমন সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা অন্য কোন অভিধান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ঘটনা উল্লেখের সময় তিনি উমায়্যাহ্ ও আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে ব্যবহৃত ও প্রকাশিত পারিভাষিক শব্দ সমূহ ব্যবহার

---

২ তু. আবুল ফারাজ, আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন যার উদাহরণ সাহিত্যের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যেতনা। এই ধরণের শব্দ ভাণ্ডার সম্বলিত গ্রন্থটি যদি না থাকিত, তা হলে অতিহ্যবাহী আরবী সাহিত্যের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো। যেমন, "আযার" সম্পর্কে তিনি বলেছেন,[৩]

ثم أجمعوا أن إبراهيم بن آزر, وهو اسمه بالعربية

খ. **কিতাবুল আগানীর গুরুত্ব বিচারঃ** আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী রচিত কিতাবুল আগানীর গুরুত্ব অপরিসীম যা ভাষায় ব্যক্তি করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। গ্রন্থটি পাঠক শিক্ষার্থী ও সাহিত্যামোদীদের জন্য জ্ঞানের উৎস স্বরূপ। এটা বিজ্ঞ গবেষক ও আলিমদের জন্য উপাত্ত স্বরূপ, নায়কদের জন্য বীরত্বস্থল স্বরূপ, লেখকের জন্য ব্যবসার পুঁজি স্বরূপ, বুদ্ধিজীবীদের জন্য অনুশীলনস্থল ও শিল্পকর্ম এবং রাজা বাদশাহদের জন্য আনন্দের ও স্বাদের বস্তু। এই ধরণের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে ভাষা বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "গ্রন্থটিকে আরবী সাহিত্যের একটি গ্রন্থ হিসাবে স্থান দিতে গিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। কারো শিরোনামে গ্রন্থটি শুধু সঙ্গীত গ্রন্থ হিসাবে স্থান পাওয়ার অধিকারী। তবে এর গুরুত্ব আরো বেশী ভাবে নিহীত আছে এর ঘটনাবলী বর্ণনা ও কবিতা উল্লেখের মধ্যে। লেখক আবুল ফারাজ কোনো কবিতা চরণ গানের সুরে উল্লেখ করতে চাইলে তিনি কবিতার সংগ্রাহক, কবির জীবনী, কবিতা রচনার উপলক্ষ, যুদ্ধ বা ভালবাসা, সেটা জাহিলী অথবা ইসলামী যুগে হোকনা কেন, গায়কের নাম, শ্রোতাদের নাম, গান রচনার কারণ ও অবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলো তিনি সুক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করতেন। এমতাবস্থায় আল-আগানী গ্রন্থটি আরবদের যুদ্ধ বিগ্রহ, তাদের গোত্র-ইতিহাস, বংশ লতিকা, তাদের যুদ্ধের ঘটনাবলী, চারণ ভূমি ও জলাশয়ের ঘটনাগুলোর চাইতেও অধিকভাবে গ্রন্থটিতে

---

৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

স্থান পেয়েছে হাজার হাজার সাহিত্যিক, গায়ক, প্রেমিক, খলীফা ও শাসকদের ঘটনাবলী। বিশেষ করে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ঐ সব গায়কদের গানের কথা যারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একশত গান গেয়ে বেড়াতেন। এই গ্রন্থে আরবদের ও উল্লেখিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের খাওয়া, পান করা, সামাজিক অবস্থা, যুদ্ধ বিগ্রহ, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি অবস্থাগুলোও স্থান পেয়েছে। সুতরাং কিতাবুল আগানী গ্রন্থের গুরুত্ব খুবই ব্যাপক যা জীবন চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থের চেয়েও বেশী গুরুত্ব বহন করে থাকে।[৪]

উপরে উল্লেখিত একশত সুরের গান থেকে খলীফা হারুনুর রশীদ প্রথমে দশটি গানের সুর এবং পরে আরো তিনটি সহ মোট তেরটি গানের সুর নিজের জন্য মনোনীত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর দরবারে আগমন করলে তিনি ঐ একশতটি গানের সুরকে তাঁর কিতাবুল আগানী গ্রন্থের ভিত্তি করে গ্রন্থটির নামকরণ "আল-আগানী" করেন। আবুল ফারাজ তাঁর গ্রন্থটিকে গানের তিনটি সুর ও সুরকারদেরকে নিয়ে শুরু করেন। তিনি প্রথমে আবু কুতায়ফা-এর গানের সুর দিয়ে তাঁর এই গ্রন্থটির শুভ সূচনা করেন। তারপর মা'বাদ ইব্ন ওয়াহাব-এর দ্বারা যিনি আবু কুতায়ফার সুরে গেয়েছিলেন এবং 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ-এর প্রশংসায় গেয়েছেন। তারপর আবুল ফারাজ তাঁর গ্রন্থটি লেখেন গায়ক ইব্ন সুরায়জ-এর সুর দ্বারা যিনি 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ-এর সুরে গেয়েছেন। এরপর তিনি নাসীব ইব্ন রাবাহ্-এর দ্বারা এক তৃতীয়াংশ সুর প্রস্তুত করেন, পরে মুসলিম ইব্ন মিহরায দ্বারা যিনি নাসীব এর সুরে গেয়েছেন। তারপর অনেক কবি ও গায়ক নির্দিষ্ট কোন ধরনে সুর অনুসরণ ব্যতীরেকে গেয়েছিলো।[৫]

---

৪ জুরজী যায়দান, তারিখ আদাব আল-লুগাত আল-'আরাবিয়্যাহ্, খ. ২, পৃ. ৩২৭।

৫ দ্র. 'উমর ফররুখ, তারিখ আল-আদব আল-আরাবী (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তা.বি), খ. ২, পৃ. ৪৯২।

Dhaka University Institutional Repository

কিতাবুল আগানীর গুরুত্ব বিচারে প্রাচীন পন্থীদের অভিমত:

আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্য়া ইব্ন শীরযাদ উল্লেখ করেন যে, তিনি একদা আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর মূল আল-আগানী গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি পুস্তক বিক্রেতাদের বাজারে বিক্রীর জন্য ইব্ন কুরাবাহ্কে দেখতে পেয়ে তা খরিদ করার জন্য মালিকের কাছে প্রস্তাব পাঠালে জানতে পারলেন যে গ্রন্থটি ৪০০০ দিরহামে নিলামে বিক্রী হয়েছে। গ্রন্থটির অধিকাংশ পৃষ্ঠা কাগজে তা'লীক স্টাইলে লেখা। আবু জা'ফর বলেন, গ্রন্থটি আবু আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাফস-এর জন্য খরিদ করা হয়েছে। তিনি তা খরিদ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও প্রস্তাব পাঠালে আবু আহমদ তা প্রত্যাখান করেন।[৬] ইয়াকূত আল-হামাবী কিতাবুল আগানী গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এটা একটা উঁচুমানের, প্রখ্যাত, যথেষ্ট উপকারী, জ্ঞানে পরিপূর্ণ, অভিনব ও আনন্দদায়ক গ্রন্থ। তিনি (ইয়াকূত) গ্রন্থটি গভীর দৃষ্টি ও মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পাঠ করেছেন। তিনি এর সাহায্যে নিজ হাতে দশখণ্ডে একটি গ্রন্থ লিখে তার নামকরণ করেন **আখবারুশ্ শু'আরা** হিসেবে। তিনি বলেন যে, আবুল ফারাজের এই গ্রন্থে কিছু ত্রুটি এ পর্যায়ে তাঁর নিকট ধরা পড়ে। যেমন আবুল আতাহিয়্যা ও উতবা-এর ঘটনাবলী পরে উল্লেখ করবেন বলে জানালেও তিনি তা করেননি। অনুরূপভাবে আবুল ফারাজ হান্নান-এর সাথে আবু নুওয়াসের ঘটনাবলী উল্লেখ করার কথা বললেও তিনি তা করেননি। একশত সুরের মধ্যে শুধু ৯৯ টি সুরের কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিতাবুল আগানীর কিছু অংশ হারিয়ে গেছে অথবা লেখক তা ভুলে গেছেন।[৭] আযদুদ্দৌলা আল-বুওয়ায়হী এর সেক্রেটারী আবুল কাসিম আবদুল 'আযীয ইব্ন ইউসুফ এই আল-আগানী সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন যে, আযদুদ্দৌলাহ্ দেশ-বিদেশের সফরে কখনো এই গ্রন্থটি সঙ্গে নিতে ভুলতেন না। গ্রন্থটি তাঁর জন্য

---

৬ তু, ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১২৬।

৭ তু. আবুল ফারাজ, আল-আগানী, খ. ৩, পৃ. ১৮৩, খ. ১৮, পৃ. ২; ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সভাসদ ও প্রশান্তির বস্তু ছিলো।[৮] উযীর সাহিব ইব্ন আব্বাদ (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫) কিতাবুল আগানী গ্রন্থের গুরুত্ব বিচার করে বলেন যে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর কিতাবুল আগানীটি আলেপ্পোর আমীর সায়ফ আল-দৌলাহ্ আল হামদানীর শাসনামলে রচনার পর তাঁকে উপহার দিলেন। বিনিময়ে সায়ক আল-দৌলাহ্ তাঁকে এক হাজার দীনার প্রদান করলেন। খবরটি সাহিব ইব্ন আব্বাদের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, গ্রন্থটির মূল্য আরো অনেক গুণ বেশী হওয়ার উপযোগী। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য সুন্দর্যে পরিপূর্ণ, অমূল্য বাক্যে সজ্জিত, এটা আধ্যাত্মিকদের জন্য কৌতুক, জ্ঞানীদের জন্য উপাত্ত, সচিব ও আদব অন্বেষণ কারীদের জন্য ব্যবসায়ের পুঁজি এবং রাজা-বাদশাহদের জন্য উৎকৃষ্ট রুচিশীল গ্রন্থ। সাহিব ইব্ন আব্বাদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর মধ্যে প্রাপ্ত একলক্ষ সত্তর হাজার গ্রন্থের মধ্যে আল-আগানী গ্রন্থটি তাঁর নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় ছিলো। গ্রন্থটি তাঁর রাত্রিকালের গল্পের সাথী ও আনন্দের দোসর ছিলো। তিনি আবুল ফারাজের আল-আগানী গ্রন্থের মান ও মহত্ব বর্ণনা করে বলেন যে, তার গ্রন্থটি নির্বাচিত তথ্যে সমৃদ্ধ বিরল বাক্য ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। গ্রন্থটি দ্বারা লেখক স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাই গ্রন্থটির নামকরণ আল-আগানী না হয়ে আল-হাবী বা সব বিষয়ে পরিপূর্ণ হওয়ার উপযোগী।[৯]

ইব্ন তাগরীবারদী (মৃ. ৮৭৪ / ১৪৬৯)-এর মতে আল-আগানী গ্রন্থটি সৌন্দর্যের শেষ পরিসীমায় অবস্থিত, লেখকের মূল্যবান দীপ্ত প্রশংসা এখানে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে রোমক যুদ্ধের প্রশংসায় একটি কাসীদা রয়েছে যার কবিতা চরণগুলো সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ রয়েছে।[১০] আলেপ্পোর গভর্ণর সায়ফ আল-দৌলাহ্-এর প্রশংসা করতে গিয়ে আল-আয়নী বলেন যে, সায়ক আল-দৌলাহ একজন

---

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৯ তু. ইব্ন মানজূর, মুখতার আল-আগানী ফী আল-আখবার ওয়া আল-তাহানী (কায়রো: দার আল-কুতুব, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২।

১০ তু. ইব্ন তাগরীবারদী, আল-নুজূম আল-যাহিরা, খ্. ৪, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

দানশীল, বীরত্বপূর্ণ, জ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক বাদশাহ ছিলেন। তিনি বিদ্যান ব্যক্তি, সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণীদেরকে খুবই মর্যাদা দিতেন ও তাদেরকে ভাল বাসতেন। তাঁর সময়ে আবুল ফারাজ তাঁর আল-আগানী গ্রন্থটির লেখার কাজ শেষ করেন এবং তাঁকে উপহার হিসাবে প্রদান করেন। বিনিময়ে সায়ফ আল-দৌলাহ্ তাঁকে এক হাজার দীনার প্রদান করেন। জনগণের মতে গ্রন্থটির উপহার যথাযথ মর্যাদা পায়নি। তাই এক বর্ণনায় এসেছে যে, উযীর ইব্ন আব্বাদের দরবারে আবুল ফারাজের অবস্থান কালে ইব্ন আব্বাদ আল-আগানী গ্রন্থে সাহিত্যের অমূল্য ও বিরল সৌন্দর্যগুলো দেখতে পান। তিনি তখন আবুল ফারাজের উদ্দেশ্যে বলেন যে সায়ফুদ্দৌলাহ্ তাঁর যথাযথ প্রশংসা করছেন। তাঁর রচিত আল-আগানী গ্রন্থটির পঞ্চাশ খণ্ডের পুরষ্কার প্রতি খণ্ড এক হাজার দীনার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার দীনার হওয়া উচিত ছিলো। এ পর্যায়ে ইব্ন 'আব্বাদ বলেন, তাঁর গ্রন্থাগারে একলক্ষ সতের হাজার পুস্তক রয়েছে এবং আল-আগানী এককভাবে সব পুস্তকের অভাব পূরণ করে থাকে।[১১] ইব্ন খালদূন (মৃ. ৮০৮ / ১৪০৫) আল-আগানী গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন যে, আবুল ফারাজ তাঁর গ্রন্থে আরবদের যাবতীয় ইতিহাস, ঘটনাবলী, কবিতা, বংশ লতিকা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজত্ব সমূহ ইত্যাদি সন্নিবেশীত করেছেন। তিনি গ্রন্থটি একশত এমন সুরের উপর ভিত্তি করে রচনা করে যা গায়করা খলীফা হারুন আল-রশীদের জন্য নির্বাচন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি গানের জগতের পরিপূর্ণ সুরের মাধ্যমে গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত করেন। ইব্ন খালদূন তাঁর জীবনের শপথ করে বলেন যে, আল-আগানী গ্রন্থটি দীওয়ানুল আরব হিসাবে গণ্য করা যায়। এর মধ্যে কবিতার সব শিল্প, ইতিহাস, গানের সুর সব ঘটনাবলীও স্থান পেয়েছে। অন্য

---

১১ তু. আল-'আয়নী, 'ইক্‌দ আল-জুমান (কায়রো: দার আল-কুতুব, তাবি), খ. ১৯, পৃ. ২০৪-২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

কোনো গ্রন্থ আমাদের জানা মতে আল-আগানী সমতুল্য হতে পারে না। গ্রন্থটি সব সাহিত্যিকদের আশ্রয়স্থল হিসাবে বিবেচিত।[১২]

তাশ-কুবরা যাদাহ (মৃ. ৯৬৮ / ১৪৬৩) আল-আগানী গ্রন্থের বিচার বিশ্লেষণ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জ্ঞানী-গুণীদের সম্মিলিত মতামত হলো যে, আলোচ্য বিষয়ের উপর এই ধরণের গ্রন্থ আর একটিও নেই। আবুল ফারাজ গ্রন্থটি পঞ্চাশ বছরে সংকলন করেন এবং সায়ফুদ্দৌলাহকে তা উপহার দেন। বিনিময়ে সায়ফুদ্দৌলাহ তাকে এক হাজার দীনার প্রদান করেন যা যথার্থ মূল্যায়ণ হয়নি। কথিত আছে যে, সাহিব 'ইব্ন আব্বাদ কখনো সফরে বের হলে তিনি ত্রিশটি উট বুঝাই কিতাব সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তিনি কিতাবুল আগানী পাওয়ার পর এটা ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ সঙ্গে নিতেন না। এটা তাঁর সফরের জন্য যথেষ্ট ছিলো।[১৩] একই সূত্র ধরে হাজী খলীফা বলেন যে, আল-আগানী এমন একটি গ্রন্থ যার সমতুল্য অন্য কোনো গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর লেখা হয়নি। আবুল ফারাজ গ্রন্থটি পঞ্চাশ বছরে সংকলন করেন এবং জীবনে মাত্র একবার তা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তা সায়ফুদ্দৌলাকে উপহার দেন। বিনিময়ে তিনি এক হাজার দীনার পান। গ্রন্থটি আযদ আল-দৌলাহ্-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলো এবং সাহিব ইব্ন 'আব্বাদের সফর সঙ্গী ছিলো।[১৪]

কিতাবুল আগানীর গুরুত্ব নিরূপণে আধুনিক পন্ডীদের অভিমত:

ঐতিহাসিক লেখক ও সাহিত্যিক জুরজী যায়দান (মৃ. ১৯১৪ খৃ.)-এর মতে কিতাবুল আগানী গ্রন্থটি পরিচয়ের চাইতেও প্রসিদ্ধ। জ্ঞানীদের সর্বসম্মত অভিমত হলো যে, এর ন্যায় আর কোনো গ্রন্থ

---

১২ তু. ইব্ন খালদূন, আল-মুকাদ্দিমা, খ. ১, পৃ. ৪৮৬।
১৩ তু. তাশ-কুবরা যাদাহ্, মিফতাহ্ আল-সা'আদাহ (হায়দারাবাদ, ১৩২৮ হি.), খ. ১, পৃ. ২৫।
১৪ তু. হাজী খলীফা, কাশ্ফ আল-জুনূন, খ. ১, পৃ. ১২৬।

Dhaka University Institutional Repository

আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। আবুল ফারাজ গ্রন্থটি পঞ্চাশ বছরে সংকলন করেন। করডোভার উমায়্যাহ খলীফা আল হাকাম ইব্ন আল-নাসির গ্রন্থটির সংবাদ পেয়ে লেখককে গ্রন্থটির কপি আব্বাসীয়দের নিকট প্রকাশের পূর্বে এক হাজার দীনারের বিনিময়ে তাকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে পাঠান। সংকলনের কাজ শেষ হলে আবুল ফারাজ তার আল-আগানী গ্রন্থটি হামদানের আমীর সায়ফুদ্দৌলাহ্ এর নিকট বহন করে নিয়ে যান। সায়ফুদ্দৌলাহ বিনিময়ে তাঁকে এক হাজার দীনারের বেশী দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। সে সময়কার সব আমীর ও শাসক একমাত্র আল-আগানী গ্রন্থের উপরই নির্ভরশীল ছিলো। সাহিব ইব্ন আব্বাদ কোনো সফরে গমন করলে সাথে দশ উট বুঝাই কিতাব নিয়ে যেতেন, তবে আল-আগানী পাওয়ার পর এটা ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ সঙ্গে নিতেন না। গ্রন্থটি অনেক খণ্ডে সংকলিত, চার হাজার পৃষ্ঠা বিশিষ্ট গ্রন্থটির ২১ খণ্ড পাওয়া যায়। গ্রন্থটির সংকলনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো গান সম্পর্কিত বিষয়ে লিপিবদ্ধ করা। খলীফা হারুনুর রশীদের নির্দেশে গায়ক ইব্রাহীম আল-মুসিলীসহ আরো অনেকেই তাঁর জন্য একশত সুরের গান নির্বাচন করেন। তারপর খলীফা আল-ওয়াছিক বিল্লাহ্-এর নির্দেশে গায়ক ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম তাঁর জন্য আরো কিছু বর্ধিত গান রচনা করেন। এসব গায়ক ব্যতীত আরো অনেকেরই সুর ও গানের সমন্বয়ে আবুল ফারাজ তাঁর কিতাবুল আগানী গ্রন্থটি শৈল্পিকরূপে সংকলন করেন।[১৫]

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আহমদ হাসান আল-যায়্যাত (মৃ. ১৩৮৮ / ১৯৬৮) আল-আগানী গ্রন্থের মূল্যায়ণ বিচার করে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, ঐতিহাসিকদের সম্মিলিত মতহলো যে, এই ধরণের বহু মাত্রিক বিষয়ের উপর লেখা গ্রন্থ এটা ছাড়া আর একটিও পাওয়া যায় না। সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে রচিত অন্যান্য সব গ্রন্থ আল-আগানীর উপর নির্ভরশীল। আল-আগানী গ্রন্থটি যদি

---

[১৫] তু. জুরজী যায়দান, তারিখ আদাব আল-লুগাত আল-আরাবিয়্যাহ্, খ. ২, পৃ. ৩২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংস হয়ে যেতো তা হলে জাহিলী, প্রাথমিক ইসলামী ও উমায়্যাহ্ যুগের অনেক ঘটনা ধ্বংস হয়ে যেতো। আবুল ফারাজ গ্রন্থটি পঞ্চাশ বছরে রচনা করেন। গ্রন্থটি রচনার সময় তিনি খলীফা হারুনুর রশীদের জন্য নির্বাচিত একশত সুর ও আল-ওয়াছিকের জন্য বর্ধিত আরো কিছু সুরের উপর ভিত্তি করে তা রচনা করেন। তাছাড়া আবুল ফারাজ প্রখ্যাত কিছু গায়কের জীবনী ও গানের উপর ভিত্তি করেও গ্রন্থটি রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, কবিতা ও আনন্দঘন উপলক্ষ্য ও বিষয়কে কেন্দ্র করে লিখিত বস্তুও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রচনা শেষে লেখক গ্রন্থটি সায়ফুদ্দৌলাহ্-এর দরবারে উপস্থিত করলে তিনি তাঁকে বিনিময়ে মাত্র এক হাজার দীনার প্রদান করে আর বেশী দিতে না পারার অপরাগতা প্রকাশ করেন। উযীর সাহিব ইব্ন 'আব্বাদ কোনো সফরে বের হলে সঙ্গে ত্রিশটি উটে বুঝাই কিতাব সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যখন তিনি আল-আগানী গ্রন্থটি হাতের কাছে পেলেন তখন সফরে অন্য কোনো গ্রন্থ না নিয়ে শুধু আল-আগানী গ্রন্থের উপরই নির্ভর করতেন।[১৬]

গ্রন্থটি সম্পর্কে আরবী সাহিত্যের দিকপাল ও বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক তাহা হোসায়ন (মৃ. ১৯৭৩ খৃ.)-এর অভিমত হলো যে, ইসলামী যুগগুলো থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আল-আগানী গ্রন্থটি একটি মহা বিদ্যালয় হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে যার থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, লেখক, শিল্পী ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ তাদের উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে থাকেন। তাহা হোসায়ন কিতাবুল আগানী-এর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে এর প্রশংসায় বলেন, যখন থেকে কালের স্রোতে আল-আগানী গ্রন্থটি সংরক্ষিত হয় তখন থেকে সাহিত্য সেবী ও জ্ঞান পিপাসুদের জন্য আল-আগানীর ন্যায় একটি মূল্যবান সম্পদ প্রদান করা হয়। কারণ, উমায়্যাহ্ ও আব্বাসীয় খিলাফতের

---

[১৬] দ্র. আহমদ হাসান আল-যায়্যাত, তারিখ আল-আদব আল-আরবী (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ, ১৪১৮ / ১৯৯৭), ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

এই দুই যুগের সাহিত্যিক ও সামাজিক জীবনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়ার জন্য গবেষক, পাঠক ও সাহিত্য মোদীরা আল-আগানী গ্রন্থটিকে একমাত্র গবেষণার উৎস হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। তাহা হোসায়ন আরো মন্তব্য করে বলেন যে, আল-আগানী ও তারিখ আল-তাবারী গ্রন্থ দুটো শুধু পাঠ করলেই যথেষ্ঠ হবে না বরং এই দুটো গ্রন্থ ও অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থ বুঝার পথ অন্বেষণ করতে হবে, এগুলো অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করারও প্রয়োজন রয়েছে। তাই সঠিকভাবে বলতে গেলে কিতাবুল আগানী ও তারিখ আল-তাবারী ও অনুরূপ আরো গ্রন্থ শুধু সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থই নয়, বরং এগুলো সাহিত্য ও ইতিহাসের তথ্য নির্দেশিকা হিসাবে পরিগণিত।[১৭] বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক কামিল আল-কীলানীর অভিমত হলো যে, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর আল-আগানী গ্রন্থটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন, আর তা হলো এই যে, খলীফা হারুনুর রশীদের জন্য গানের যে একশতটি সুর নির্বাচন করা হয় তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। তারপর তিনি সেগুলোকে যাচাই-বাচাই, অপসারণ ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে নতুন নতুন অনেক সুর ও সুরের উপাদান সংযোগ করেন। ফলে কিতাবুল আগানী গ্রন্থটি আরবী সাহিত্যের তুলনা বিহীন ভাণ্ডার হিসাবে চিহ্নিত হয়।[১৮]

---

১৭ তু. তাহা হোসায়ন, হাদীছ আল-আরবি'আ' (মিসর প্রকাশনী, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ১৩-১৪।

১৮ তু. কামিল আল-কীলানী, সুওয়ারুন জাদীদাতুন ফী আল-আদব আল-আরাবী (কায়রো প্রকাশনী, তা. বি.), পৃ. ২১৮।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আল-ইস্পাহানীর চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিচার

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর জীবন ও কর্ম আলোচনার পর আমরা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী, তাঁর স্বভাব ও চরিত্রের বিশেষ দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা অপরিহার্য মনে করি। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর স্বভাব-চরিত্রের যে বিশেষ কয়েকটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন আমরা নিম্নে তা পর্যালোচনা করতে প্রয়াস পাব:

ক. আবুল ফারাজের বুদ্ধিমত্তা ও রসিকতা:

আমরা জানি যে আবুল ফারাজের যুগে মানুষ তাঁর রসনাকে ভয় করতো তাঁর কুৎসা থেকে দূরে থাকতো, জটিলতা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর আহার-বিহার ও মেলা-মেশার মজলিসে ধৈর্যের সাথে অবস্থান করতো। তবে আবুল ফারাজ নিঃসন্দেহে একজন বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি ছিলেন। আল-আগানী গ্রন্থটি রচনার সময় তিনি বিরল শব্দের প্রতি ঝুঁকে পড়তেন। একই গ্রন্থে তিনি কৌতুক ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও দিয়েছেন। তাঁর এই অসাধারণ যোগ্যতা তাঁকে আল-মুহাল্লাবী উযীর ও মহান ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত করেছে। এই ধরনের একটি ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা যেতে পারে।[১] একদা বসরা নিবাসী কাজী আবুল কাসিম আল-জুহানী বসরার হিসাব রক্ষণ অফিসারের দায়িত্ব প্রাপ্তির সুবাদে উযীর আবু মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান এবং তাঁর বিশেষ শিষ্ঠাচারের সাথে তিনি জড়িয়ে পড়েন। তবে তিনি অতি মাত্রায় মিথ্যাবাদী ছিলেন। তিনি এমন সব ঘটনার বিবরণ দিতেন যা কখনো গ্রহণ করা যেতনা বা বাস্তবের সাথে যার আদৌ সম্পর্ক ছিলোনা। এই ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়ার জন্য কোনো যৌক্তিকতাও খুঁজে পাওয়া যেতো না। আবু মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবী এর সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন

---

১ তু. ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-উদবা', খ. ১৩, পৃ. ১২৩; শফীক জাবারী, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

এবং তিনি প্রায়শ সন্দেহের পথই অনুসরণ করতেন। আর আমরাও তাঁর অদ্ভুত কথাবার্তা, অসম্ভব ও বিরল আচরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যাই। এসব বিষয় তাঁকে কথাবার্তায় বাকপটু এবং কর্মক্ষেত্রে চতুর করে তুলে। অতঃপর কোনো একদিন এই ধরনের গালগল্প ও মুখরোচক আলোচনা দীর্ঘ সময় চলতে থাকলে আল-জুহানী বলে উঠলেন, অমুক শহরে এটা গাছে রূপান্তরীত হয় এবং তার কাঠ দিয়ে সিঁড়ির ধাপ তৈরী হয়। এটা শুনে আবুল ফারাজ রাগে গদগদ করে উঠলেন এবং বললেন, হ্যাঁ, পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তু অনেক হলেও তা প্রতিহত করা যায় না। আর তাতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। তবে আমার নিকট এর চাইতেও অদ্ভুত ও বিরল ঘটনা আছে। আর তা হলো এই যে, দিগন্তের ভয়াবহ এক জোড়া কবুতর ছিলো, তার কপোতী প্রতি বিশ দিনের মাথায় দুইটি ডিম পাড়তো। আমি কপোতীর তলদেশ থেকে সেগুলো তুলে তার স্থলে একশত গ্রামের ও পঞ্চাশ গ্রামের দুইটি বাটখারা রেখে দিতাম। কপোতীর ডিম দেয়ার সময় যখন পুরিয়ে যেতো তখন আমি বাটখারা দুটো একটি গামলায় ও একটি ঘটিতে ভরে নিতাম। আমরা সবায় তাতে হেসে দিলাম। আল-জুহানী কিন্তু বুঝতে পারলেন যে, আবুল ফারাজ তার সাথে ঠাট্টা করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আবুল ফারাজ খুবই বুদ্ধিমান, বাক পটু ও চতুর ছিলেন।

খ. আবুল ফারাজের বাক পটুতা ও ধারালো রসনাঃ

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী একজন বিদ্রোপাত্মক ব্যক্তি ছিলেন। আবু মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবীসহ সাধারণ লোকজন তাঁর রসনাকে ভয় করতেন। অথচ আবুল ফারাজ স্বয়ং আল-মুহাল্লাবীর খুব কাছের বন্ধু ছিলেন। আবুল ফারাজের বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি বলেন, একরাত উযীর আবু মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবী নেশাগ্রস্থ হয়ে মাতাল হয়ে যান। তখন তাঁর নিকট আবুল ফারাজ ব্যতীত আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। উযীর সাহেব তাঁকে বললেন, "আমি জানি! গোপনে তুমি আমার নিন্দা কর। তাই আজ এক্ষণে প্রকাশ্যে আমার নিন্দা কর।" আবুল ফারাজ বললেন, আল্লাহ!

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্! হে উযীর মহোদয়। আপনি যদি আমার প্রতি রাগ করেন, তা হলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আর যদি আপনি আমাকে হত্যা করার প্রাধান্য দেন, তাহলে যখন তখন তরবারী দিয়ে তা করতে পারেন। তখন উযীর আল-মুহাল্লাবী বলেন,[২] "আমার মাতাল অবস্থায় তুমি অবশ্যই আমার নিন্দা করবে।" এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেখানে স্বয়ং উযীর আল-মুহাল্লাবী তাঁর নিকটতম বন্ধু আবুল ফারাজের রসনাকে ভয় করতেন, তখন সাধারণ লোকজন নিসন্দেহে তাঁর রসনাকে ভয় পেতো এবং তাঁর তিরস্কার ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করতো।

গ. আবুল ফারাজের বিরল অভ্যাস মরিচ খাওয়াঃ

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী অদ্ভুত ও বিরল অভ্যাসের মধ্যে একটি ছিলো অধিক আহার করা। এ ব্যাপারে তিনি নিজেকে কাবুতে রাখতে পারতেন না। বিষয়টি তাঁর আহার প্রসঙ্গের একটি আশ্চার্যমূলক ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট হয়। আর তা হলো, কাজী আল-তানুখীর রচিত, নিশওয়ারুল মুহাদারা গ্রন্থে বর্ণিত। আবুল ফারাজ অতিভোজী পেটুক ছিলেন। তাঁর পাকস্থলিতে যখন অধিক খাওয়া যেতো, তখন তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের গোল মরিচ পোড়া করে খেয়ে ফেলতেন। তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি হতনা। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু পড়লেও তাঁর কোনো কষ্ট হতো না। এতদসত্ত্বেও তিনি একটি মটর দানা খাওয়ার সামর্থ রাখতেন না। অথবা পাতিলের ঝুলের সাথে মটর দানা পাক করা খেলে তাঁর শরীরের খুবই ক্ষতি হতো। এক বা দুই ঘন্টা পর শিংগা লাগিয়ে নিলে তিনি আরাম বোধ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর নিকট কোনো তথ্য ছিলোনা। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করেও এর কোনো সু-চিকিৎসা তিনি পাননি। আবুল ফারাজের প্যারালাইসিস হওয়ার কয়েক বছর আগ থেকে হিমসে তাঁর এই অভ্যাস দূর হয়। তারপর তিনি প্রচুর খেতেন, কিন্তু তা তাঁর

---

২ তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১০৮; আবুল ফারাজ, আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

কোনো ক্ষতি করতো না। তবে মরিচ খাওয়ার অভ্যাসটি তাঁর থেকেই যায়।[৩]

ঘ. আবুল ফারাজের অপরিচ্ছন্নতাঃ

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর বিরুদ্ধে অপরিচ্ছন্নতা ও অপরিষ্কার তাকার অভিযোগ আনা হয়। অথচ তিনি খলীফা, আমীর, বাদশাহ, উযীর ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে উঠাবসা করতেন। তিনি কখনো নিজের শরীর, পোষাক-পরিচ্ছদ, জুতা ও খাদ্য দ্রব্যের প্রতি তেমন যত্নবান ছিলেন না। সে সময় জনগণ তাঁর রসনাকে ভয় করতো এবং তাঁর নিন্দা থেকে দূরে থাকতো। তাঁর সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া ও মজলিশে উপস্থিত থাকাকে ধৈর্য্যের সাথে হজম করতো। তিনি মনের দিক থেকে যেমন কলোষমুক্ত ছিলেন না, তেমনি পোষাক-পরিচ্ছেদেও পরিষ্কার ছিলেন না। কখনো কোনো পশমের ফোট পরিধান করলে সেটা পুরাতন হয়ে ছিড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি শরীর থেকে সরিয়ে নিতেন না। জামা-কাপড় তিনি কখনো পরিষ্কার করতেন না এবং তা কখনো পরিবর্তনও করতেন না।[৪] আবুল হাসান হিলাল ইব্ন আল-মুহসিন আল-সাবী বলেন, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী ময়লা ও অপরিষ্কার স্বভাবের ছিলেন। তিনি তাঁর জামা কাপড় পরিষ্কার করার পর ছিড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তা শরীর থেকে খুলে পরিষ্কার করতেন না।

হিলাল ইব্ন আল-সাবী অন্য এক বর্ণনায় একাধিক সূত্র থেকে বলেন যে, কোনো একদিন আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী আবু মুহাম্মদ আল-মুহাল্লাবী উযীরের অতিথী হলেন। আবুল ফারাজের সামনে সিরকা দিয়ে তৈরী খাদ্য পেশ করা হয়, তা তাঁর খুবই প্রিয় খাদ্য ছিলো। হঠাৎ আবুল ফারাজের মুখ থেকে এক টুকরা কফ সিরকার বড় এক পাত্রের মধ্যে পড়ে যায়। স্বয়ং উযীর আল-মুহাল্লাবী তাঁর মেহমান আল-ইস্পাহানীর কফ পরিষ্কার করার জন্য এগিয়ে

---

৩ তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১০৮।
৪ তু. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

আসলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা এই রস কফটি অন্যপাত্রে ফেলতে পারতে। এটা জানার পরও উযীরের চেহারার রং পরিবর্তন হয়নি বা তাঁর মধ্যে বিরক্তির কোনো ছাপ দেখা যায়নি। অন্য দিকে আবুল ফারাজও কোনো প্রকার লজ্জাবোধ করেননি বা কোনো প্রকার সংকোচবোধও করেননি। এই ধরনের ঘটনা যুগযুগ ধরে ঘটতো, অথচ উযীর আল-মুহাল্লাবী এই ধরনের বিষয়ে খুবই অনাগ্রহী ছিলেন এবং তিনি তাতে মোটেই ধৈর্যশীল ছিলেননা। কিন্তু খুব কাছের বন্ধু হওয়ায় আবুল ফারাজের এই ধরনের কর্মকান্ড সহ্য করতেন। উযীর আল-মুহাল্লাবী কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে খুবই ভাল বাসতেন। তিনি কোনো জিনিস চামচ দিয়ে খাওয়ার ইচ্ছা করলে যেমন, দুধভাত, তখন তাঁর উভয় পার্শ্বে দুইজন ভৃত্য দাড়িয়ে থাকতো। তিনি ডান দিকের ভৃত্যের হাত থেকে প্রায় ত্রিশটি চামচের মধ্য থেকে একটি করে চামচ নিতেন এবং এক চামচ খাওয়ার খেয়ে তা বাম পার্শ্বের ভৃত্যকে দিয়ে দিতেন। তিনি কখনো একই চামচ দুইবার ব্যবহার করতেন না। যখন উযীর আল-মুহাল্লাবী আবুল ফারাজের উল্লেখিত ঘটনা দেখে মনে মনে বিরক্ত হলেন, তখন তিনি খাওয়ার জন্য দুটো দস্তর খানের ব্যবস্থা করেন, একটি সাধারণ লোকদের জন্য আর অন্যটি বিশেষ ধরনের অতিথীদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৫]

আল-ইস্পাহানীর অপরিষ্কার থাকার প্রসঙ্গে ইব্রাহীম ইব্ন হিলাল আল-সাবী থেকে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, আল-সাবী ও আবু আলী আল-আম্বারী দজলা নদী ও সোলায়মান গোত্রের প্রবেশপথদ্বয়ের মাঝে অবস্থিত আবুল ফাতাহ্ আল-বারীদীর বাড়ীর সাথে মিলিত কোনো এক এলাকার বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। তাঁদের ছোট ছোট শিশুরা তাদের সামনের বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি নেওয়ার জন্য দরজায় সামান্য করাঘাত করলো। ভেতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তাঁরা ধৈর্যের সাথে অনেকবার দরজায়

---

৫ তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

আঘাত করলেন। এ সময় তাঁরা অস্থির হয়ে পড়লেন। সেই বাড়ীটি আবুল ফারাজের ছিলো। এ সময় আবুল ফারাজের সাদা বর্ণের ইয়াক্কা নামক বিড়ালটি বাড়ীর বাইরে চলে আসলো। যতক্ষণ আবুল ফারাজ বা তাঁর ভৃত্য দরজা খোলার জন্য না আসতো, ততক্ষণ বিড়ালটি মেঁউ মেঁউ করতে থাকতো। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁরা বিড়ালটিকে ঐদিন দেখতে না পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়লেন। এর কারণ জানার জন্য তাঁরা আরো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অতপর বেশ কিছু সময় পর ভেতর থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে কেউ সাড়া দিলে পরক্ষণে দেখা গেলো যে, আবুল ফারাজ খাওয়ার খেয়ে ঝুটা হাত নিয়ে সামনে আসলেন। তাঁরা আবুল ফারাজকে বললেন যে তাঁরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আগমন করেছেন। আবুল ফারাজ বলে উঠলেন, না না আল্লাহর কসম! আপনারা আমার মুনিব। আসলে আপনারা যা ধারণা করেছেন বিষয়টি সে রকম নয়। প্রকৃত পক্ষে ইয়াক্কা বিড়ালটি "কুলেঞ্জ" রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বিড়ালটিকে ইনজেকশন দেয়ার কাজে আবুল ফারাজ ব্যস্ত ছিলেন বলে তাঁদেরকে তিনি জানান।[৬] আগন্তুক ভদ্রলোকদ্বয় যখন আবুল ফারাজের বক্তব্য শুনলেন এবং তাঁর হাতে ময়লা দেখতে পেলেন তাঁরা ভালভাবে বুঝতে পারলেন যে আবুল ফারাজ সত্যিই অনেক অপরিষ্কার থাকেন। তখন তাঁরা ফিরে চলে গেলেন।[৭] কিন্তু আবুল ফারাজ বদমেজাজী ছিলেন। শতচেষ্টা করেও তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে ভালো স্বভাবে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। তিনি একজন মিথ্যাবাদীও ছিলেন।

এ পর্যায়ে সমসাময়িক ঐতিহাসিক নওবখতী (মৃ. ৪০২ / ১০১১) উল্লেখ করেন যে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী মানব সমাজে সবচাইতে মিথ্যাবাদী ছিলেন। তিনি পাণ্ডুলিপিতে পরিপূর্ণ বাজারে প্রবেশ করে এবং পুস্তক বিক্রয়ের লাইব্রেরীগুলোতে গিয়ে অনেক গুলো পাণ্ডুলিপি, পুস্তক খরিদ করে বাড়ীতে নিয়ে যেতেন।

---

৬ তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১০৩।
৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরপর সেসব পুস্তক থেকে তিনি তাঁর বর্ণনা প্রস্তুত করতেন।[৮] অতএব আবুল ফারাজের ন্যায় একজন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিকে মিথ্যার অপবাদ দেয়া সহজ ব্যাপার ছিলোনা। এই অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া সহজ ছিলোনা। তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর ব্যয় করে তাঁর বিখ্যাত আল-আগানী গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি সততা ও সত্যবাদীতার অনুসরণ করেছেন এবং যথা সম্ভব সতর্কতাও অবলম্বন করেছেন। গ্রন্থটি রচনার সময় তিনি যথা সম্ভব সত্য ও নির্ভেজাল পথেরই অনুসরণ করেছেন। তাই তিনি সঠিক খবর, বিশুদ্ধ বর্ণনা ও সহীহ হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করে যান। বিভিন্ন বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যা, ভুল ও প্রতারণা আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য তিনি বর্ণনাকারীদের স্তর বিন্যাস করতেন। এমনকি বর্ণনাকারীদের উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদেরকে নির্বোধ, মূর্খ বলে গাল দিতেন এবং খুবই জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। প্রকৃত পক্ষে কাউকেও দোষারূপ করা বা কারো ব্যাপারে দোষী হওয়ার প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। তাই হঠাৎ করে কোনো সমালোচক কাহারো প্রসঙ্গে বিনা প্রমাণে মিথ্যাবাদের অভিযোগ আনয়ন করা ঠিক হবেনা। বিনা প্রমাণে এই ধরনের অভিযোগ কোনো দর্শন, চরিত্র বা আবেগ সমর্থন করে না। তাই যাঁরা আবুল ফারাজের সমালোচনা করেন এবং তাঁকে মিথ্যার দিকে ঠেলে দিতে চান তাদের উচিৎ যেন তাঁরা এ সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ উপস্থাপন করেন এবং মিথ্যার নির্দশন ও উৎস অন্বেষণ করেন, তাতে সমালোচকদের বক্তব্যের পরিধি জ্ঞান দ্বারা যাচাই করা যেতে পারে। আর সমালোচকগণ শুধু অনুমান করে যে কোনো ধরনের মিথ্যার অপবাদ তাঁর সম্পর্কে আনায়ন করেন তবে সেটা হবে নিচক অনুমানই, যা মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা যে কোনো যুক্তি প্রমাণ শুধু অন্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা খণ্ডণ করা যায়। সুতরাং বিনা প্রমাণে শুধু কথার দ্বারা আবুল ফারাজের আল-আগানী গ্রন্থের পঞ্চাশ বছরের লেখার ভিত্তি বিনষ্ট করা যায় না। আল-ইস্পাহানী ব্যতীত অন্য

---

৮ তু. আল-খাতীব, তারিখ বাগদাদ, খ. ১, পৃ. ৩৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

কোনো ব্যক্তি যদি এই কাজটি করতো তাহলে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায় পরায়ণতা বজায় রাখতে পারতেন না।[৯]

ঘ. আল-ইস্পাহানীর চারিত্রিক গুণাবলী:

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী একজন সু-সাহিত্যিক, কবি ও দক্ষ শিল্পী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিশাল ছিলো। তিনি খলীফা, বাদশাহ্ উযীর ও নেতৃবর্গের সদাসঙ্গী ছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁর ভাষার পাণ্ডিত্যকে ভয় পেতেন। সে যুগের বড় বড় কবি-সাহিত্যিক ও পণ্ডিতবর্গ তাঁর নিন্দা থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতো। আবুল ফারাজের এতসব যোগ্যতা ও গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। আল-ইস্পাহানীর যুগের কবি ও তাঁর পূর্ব যুগের কবি-সাহিত্যিকদের অভ্যাসের ন্যায় তিনিও মদ্যপান করতেন, শিশুদেরকে ভালবাসতেন, মহিলাদের গুণ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতেন। সে সময়কার কবি ও সাহিত্যিকদের অবস্থা ছিলো, তাঁরা সকলেই পুলিশের পাহারায় দুই ঈদে শহরের আশ-পাশে তৈরী ঘর, দোকান ও তাঁবুতে একত্রিত হতেন, যেখানে নেতৃস্থানীয় মদ্যপায়ীরা বসবাস করতো। আবার কখনো কখনো তাঁদের মিলনস্থল ছিলো সুবাসিত বাগানে, অথবা কোনো একজন কবি সাহিত্যিকের বাড়ীতে। সেখানে তাঁদের জন্য সু-স্বাদু খাদ্য, পাখির মাংস ও মজাদার ফল খাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর রচিত আল-আগানী গ্রন্থে অনেক মদ্য-মজলিসের আলোচনা করেছেন যেখানে কবিরা রং-বিরঙ্গের মদের বর্ণনা দিতো, যেমন লালচেমদ, রক্তবর্ণ এবং সোনালী রঙ্গের ইত্যাদি নামের দ্বারা যে কবিতা আবৃত্তি করেছেন সেগুলোর আলোচনাও করেছেন এবং উল্লেখিত মদগুলোর অনন্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী সম্মান, মর্যাদা ও বহুগুণে স্বয়ং সম্পন্ন ছিলেন।

---

৯ তু. আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, খ. ১১, পৃ. ৩৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফারাজ সুন্দরী যুবতী মহিলাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তিনি তাঁর রচিত কিতাবুল গুরাবা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, তিনি ও আবুল ফাতহ্ আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আলী ইব্ন ঈসা বাগদাদের আল-সা'আলিব আবাসিক এলাকা দিয়ে ৩৫৫ হি. সালের কানো একদিন গমন করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বনভোজন, খৃষ্টানদের উৎসব পর্যবেক্ষণ এবং সেই আবাসিক এলাকার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত ইয়াযদজুরদ নদীর পানি পান করা। আর এই দরজার নিকটেই খৃষ্টান যুবকদের এক দল লোক অবস্থান করছিল। এমনি সময় সেখানে দেখা যায় এক সুন্দরী যুবতী নারীকে যেন সে নকশাকৃত দীনারের ন্যায় উত্তরের মৃদুমন্দ বায়ুতে রায়হান ফুলের ডালার ন্যায় হেলছিলো। সে তার হাতের দ্বারা ইস্পাহানীর হাতে মারছিলো এবং বললো হে মুনিব! এসো এই দেয়ালে লেখা কবিতাটি পড়। অন্যান্য উপস্থিত সকলেই আনন্দ ও উৎফুল্ল অবস্থায় তাঁর সাথে গমন করলো। যুবতী মহিলার সৌন্দর্য ও কোমলতার জ্ঞান শুধু আল্লাহই ভাল জানেন। সবাই যখন ঘরে প্রবেশ করলো যুবতী তার বাহু থেকে পর্দা সরিয়ে নিল এবং তাকে রূপার ন্যায় ঝলমল করতে দেখাগেল। যুবতী একটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করলো, যেখানে নিম্নের কবিতা চরণগুলো লেখাছিলো:[১০]

خرجت يوم عيدها + في ثياب الرواهب
فتنت باختيالها + كل جاءٍ و ذاهب
لشقائي بنسوة + يوم دير الثعالب
هي فيهم كأنها + البدر بين الكواكب

"সে (সুন্দরী যুবতী) তার ঈদের দিনে পাদরীর পোষাকে আচ্ছাদিত হয়ে বের হলো:

সে তার কপটতা দিয়ে প্রত্যেক আগন্তুক ও প্রস্থানকারীকে ফাঁদে ফেলে দেয়:

---

[১০] তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ৩, পৃ. ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

সা'আলিব এলাকার দিন মহিলাদের সাথে আমার দুর্ভাগ্যজনক কারণে:

সে (যুবতী নারী) তাদের মাঝে যেনো নক্ষত্ররাশির মাঝে পূর্ণ চাঁদ বিশেষ।"

আবুল ফারাজ বলেন যে, উপরের এই চারটি কবিতা চরণ শুনে তিনি যুবতী মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই কবিতাগুলো দ্বারা নিশ্চয়ই মহিলা নিজেকেই বুঝিয়েছে এবং এর রচয়িতা মহিলা নিজেই। সুতরাং তাঁরা মহিলাটিকে সারা দিন ত্যাগ করেননি। এর পর আবুল ফারাজ নিম্নের কবিতাগুলো মহিলাকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেন:[১১]

مرت بنا في الدير خمصانه + ساحرة النظر فتانه

أمرزها الذكران من خدرها + تعظم الدير و رهبانه

مرت بنا تخطر في مشيها + كأنما قامتها بانه

هيت لنا ريح مالت بها + كما تثني غصن ريحانه

فتهمت قلبي و هاجت له + أحزانه قدما و أشجانه

"দীর এলাকার ক্ষুধার্ত ও যাদুদৃষ্টি সম্পন্ন আকর্ষক আমাদের সাথে গমন করলো;

পুরুষরা তাঁর অন্তঃপুর থেকে তাকে কামনা করে, ফলে দীর ও তার পাদরীরা সম্মানিত হয়;

আমাদের সাথে সে চললো ধীর গতিতে, যেনো তার অবকাঠামো সেটা থেকে বিচ্ছিন্ন;

আমাদের প্রতি বাতাস ছড়ালো যার দ্বারা মেহেন্দীর ডালাগুলো যেনো প্রশংসায় এগিয়ে আসলো;

সে আমার অন্তর কেড়ে নিল এবং তার বিষণ্নতাও দুঃখকে পা পর্যন্ত নাড়াদিলো।"

---

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাগুলো শুনে যুবতী খুবই আনন্দিত হলো। আবুল ফাতহ ও যুবতীর মাঝে এইভাবে দশদিন অতিবাহিত হলে তিনি সিরিয়া চলে গেলেন এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। উপরের এই কবিতাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবুল ফারাজ সৌন্দর্যের মোহে পড়ে প্রতারিত ও প্রভাবিত হতেন।[১২]

আবুল ফারাজ শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতেন। শিশুদের সাথে ছলনা করা তখন একটি সামাজিক ব্যাধি ছিলো। বিশিষ্ট সামাজিক সাহিত্যিক ও লেখক আহমদ আমীন এই সামাজিক ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, এই রুগটি আব্বাসীয় শাসনামলে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কবি বাশ্‌শার ইব্‌ন বুরদ-এর সময়ের চেয়ে আবু নুওয়াসের সময় শিশুদেরকে ভালবাসা এবং তাদের সম্পর্কে গল্প-কাহিনী অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো খলীফা ও বাদশাহর প্রাসাদ এইরূপ প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিলোনা। এমনকি যুবায়দা এই আকর্ষণটি স্বয়ং খলীফা আমীনের মধ্যে দেখতে পেলেন। যুবায়দা ছেলেদের দলের পরিবর্তে মেয়েদের একটি দলের পথ খুজে পেলেন। তিনি আমীনকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে জাওয়ারী "শব্দ ব্যবহার না করে গোলামিয়াত" শব্দটি ব্যবহার করতেন। তাইবলা হয়েছে যে, আবু নুওয়াসই উল্লেখিত সামাজিক ব্যাধির উত্তম ব্যাখ্যা দিতে সামর্থ হয়েছেন। কেননা তিনি বিষয়টি সরাসরি সম্মুখিন হয়েছিলেন এবং এর দ্বারা পাপেও লিপ্ত হয়েছিলেন।

যৌবনের কারণে এর উৎসও তিনি হয়েছিলেন। আবু নুওয়াস ছেলেদের গুণাগুণ বর্ণনায় তাদের চেহারা, মুখমণ্ডল, গাল ইত্যাদি অঙ্গের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। আবু নুওয়াসের পূর্বে কবিগণ যেমনিভাবে মেয়েদের গজল গেয়েছেন, তিনি সেইভাবে ছেলেদের গজল গেয়েছেন। ফলে আবু নুওয়াসই ছেলেদেরকে নিয়ে কবিতা

---

১২ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রচনার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন যা অদ্যাবধি চালু রয়েছে।[১৩]

এই প্রসঙ্গে আরো স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন যে, শিশুদের সাথে খেল-তামাশা, খেলা-ধুলা, ভালবাসা ও প্রণয় গড়ে তুলা এবং স্বাদের বস্তুর মধ্যে সর্বস্তরের লোকের ডুবে থাকার প্রবণতা আব্বাসীয় শেষ যুগে তুলনামূলক হারে অনেক বেশী ছিলো। বিশেষ করে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী উমায়্যাহ্ যুগের যে সময় জীবন-যাপন করছিলেন সে সময়ও একই অবস্থা ছিলো। আব্বাসীয় শেষ যুগে বিভিন্ন গোত্র ও পেশার লোকজনের প্রাধান্য থাকার কারণে উমায়্যাহদের প্রবর্তিত সামাজিক জীবন প্রণালী পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাই আবুল ফারাজের যুগের কবিগণ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন-যাপনের প্রণালী, উন্নতমানের আনন্দঘন মুহূর্ত ও স্বাদের বস্তুগুলোর যথার্থ বর্ণনা ও প্রশংসা করেছেন। তাঁরা এইসব ঘটনাবলীকে সামনে রেখে একটি পরিপূর্ণ বালক সাহিত্য রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে জনৈক কবির রচিত নিম্নের কবিতাটি প্রণিধানযোগ্য:

أديبنا المعروف بالكردي + مولع بالغلمان و المرد

"কুর্দী সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ আমাদের সাহিত্যিক দাঁড়ি-গোপ বিহীন বালকদের প্রতি আসক্ত ছিলেন।"

সুতরাং দাঁড়ি গোপ বিহীন বালকদের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তির কারণেই সম্ভবত আব্বাসীয় যুগের জীবন যাপনের সময়সীমা সংকীর্ণ হয়ে যায়। যে কোন জাতি বা গোষ্ঠী তাদের উন্নত চরিত্রের ও শক্ত ধর্মীয় ভিত্তিগুলো পালনের মাধ্যমে দীর্ঘ আবাদ হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে আবদুল জাওয়াদ আল-আসমা'ঈ বলেন:

و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت + فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

---

১৩ তু. মাজাল্লা আল-হিলাল, আগষ্ট ১৯৩৬, সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

"যে জাতির সৎ স্বভাব দীর্ঘদিন বহাল থাকে, তারাও দীর্ঘদিন বহাল থাকে, আর তাদের স্বভাব-চরিত্র বিহীন হওয়ার সাথে সাথে তারাও বিলীন হয়ে যায়।"

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী নিজেই ছেলেদের প্রতি তাঁর আসক্তির কথা বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি তাঁর যৌবনে, মু'ইয্যোদ্দৌলার মৃত্যুর সালে ও বখতিয়ারের খিলাফত সনে, সেনাবাহিনীর সন্তানদের এক বালকের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। বালকের পিতা রাজত্বের মধ্যে উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বালকটি খুবই সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলো। তার শরীরের গঠন নিখুঁত এবং স্বভাব-চরিত্র কোমল ছিলো। ছেলেটি সাহিত্য-সংস্কৃতি ভালবাসতো এবং সংস্কৃতিবান লোকদেরকেও সে ভালবাসতো। ফলে বালকটি শীর্ষজ্ঞানী হিসাবে আত্ম প্রকাশ করলো এবং অনেক সুন্দর সুন্দর বই সংগ্রহ করলো। বালকটির সাহচর্যে আবুল ফারাজের বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়। তার সাহচর্যের বিবরণী ও পত্র-পত্রিকার লেখালেখী যদি আবুল ফারাজ সংরক্ষণ করতেন তা হলে সেটা একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের রূপ নিতো। বালকের সাথে সাহচর্যের একটি ঘটনা উল্লেখ করে আবুল ফারাজ বলেন, "এক জুমু'আর দিন সকালে আমি বালকের কাছে গিয়ে দেখলাম সে ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সে ঘোড়ায় আরোহণ করে থাকে। তা দেখে আমি বালকের পিতার ঘরের দরজার নিকট এক পাথর টুকরার উপর বসে পড়ি। দুপুর পর্যন্ত গল্প-গোজ্ঞ করার জন্য আমরা সেখানেই বসে থাকতাম। তারপর আমরা ঘরে প্রবেশ করতাম এবং তার ছোট ঘরে মদ্যপান ও দাবা ইত্যাদি খেলার জন্য অবস্থান করতাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেদিন বালক আসতে অনেক বিলম্ব করলো, তা সত্ত্বেও আমি তার জন্য অপেক্ষা করলাম। হঠাৎ আমার সাথে আমার এক বন্ধুর দেখা হয়ে গেল। আমি তার সাথে কিছু সময়ের জন্য চলে যেতে চেয়েছিলাম। পরে আমার মনে হলো যে, যে দেয়ালে আমরা ঠেক দিয়ে বসতাম তার গায়ে নিম্নের কবিতাগুলো লিখে দেব, আমি তা করলাম:

Dhaka University Institutional Repository

يامن اظل بباب داره + ويطول حسبي لانتظاره
وحياة طرفك واحوزاره + وجمال صدغك فى مداره
لاحلت عمرى عن حوا + ك ولو صليت بحرناره

"হে সেই লোক যার বাড়ীর দরজায় আমি-বিশ্রাম নিয়েছি ও যার অপেক্ষায় আমার অবস্থান দীর্ঘ হয়েছিল;

তোমার দৃষ্টির উজ্জীবন ও সংরক্ষণ, তোমার গালের সৌন্দর্য ও তার পরিধি শপথ! আমার জীবন যেন তোমার আলিঙ্গন থেকে দূরে সরে না যায়, যদিও আমি তার আগুণে ছাই হয়ে যাই।"

উপরের কবিতার লাইনগুলো লিখে আবুল ফারাজ চলে গেলেন। বালকটি ফিরে এসে কবিতার লাইনগুলো পড়ে রাগ করলো এই কারণে যে পাছে কেউ কবিতাগুলো সম্পর্কে জেনে তাকে লজ্জা দেবে। বালকটি তার পিতার ভয়ে তাদের দুইজনের মধ্যকার গোপনীয়তা কঠুর ভাবে রক্ষা করতো। তবে আবুল ফারাজের প্রতি তার আকর্ষণ ও দুর্বলতার কারণে তাকে উল্লেখিত কবিতাগুলোর উত্তর দিতে বাধ্য করে। আবুল ফারাজের কবিতার নীচেই বালকটি সেই কবিতার উত্তর লিখে ফেলে। আবুল ফারাজ অতিসত্তর ফিরে এসে বালকটিকে তার পিতার বাড়িতে দেখতে পায়। তিনি তার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে একজন চাকর বেরিয়ে এসে বললো, ছোট সাহেব বলেছেন যে আপনার লিখিত কবিতা সমূহের নিম্নাংশে যে কবিতাগুলো লেখা আছে সেগুলোর উত্তর না ফেলে সাক্ষাতের সুযোগ নেই। এরপর আবুল ফারাজ পাথর কুচির উপর উঠে দেখতে ফেলেন যে, তাঁর রচিত কবিতাগুলোর নীচে বালকের এই কথাগুলো লেখা আছে, "এই কি কদার্জতা! এই দুশ্চরিত্রের জন্য তোমাকে কে সাহস জুগাইল! কেন তুমি আমার অনুগত থাকলেনা ? তবে মনে হচ্ছে যেন আমি ভুল করেছি। আমি তোমার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ভুল বুঝলে এবং তোমার অনুকরণ করায় তুমি ভুলে গেলে। আমি এটা বলতেও সাহস পাচ্ছিনা যে, তুমি এই কথাগুলো তোমার থেকে বিমুখ হওয়ার কারণেই লিখেছ। ইতি।" এইসব কথার দ্বারা আবুল

Dhaka University Institutional Repository

ফারাজ বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি নিশ্চিত ভুল করেছেন। তিনি শক্তি ও বল হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁকে ভিষণ লজ্জা ও অস্থিরতা ঘিরে ফেলেছে। বালকটির সাথে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে তিনি তার ঘরে প্রবেশ করে তার হাতে চুমু দিলে সে তাঁকে বারণ করে। আবুল ফারাজ বললেন, "হে আমার মুনিব! আমার একটি ভুল ও পদস্খলন হয়েছে, যদি আপনি ক্ষমার দৃষ্টিতে না দেখেন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা না করেন, তাহলে আমার ধ্বংস অনিবার্য।" এতে বালক আবুল ফারাজের উপর সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর আপত্তি গ্রহণ করলো।

এই ঘটনার কিছুদিন পর বালকটির পিতা গ্রেফতার হলে সে অন্যত্র পালিয়ে যায় এবং যে কোন স্থানে একটি আশ্রয় পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। পরিশেষে সে ও তার পরিবার আবুল ফারাজের নিকট আশ্রিত হয় এবং তাঁর অসতর্কতা অবস্থায় সে মোজা ও লুঙ্গিতে ঢুকে পড়ে। এতে তাঁর তিক্ততা আনন্দের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আবুল ফারাজ তার সাথে সাক্ষাত করে তার উভয় পায়ে চুমু দেওয়ায় সে হাসতে হাসতে বলে ফেলে, "ঘুমন্ত অবস্থায় আহার আসলো" হে আমার বন্ধু! প্রকৃত পক্ষে এটাতো যে নামাজ রোজা করেনা তার ভাগ্য।" প্রকৃত পক্ষে সে বালকটি খুবই সরল ও সাদাসিদে লোক ছিলো। আবুল ফারাজ ও বালকটি সে রাত্রে নতুন স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় ঘুমায়। তাঁরা কোনো মাতাল অবস্থায় ছিলেন না, এই অবস্থায় সকাল হয়ে যায়। তখন আবুল ফারাজ নিম্নোক্ত কবিতাগুলো রচনা করেন:[১৪]

بتُّ و بات الحبيب ندماني + من بعد نأيٍ و طول هجران
نشرب قفصيةَ معتّقةً + بحانة الشطّ منذ أزمانٍ
و كلما دارت الكئوس لنا + الثمني فاه ثُم غنّاني
الحمد لله لا شريك له + أطاعني الدهر بعد عصياني

[১৪] তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১১৭-১২১।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি এবং আমার বন্ধু অনুতপ্ত অবস্থায় রাত্রিযাপন করলাম, দীর্ঘদিন দূরে অবস্থানের পর;

আমরা দীর্ঘকাল উপকূলের বারে বন্ধী খাঁচায় স্বাধীনভাবে মদ্য পান করতাম;

যখন মদের পেয়ালা আমাদের দিকে আনা হতো সে তার মুখমণ্ডল আমার প্রতি উন্মুক্ত করে দিয়ে গান পরিবেশন করতো;

সব প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যাঁর কোনো অংশীদার নেই, সে বালক আমার অবাধ্য হওয়ার পর যুগ যুগ ধরে আমার অনুগত থাকলো।"

অতঃপর বালকটি তার পিতার বিষয়টি স্থির হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এক মাস যাবৎ আবুল ফারাজের নিকট অবস্থান করে তার বাড়ীতে আবার ফিরে যায়। এই বালাকটির সাথে ইস্পাহানীর খেল-তামাশার দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, তিনি বালকদের সাথে কথা বলার জন্য এবং তাদের ভালবাসা পাওয়ার জন্য প্রায় উন্মাদের মত হয়ে যেতেন। বালকদের পরস্পরের খেলা-ধুলার ন্যায় আবুল ফারাজও তাদের সাথে খেলা-ধুলায় মেতে থাকতেন। তবে আবুল ফারাজের উক্তি "সেই রাত আমরা নতুন স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় ঘুমাই"-এর কারণেই আমরা সন্দেহ শোষণ করতে পারি যে, বালকদের প্রসঙ্গে তিনি শরী'আতের সীমারেখা অতিক্রম করে যান এবং তাঁর লজ্জা খুবই কম ছিলো। এই জন্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী তাঁর পারিবারিক জীবন তাঁর রচনার কোথাও উল্লেখ করেন নাই।

মদের প্রতি আবুল ফারাজের আসক্তি:

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী যে যুগের লোক ছিলেন সে যুগের খলীফা, বাদশাহ, উযীর, আমীর, নেতৃস্থানীয় জনগণ, কবি, সাহিত্যিক সর্বস্তরের জনগণ ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় অগ্রগামী ছিলো। মদের আড্ডা থেকে শুরু করে গানের অনুষ্ঠান পর্যন্ত সর্বস্তরে একই অবস্থা বিরাজ করছিলো। তবে সরকারী ভাবে সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে খোলা যায়গায় অনুমতি না থাকায় জনগণ মদ্য পনের জন্য এমন সব গোপন স্থান নির্বাচন করতো যেখানে সরকারীভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিলো না, যেমন-গল্পকারদের ঘর, জীর্ণ স্থান, মদের দোকান ইত্যাদি। এইসব স্থানে মদ্য পানের অনুমতি ছিলো এবং এইসব স্থানে অধিকাংশ সময় এলাকার সন্যাসী ও পাদরীরা গমন করতো। নিম্নে বর্ণিত আল-ইস্পাহানী কর্তৃক রচিত কবিতা দ্বারা আমাদের কাছে তাঁর মদ্য পান বিষয়ক অদ্ভুত জীবন যাপন প্রণালী প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে যায়:[১৫]

وبكر شربنا ها علي الوردبكرة + فكانت لنا ورداً إلي ضحوة الغد
إذا قام مبيض اللباس يدير ها + تو همته يسعي بكمورد -

"খুব ভোরে আমরা গোলাপের উপর অনেক কুমারীকে পান করেছি, যারা আগামী দুপুর পর্যন্ত আমাদের গোলাপ হয়েই ছিলো;

যখন সে সাদা পোষাকে তাদের চার পাশে ঘুরতো, আমি তাকে অনেকের মাঝে ঘুরতে ধারণা করতাম।"

মদ সম্পর্কে আবুল ফারাজের রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি প্রণিধানযোগ্য:

وسلاف كالتبر أذكي من مسك + و أصفي صبغا مٰن الزعفران
و كأن اليدا لتي تحتويها + من صبيب العقايا في دبستان

"খাঁটি সোনার ন্যায় মদ এবং মিশ্‌ক আম্বরের ন্যায় পবিত্র ও স্বচ্ছ যা জাফরানের রঙ্গে রঞ্জিত;

তার উপর যে হাত বেষ্টিত তা দবেস্তানের মুক্তা ছিটানোর ন্যায় লোভনীয়।"

এসব কবিতা দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, আল ইস্পাহানী অবশ্যই যেসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যারা সে সময় মদ্য পানের প্রতি আসক্ত ছিলো।

---

১৫ তু. আল-সা'আলিবী, ইয়াতীমাত আল-দাহার, খ. ২, পৃ. ২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

ভাই-বন্ধুদের সাথে আবুল ফারাজের ভালবাসা:

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানীর মহৎ গুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের মধ্যে ছিলো ভাইদের প্রতি তাঁর সত্য ভালবাসা। তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদেরকে সদা ভাল বাসতেন এবং ভাইদের প্রতি সত্য ভালবাসা প্রদর্শন করতেন। তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর শিক্ষকদের প্রতি তিনি খুবই অনুগত ছিলেন। এইসব মহৎ গুণ দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা যায়। এমনি ধরনের একটি ঘটনা উল্লেখ করে আবুল ফারাজ বলেন যে, আবুল হাসান জাহাযার নিকট খবর এসেছে যে, কবি মুদরিক ইব্ন মুহাম্মদ আল-শায়বানী এক মজলিসে আমার উপস্থিতিতে জাহযাকে খুব খারাপভাবে স্মরণ করে এবং পরে আমার নিকট জাহযা লিখে:[১৬]

أيا فرج أجي لديك و يعتدي + عليّ فلا تحمي لذاك و تغضب
لعمرك ما انصفتني في مودتي + فكن معتباً إن الأكارم تعتب

"হে আবুল ফারাজ! তোমার নিকট সে অতিমাত্রায় আমার বদনাম করেছে এবং এক্ষেত্রে সে সীমা লংঘন করেছে, অথচ তুমি তাকে মন্দ বল নাই বা তার প্রতি রাগও হও নাই;

তোমার জীবনের শপথ আমার বন্ধুত্বের ব্যাপারে তুমি ন্যায় প্রদর্শন করোনি, সুতরাং তুমি একজন সমালোচক হও, অবশ্যই গুণী ব্যক্তিরা সমালোচিত হয়ে থাকেন।"

আবুল ফারাজ বলেন যে, তিনি এরপর তাঁর নিকট পত্রাকারে নিম্নের কবিতা রচনা করে পাঠান:[১৭]

عجبت لما بلغت عني باطلاً + و ظنّك بي فيه لعمرك أعجب
ثكلت إذاً نفسي و عزي و أسرتي + بفقدي و لا أدركت ما كنت أطلب
فكيف بمن لاحظاً لي في لقائه + وسيّان عندي و صله و التجنب
فثق بأخ أصفاك محض مودة + تشاكل منها ما بدا و المغيب

---

১৬ দ্র. আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ, খ. ১১, পৃ. ৩৯৯; ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১২২।

১৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি অবাক হয়েছি যখন তুমি আমার সম্পর্কে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ পেয়েছে। তোমার জীবনের শপথ সেক্ষেত্রে আমার প্রতি তোমার এহেন ধারণায় আমি হতবাক হয়েছি।

আমার থেকে তোমার বিচ্ছিন্নতার কারণ তখন আমার সত্তা, আমার মান সম্মান ও আমার পরিবারবর্গ অত্যন্ত শোকাতুর। ফলে আমি যা চাচ্ছিলাম তা পাচ্ছি না।

যার সাক্ষাতের মাঝে আমার কোন অংশিদারিত্ব নেই তার সাথে আমার কি ধরনের লেনদেন থাকতে পারে ? বরং আমার নিকট তার সাথে মেলামেশা ও বিচ্ছিন্নতা উভয়ই আমার জন্য সমান। সুতরাং যে বন্ধু তোমাকে সর্বান্তকরণে ভালবাসে তার উপর নির্ভর কর, যার ভালবাসা উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে সর্বদা একই রকম।"

উল্লেখিত কবিতার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, আল-ইস্পাহানী তাঁর বন্ধু ও ভাইদেরকে প্রকৃত পক্ষে ভাল বাসতেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহিত্যিক ও সমালোচক হিসাবে আবুল ফারাজের প্রতিভার স্বীকৃতি

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী একজন তীক্ষ্ম মেধা ও স্মরণশক্তি সম্পন্ন কবি, সাহিত্যিক ও সমালোচক ছিলেন। প্রশংসা, নিন্দা, কৌতুক ও অভিনব বর্ণনা ও রচনার ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। পদ্য ও গদ্য সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি অতুলনীয় মেধার স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই অধ্যায়টি নিম্নলিখিত তিনটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা যেতে পারে :

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ আবুল ফারাজের তীক্ষ্মমেধা ও স্মরণশক্তি

আবুল ফারাজ তীক্ষ্মমেধা সম্পন্ন একজন অতুলনীয় স্মরণশক্তির অধিকারী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর নির্ভরশীল স্মরণশক্তিতে স্থান পেয়েছে হাজার হাজার কবিতা, ইতিহাস, ঘটনাবলী, নিদর্শনাবলী, হাদীস, বংশলতিকা, এইসবের প্রবক্তা ও বর্ণনাকারীদের নাম। তাছাড়া তিনি ভাষাজ্ঞান, ব্যাকরণ, জীবনচরিত, যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস, পশু-পাখী সম্পর্কীয় চিকিৎসা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতিষী বিজ্ঞান, পানীয় বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর যুগের লেখক সমাজের নেতা, সাহিত্যিকদের অগ্রদূত ও গবেষকদের পথিকৃৎ হিসাবে মর্যাদা পেয়েছেন। একজন বিশিষ্ট লেখক ও ব্যাকরণবিদ হিসাবে তাঁর যুগে তিনি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন যা অন্য কোনো যুগে কারো জন্য পাওয়া যায়নি। ইয়াকূত আল-হামাবী-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, "আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী সাহিত্য-প্রিয় ছিলেন, উন্নত মানের বর্ণনাকারী ছিলেন ও গভীর অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনেক গুলো রচনা ছিলো, যার মধ্যে কিতাবুল আগানী খুবই উল্লেখযোগ্য ছিলো। এই গ্রন্থে তিনি সেসব বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটিয়েছেন যা তাঁর বিশাল জ্ঞান ও বহুমাত্রিক স্মরণশক্তির পরিচায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ছিলো।" ইয়াকূত আরো বলেন, "যুগের অধিকাংশ সাহিত্যিকের ন্যায় আবুল ফারাজ শুধু স্মরণশক্তি, সঞ্চয় ও পাঠদানের উপর তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তিনি এইসব জ্ঞানের উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করে এর উপকারিতা ও মূল্যবান বিষয়বস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে উন্নতমানের গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে কিতাবুল আগামী খুবই উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের মাধ্যমে আবুল ফারাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে তাঁর এই গৌরব অব্যাহত রয়েছে।[১]

আবুল ফারাজের প্রতিভা মূল্যায়ণ করতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী আল্লাহ্ প্রদত্ত খাঁটি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি অলংকার শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা ও বর্ণনার যাদু বাগদাদের প্রখ্যাত জ্ঞানী-গুণীদের কাছ থেকে আহরণ করেছেন। ফলে তিনি বাগদাদের গর্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস, আলংকারিক লেখক, সৃজনশীল কবি এবং সফল পুস্তক প্রণেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর এই সব প্রতিভার বিকাশ তাঁর বিখ্যাত ও মূল্যবান গ্রন্থ আল-আগানীর মাধ্যমে ঘটেছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্যিক আসনে তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। এই গ্রন্থে তাঁর পরিচালিত চমৎকার রচনাশৈলীর মাধ্যমে তিনি আব্বাসীয় ইসলামী সোনালী যুগের সামাজিক জীবন ও উন্নত সভ্যতার চিত্র অংকন করেছেন। এই হিসাবে তাঁর আল-আগানী গ্রন্থটি সব লেখক, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদের জন্য হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে একটি মিষ্টি পানির ঝরণা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে-যাকে অর্জন করার জন্য সর্ব যুগের রাজা, বাদশাহ, আমীর ও উযীরগণ প্রতিযোগীতায় অবতরণ করেছিলো। তাই কিতাবুল আগানীর শুধু একটি কপি সংগ্রহের জন্য স্পেনের খলীফা আল-হাকাম ইব্ন আল-নাসির খাঁটি সোনার এক হাজার মুদ্রা প্রদান

---

১ তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১০১।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন।[২] মূলতঃ খলীফা আল-হাকাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, জ্ঞানীদেরকে তিনি সম্মান করতেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক সংগ্রহকারী ছিলেন, যা তাঁর পূর্বে কোনো বাদশাহ করতে পারেননি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের জন্য চার লক্ষ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন যার প্রত্যেকটি খণ্ড দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ছিলো। সুতরাং আবুল ফারাজ রচিত কিতাবুল আগানী শুধু তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর জন্য নয় বরং তা শেষ উমায়্যাহ ও আব্বাসীয় যুগের ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসের উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকবে।[৩] বর্তমান যুগে আল-আগানী গ্রন্থটি আরবদের বার্তা, কবিতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, উদাহরণ উপমা ও ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে রচিত বিশ্বের একমাত্র উৎসগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রত্যেক জ্ঞানী ও সাহিত্যিক উপকৃত হচ্ছে।

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী গবেষণা ক্ষেত্রেও তীক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর অনুসন্ধান ও সুক্ষ্ম জ্ঞান খুবই নির্ভরযোগ্য ছিলো। তিনি বর্ণনাকারীদের সনদের উপর শুধু নির্ভর করতেন, তিনি তাদের সমালোচনা করতেন এবং তাদের বর্ণনার বিচ্যুতিগুলোর কারণ সমূহ উল্লেখ করতেন। এর পর তিনি নিজের মতামত উল্লেখ করতেন। তিনি ইব্ন খুরদাযবিহ্ ও ইব্ন আল-কালবীর সমালোচনায় সিদ্ধ হস্ত ছিলেন।[৪] তবে সমালোচনা করার সময় তিনি কারো পক্ষপাতিত্ব করতেন না বা শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে মতামত দিতেন না, বরং তিনি যেটা সঠিক তার অন্বেষণ করতেন। যখন তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপণিত হতে পারতেন তখন তিনি তা অধিক আনন্দের সাথে গ্রহণ করতেন। আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী পদ্য ও গদ্যে সমান যোগ্যতা রাখতেন। নিম্নে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক যোগ্যতা বর্ণনা করা হলো :

---

২ তু. আল-মুকরী, নাফহুত-তীব (ইউরোপিয়ান প্রকাশনী, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ২৫ ও খ. ২, পৃ. ৪৯; মুহাম্মদ কুরদ আলী, কুনূযুল আজদাদ পৃ. ১৬০, তাসদীর আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ১৮; ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান, খ. ২, পৃ. ৩২৬।

৩ তু. হান্না আল-ফাখূরী, তারিখ আল-আদব আল-আরবী, পৃ. ৭৪৭; আরবী ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১, পৃ. ৩৮৮।

৪ তু. জুরজী যায়দান, তারিখ আদাব আল-লুগাত আল-'আরাবিয়্যাহ্ খ. ২, পৃ. ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

ক. গল্পকার হিসাবে আবুল ফারাজের দক্ষতা মূল্যায়ণ :

আমরা জানি যে, আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী তাঁর রচিত কিতাবুল আগানী দ্বারা বিশ্ব বরেণ্য সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এই গ্রন্থটি তাঁর একক সংকলন। এটা তাঁর অমর অবদান। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য গদ্যে ও পদ্যে বিভক্ত। আর একজন সাহিত্যিক পদ্য ও গদ্য রচনার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করে থাকেন। আবুল ফারাজ আল-স্পাহানীও একজন গদ্যকার ছিলেন। তিনি একজন সফল বর্ণনাকারী, গল্পকার, ইতিহাসবিদও ছিলেন। গদ্য সাহিত্যে তাঁর সর্ব প্রথম যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় তা হলো তাঁর রচিত মুকাতিল আল-তালিবীন (আবু তালিব বংশের যোদ্ধারা)। গ্রন্থটি আবুল ফারাজ তাঁর ২৯ বছর বয়সের সময় রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে আবুল ফারাজ "বিবাহ অনুষ্ঠানে একজন বেদুইন" শীর্ষক গল্পে তাঁর লেখার যথার্থ যোগ্যতার সাক্ষর রেখেছেন। গল্পটিতে তিনি একজন বেদুইনের উন্নত সামাজিক অবস্থা, আহার বিহার, মাদকতা গানের যন্ত্রপাতির বর্ণনা দিয়েছেন। এই গল্পে বেদুইনের ভাষার বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে। এই সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য হলো যথাস্থানে শব্দের ব্যবহার। মূল অর্থে শব্দ সমূহের ব্যবহার এবং বিশেষ গুণাবলীর ব্যবহার দ্বারা গল্পের বর্ণনার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে বেদুইনের কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, আবুল ফারাজ বলেন, তিনি হাসান ইব্ন আলী আল-খাফ্যাফ এর মাধ্যমে সংবাদ পেয়েছেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন কাসিমের মাধ্যমে তিনি কুছুম ইব্ন জা'ফর ইব্ন সুলায়মানের বংশধর ফযল ইব্ন আব্বাস আল-হাশিমী থেকে তিনি তাঁর পিতা আব্বাস থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, নাহিদ ইব্ন ছাওমা আল-কিলাবী তার দাদা কুছুমের সেবক হওয়ায় তার প্রশংসা করতো এবং দাদা ও অন্যান্য লোকদের সাথে তার সু-সম্পর্ক ছিলো। লোকটি একজন অভদ্র গ্রাম্য বেদুইন ছিলো, যেন সে একজন জঙ্গলের অধিবাসী। তবে সে কথায় পণ্ডিত ছিলো। একদিন সে আমার দাদার নিকট একটি ঘটনা বর্ণনা করলো যে, তারা একদা সিরিয়া দেশের

Dhaka University Institutional Repository

দিকে চারণভূমির সন্ধানে বের হলো। তখন তাবা আলেপ্পো নামক স্থানে বসবাসরত খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা) এর বংশধর এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলো। তখন থেকে সে আলেপ্পোর আশ-পাশের এলাকায় অবস্থান করতে থাকলো। বন্ধুটি তার মঙ্গল কামনাকারী হওয়ায় সে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বললো যে, সে বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-হিলাল নামক গ্রামের পাশ দিয়ে গমন করা অবস্থায় বাড়ী-ঘরের লোকদের অবস্থা শোচনীয় দেখতে পেলো। সেখানে অনেক লোকের আনা-গোনা ছিলো, যাদের পরনে আনন্দ উৎসবের রং বিরঙ্গের পোষাক ছিলো। তাই সে মনে মনে ভাবলো দিনটি হয়তো কোনো উৎসরের অথবা কোরবাণীর ঈদের দিন। তবে সে হঠাৎ মনে মনে ভাবলো যে দুই ঈদের দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সে সফরে বের হয়েছে, তাই এটা আবার কোন ঈদের দিন। এই অপেক্ষামান অবস্থায় হঠাৎ এক লোক তার নিকট এসে উপস্থিত হয়ে তার হাত ধরে তাকে এক বিরাট বাড়ীতে নিয়ে গেলো। তারপর বাড়ীর ভেতরে একটি ঘরের কক্ষে নিয়ে গেল। ঘরের বিছানায় গালিচা দিয়ে সাজানো ছিলো। সেখানে একজন যুবক লোক উপস্থিত ছিলো যার উভয় কাঁধ থেকেও তার উপরের ভাগের চুলগুলো ঝুল ছিলো। সে সময় অনেক লোক তার চার পার্শ্বে নীরব অবস্থায় অবস্থান করছিলো। বর্ণনা কারী বললেন যে, তিনি মনে মনে ভাবলেন সেই সম্ভ্রান্ত লোকটি হয়তো একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হবেন। তাই তিনি তাকে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। হঠাৎ এক লোক তাঁর হাত ধরে টেনে বললো, বসে যাও, লোকটি কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নয়। বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে তিনি কে ? লোকটি উত্তরে বললো যে, নব বিবাহিত বর। বর্ণনাকারী আবার আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন যে, বসরার গ্রামে অনেক বর দেখা যায় যারা আর্থিক দিক থেকে সচ্চল, তা সত্ত্বেও এমন কোথাও দেখা যায়না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো হালকা ও ভারী বোঝাগুলো পুরুষগণ টেনে ও স্বাভাবিক ভাবে নিয়ে যাচ্ছে।[৫]

---

৫ তু. আবুল ফারাজ, কিতাবুল আগানী, খ. ১২, পৃ. ৩৩-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর উল্লেখিত বোঝাগুলো তাঁদের সামনে রাখা হলো। এরপর উপস্থিত জনগণ গোল হয়ে বসে পড়লো। এরপর তাঁদের সামনে সাদা বর্ণের টুকরো টুকরো কাপন এনে রাখা হলো। বর্ণনাকারী সেগুলোকে ইয়ামানের তৈরী কাপড় মনে করে ছিলেন, যার তানা ও বানা কোনোটাই সু-স্পষ্ট ছিলোনা। লোকজন যখন কাপড়গুলোকে তাদের সামনে বিছালেন তখন সেগুলো ফেটে টুকরো টুকরো হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি তা দেখে অবাক হলেন। মূলতঃ সে কাপড়গুলো তাদের ভাষা অনুযায়ী এক ধরণের রুটি যা তাঁদের জানা ছিলো না। এরপর তাঁদের সামনে মিষ্টি, টক, গরম ও ঠাণ্ডা সব ধরণের খাওয়ার আনা হয়ে ছিলো। রাবী বলেন যে, তিনি প্রচুর পরিমাণে সেগুলো দিয়ে আহার করেন। তবে পরিণামে বেশী খেলে যে, পেটের পীড়া হবে সে বিষয়ে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। এরপর তাঁদের সামনে গামলাভরে লাল বর্ণের পানীয়বস্তু আনা হয়। পানীয় বস্তুগুলো পাছে ক্ষতি করতে পারে সে ভয়ে তিনি পিপাসা নেই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। রাবী বলেন, তাঁর পাশেই উপবিষ্ট এক বেদুইন তাঁকে লক্ষ্য করে বললো যে, লোকটি তুমি অনেক খেয়েছ। এরপর পানীয় বস্তু খেলে তোমার পেট আরো ভারী হবে। একথা শুনে তাঁর মনে হলো তাঁর পিতা-মাতা ও মুরব্বীদের কথা যারা বলতেন, "যতদিন সুদৃঢ় ও সুস্থ্য থাকবে ততদিন তুমিও হবে শক্তিশালী।" মতবিরোধ দেখে তিনি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ঐ পানীয়বস্তু গ্রহণ করলেন। এ সময় হঠাৎ তাঁদের মাঝে চারজন দুরাচার শয়তান এসে উপস্থিত হলো। তাদের একজনের কাঁছে পারস্যদেশীয় শিহরণ ছিলো যার উভয় দিক রঙ্গিন ও মাঝের অংশ পাতলা সুতার দ্বারা বিশ্রীভাবে জড়ানো ছিলো। তাদের, দ্বিতীয় জন তার হাতা থেকে কালো হাত বের করে আত্ম প্রকাশ করলো এবং তা তার মুখে রেখে এমন আওয়াজ করলো যা ইতিপূর্বে কখনো শুনা যায়নি। এর দ্বারা তাদের কাজ সম্পন্ন করলো। লোকটি তারপর তার আঙ্গুলগুলো কয়েকটি পাথরের উপর নাড়াছাড়া করলো। এর দ্বারা সে নতুন ধরনের আওয়াজ শুনালো যা পূর্বের ন্যায় ছিলোনা। তার আঙ্গুলগুলো

Dhaka University Institutional Repository

হিলানের মাধ্যমে তা থেকে পরস্পর সঙ্গীত পূর্ণ মানান সই এক অদ্ভুৎ শব্দ আবিষ্কার করলো যা যেন অদৃশ্য থেকে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত। এর পর তৃতীয় ব্যক্তি আত্ম প্রকাশ করলো। সে অপরিষ্কার জামা-কাপড় পরিহিত ছিলো। তার সাথে দুটো আয়না ছিলো। একটা অপরটার উপর রেখে সে হাতের সাহায্যে ওগুলোর দ্বারা তালি বাজাচ্ছিলো। তার তালির শব্দ পূর্ববর্তী দুইজনের শব্দের ন্যায় হয়ে গেলো। তারপর চতুর্থ ব্যক্তি ধরা দিলো যার গায়ে সুরক্ষিত জামা ও পরনে পায়জামা ছিলো। পায়ে দুটো মৌজা ছিলো যার কোনোটার তলা ছিলোনা। সে লাফাতে লাগলো, যেন সে বিচ্ছুর উপর চড়াও অবস্থা ছিলো, তারপর মাটির সাথে জড়িয়ে যাচ্ছিলো। রাবী বলেন, "আমি ভাবলাম, মহান আল্লাহ্ হয়তো এতো মাতাল সৃষ্টি করেছে, সেও তাই হবে।" লোকটি তারপর সে স্থানে এমন অবস্থায় ছিলো যে, সে যেন একজন খুবই ইর্ষিত ব্যক্তি। মানুষকে দেখা গেলো যে তার প্রতি তারা দিরহাম নিক্ষেপ করে তাকে ধিক্কার দিচ্ছিলো। অতঃপর আমাদের নিকট নারীদেরকে পাঠিয়ে তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমাদের সামনে একজন অতি সুন্দরী গায়িকা উপস্থিত হলো। সে পান ও নাচ সরবরাহ করে আমাদেরকে আনন্দিত করলো। বর্ণনাকারী বললেন যে, তাতে তাঁর পিতা হাসতে হাসতে পড়ে গেলেন এবং স্বয়ং নাহিদ ও পিতার হাসিতে অবাক হলেন।[৬]

খ. ঐতিহাসিক হিসাবে আবুল ফারাজ :

প্রকৃত ঐতিহাসিক সে ব্যক্তি হতে পারেন না, যিনি শুধু ঘটনার বিবরণ ও সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন। বরং প্রকৃত ঐতিহাসিক হচ্ছেন সে ব্যক্তি যিনি লোকদের কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাগুলো এমন সুন্দর ভাষা ও বিষয়বস্তু দ্বারা রচনা করেন যার দ্বারা ইতিহাসের আরো বিস্তৃতি ঘটে। আর এই কাজটি করেছে আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী। প্রমাণ হিসাবে আমরা এখানে ঈসা ইব্ন যায়দ ইব্ন আলী

---

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

নাম জনৈক ছাত্রের কিছু টুকরো খবর, তার সামাজিক অবস্থান ও জীবনের কঠোর দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করতে প্রয়াস পাবো যা আবুল ফারাজ তাঁর কঠোর জীবন যাপনের চিত্র ধৈর্যের সাথে অংকন করেছেন :

403514

আবুল ফারাজ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নিকট আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সা'ঈদ আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যা তিনি মুখস্ত করে ফেলেন। তবে ঘটনাটি হুবহু শব্দে লেখা যায়নি, ফলে তা কমবেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ঘটনাটির বিষয়বস্তু একই। আবুল ফারাজ বলেন যে, তাঁর নিকট মুহাম্মদ ইব্ন আল-মানসূর আল-মুরাদী বর্ণনা করে বলেন যে, ইয়াহ্য়া ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন যায়দ তাঁর পিতাকে বলেন, হে পিতা, আমার চাচা ঈসা ইব্ন যায়দকে দেখার আমার আগ্রহ জন্মেছে। কেননা তিনি আমার ন্যায় তাঁর সমকক্ষ কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেন। তাই আমার পিতা আমাকে এই সাক্ষাৎ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিরত রাখলেন এবং বললেন এই সাক্ষাৎ তাঁর জন্য খুবই কষ্টকর হবে। আর তোমার সাথে সাক্ষাৎ-এর ভয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তুমি তাকে বিরক্ত করা থেকে দূরে থাক। অতঃপর আমি আমার পিতার সাথে নরম ও ভদ্র ব্যবহার করতে থাকলাম। এক পর্যায়ে তাঁর মন আমার জন্য দুর্বল হয়ে গেলো। তিনি আমাকে কূফা গমনের সব ব্যবস্থা করে দিলেন এবং উপদেশ দিয়ে আমাকে বললেন, যখন তুমি সেখানে যাবে তখন বংশীয় কোনো গোত্রের আবাসস্থল সম্পর্কে জানতে চাইবে। সংবাদ পাওয়ার পর তুমি অমুক গলীতে যাবে, সেখানে গলির মাঝে একটি বাড়ী দেখতে পাবে যার এই ধরনের পটক রয়েছে। সেই বাড়ীটির পরিচয় জেনে সেখান থেকে একটু দূরে গলির প্রথমাংশে গিয়ে তুমি অবস্থান নেবে। সেখানে অতিসত্তর মাগরিবের সময় তোমার নিকট মধ্যবয়সী এক দীর্ঘাকৃতির সুদর্শন যুবক দেখা করবেন যাঁর কপালে সেজদার চিহ্ন রয়েছে। তাঁর পরনে থাকবে পশমের একটি জুব্বা। তিনি উটের উপর পানি বহন করে নিয়ে আসবেন। প্রতি কদমে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কদমে তিনি মহান আল্লাহর যিকির করতে থাকবেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকবে। তাঁকে তুমি দাঁড়িয়ে সালাম করবে, তাঁর সাথে গলাগলি বা মুআনাকা করবে। তিনি তোমাকে দেখে জঙ্গলী প্রাণীর ন্যায় ভীত হবেন। তাই তুমি তাঁকে তোমার পরিচয় দেবে, বংশ তালিকা বর্ণনা করবে। তাতে তিনি শান্তচিত্তে তোমার সাথে কথাবার্তা বলবেন এবং আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং নিজের সম্পর্কে সংবাদ দেবেন তাতে তিনি তোমার অবস্থানে বিচলিত হবেন না বা অধিক কথাও বলবেননা। তারপর তুমি তাঁর নিকট থেকে বিদায় নেবে। কেননা এইজন্য তিনি পুনরায় তোমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করবেন। অতএব তিনি তোমাকে যা আদেশ করবেন তুমি তা পালন করবে। কেননা তুমি যদি তাঁর নিকট আবার ফিরে যাও তিনি আর তোমার থেকে দূরে থাকবেন না বা স্থানও পরিবর্তন করবেন না। কারণ তখন তাঁর জন্য সেটা অনেক কষ্টকর হবে। আমি বললাম পিতা! আপনি যা আদেশ করলেন আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। এরপর তিনি আমাকে কূফা যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমি বের হয়ে পড়লাম। যখন আমি কূফায় অবতরণ করলাম তখন আমি আসরের সালাত শেষ করে বনী হায়্য গোত্রের গলির দিকে রওনা হলাম। তারপর আমি বনীহায়্য গোত্রের গলির বাইরে বসে পড়ি। আমার পিতা যে পর্টকটির বর্ণনা আমাকে দিয়েছিলেন তা সাক্ষাত করতে পেরেছি। যখন সূর্য অস্তমিত হয় আমি দেখতে পেলাম যে তিনি (আমার চাচা) উট চালিয়ে আসছেন, আর তাঁর বর্ণনা যেমন আমার পিতা করেছেন সেই রকমই। তিনি প্রতি কদমে আল্লাহকে স্মরণ করছেন, আর তাঁর দুচোখ অশ্রুসিক্ত ছিলো এবং তিনি কখনো কখনো কাঁদছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে গলাগলি করলাম। তিনি আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন যেমনটি ভয় পেয়ে থাকে মানুষকে দেখে একটি প্রাণী। তারপর আমি বললাম হে চাচা! আমি আপনার ভাতিজা ইয়াহয়া ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন যায়দ। তারপর তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কাঁদলেন। তারপর তিনি আমাকে তাঁর উটের পিঠে বসালেন। তিনি আমাকে তাঁর পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository

সকল পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের সম্পর্কে একে একে জিজ্ঞাসা করলেন, আর আমি তাঁর নিকট ব্যাখ্যা দিতে থাকলাম। এই সময় তিনি অনবরত কাঁদছিলেন। তারপর তিনি বললেন, হে বৎস! আমি এই উটে পানি বহন করে থাকি। পানি বহন করে আমি যে পারিশ্রমিক পাই, তা থেকে উটের মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদান করার পর অবশিষ্টাংশ দিয়ে আমি আহারের সামগ্রী খরিদ করি। কখনো কখনো আমার কাঁদের ব্যথা আমার পানি বহন করার শক্তি খর্ব করে নেয়। এইজন্য আমি কূফা শহরের দিকে গিয়ে লোকজন যে সব তরকারী ফেলে রেখে যায় তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। ইয়াহ্য়া ইব্ন আল-হোসায়ন বলেন, "আমি এই লোকটির মেয়ে বিবাহ করি। লোকটি তখনও আমার পরিচয় জানেন না। আমার একজন কন্যা সন্তানের জন্ম হয় যাকে আমি ভালভাবে লালন পালন করার পর যৌবন প্রাপ্ত হয়। কন্যাটিও আমি কে তা জানেনা। একদিন কন্যার মা আমাকে বলে, "অমুক ভিস্তিওয়ালার ছেলের সাথে তোমার মেয়েটিকে বিবাহ দাও, লোকটি আমাদের প্রতিবেশী, যিনি পানি পান করিয়ে থাকেন। তাঁর অবস্থা আমাদের তুলনায় কিছুটা স্বচ্ছল। বিবাহের প্রস্তাবও দেওয়া হলো এবং আমার উপর চাপও সৃষ্টি করা হলো। তবে আমি বলতে পারলাম না যে এই সম্বন্ধ বৈধ নয় এবং মেয়েটির ছেলের সমকক্ষ নয়। আমার খবরটি প্রকাশ পেয়ে গেলো। আমার স্ত্রী আমার উপর এ ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। আমি সব সময় তার বাসনা থেকে দূরে সরে থাকতাম। কিছুদিন পর আমার স্ত্রী মৃত্যু বরণ করে। তারপর আমার চাচা আমাকে ফিরে যাওয়ার জন্য সপথ দিলেন এবং তিনি আমাকে বিদায় দিলেন।[৭]

গ. বংশ তালিকা বিশারদ হিসাবে আবুল ফারাজঃ

আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী একজন বংশ তালিকা বিশারদ ছিলেন। তিনি তেমনি ভাবে একজন গল্পকার ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। এ সম্পর্কে ইয়াকূত আল-রুমী বলেন, "তিনি ছিলেন একজন মহা

---

[৭] দ্র. আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, মাকাতিল আল-তালিবীন, পৃ. ৪০৮-৪১০।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিত বা আল্লামা, ইতিহাস বিশেষজ্ঞ এবং ব্যাপক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি।" আবুল ফারাজ আরবদের বংশ নামার উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন তিনি বনীআবদ শামস, বনী শায়বান, বনী মুহাল্লাব, বনী তাগলিব, বনী কিলাব গোত্রের বংশ তালিকার উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে তাকে বংশ তালিকা বিশারদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সমালোচক হিসাবে আবুল ফারাজ

আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী শুধু একজন লেখকই ছিলেন না, তিনি আরবী সাহিত্যের একজন উন্নতমানের সমালোচকও ছিলেন। সাহিত্য সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ও নির্ভরযোগ্য মতামত রয়েছে। তাঁর এই নির্ভরযোগ্য মতামতের ভিত্তি হলো তাঁর গভীর দৃষ্টিভঙ্গি অথবা শৈল্পিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা। এই সব মতামত তাঁর গভীর জ্ঞান, তাঁর মেধাবী হওয়া এবং অতি বুদ্ধিমান হওয়ার পরিচায়ক হিসাবে প্রমাণ বহন করে থাকে। ফলে তাঁকে আরবী সাহিত্যের একজন নেতৃস্থানীয় সমালোচক হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। এই পর্যায়ে আহমদ আমীন বেগ বলেন, "তারপর সাহিত্য জগতে আবুল ফারাজ আল-স্পাহানীর আগমন ঘটে। তাঁর জ্ঞানের আধিক্যের সাহায্যে তিনি কবির দেশ ও গুণাগুণ বলে দিতে পারতেন। তাঁর জ্ঞানের এই আধিক্যতাই তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের ও সুক্ষ্ম রুচি বোধের পরিচয় বহন করে থাকে।"[৮] অপরদিকে আবুল ফারাজ ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসবিদ ইব্ন আল-কালবী, ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদ ইব্ন খুবদাযবিহ্ এবং আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত কবি আবুল আতাহিয়্যাহ্-এর কঠোর সমালোচক ছিলেন। তাই তিনি তাঁর কিতাবুল আগানী গ্রন্থে এইসব কবি, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদদের প্রচুর পর্যালোচনা স্থান দিয়েছেন। এই পর্যায়ে আবুল ফারাজ তাঁর সমালোচনার ক্ষেত্রে যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এবং যার দ্বারা

---

[৮] দ্র. আহমদ আমীন, আল-নকদ আল-আদাবী, খ. ২, পৃ. ৪৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সাহিত্যিক গুণাবলী ও মান-মর্যাদা স্পষ্ট হয়েছে তা উল্লেখ করতে আমরা প্রয়াস পাবো। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হবে যে, আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী একজন অনন্য সাহিত্যিক, অতুলনীয় যোগ্যতার অধিকারী এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় সমালোচক ছিলেন। শব্দ, অর্থ ও বিষয়বস্তু চয়নে তিনি পৃথিবীতে একক যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। নিম্নে তাঁর সাহিত্যিক সমালোচনার উল্লেখযোগ্য কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো:

১. **ইব্ন আল-কালবীর বর্ণনা সম্পর্কে তাঁর অভিমত:** ইব্ন আল-কালবী তিনি দুরায়দ ইব্ন আল-সিম্মা থেকে যে বর্ণনা করেন এবং তার উপর যে অভিমত প্রদর্শন করেন আবুল ফারাজ দ্যার্থহীন ভাবে ঘোষণা করেন যে উক্ত বর্ণনা সাজানো ও বানানো। তাই আবুল ফারাজ বলেন, "এই সব ঘটনা ও কবিতা যা আমি আমার কিতাবুল আগানীতে ইব্ন আল-কালবী থেকে উল্লেখ করেছি তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও সৃজিত। আমি আমার সব বর্ণনায় দুরায়দ ইব্ন আল-সিম্মার দীওয়ানে কোন একটি বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে পাইনি। অধিকন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, দুরায়দ রচিত সেই কবিতাটি যাতে তিনি গর্ব করে বলে ছিলেন যে, হারিছ গোত্রের উপর তিনি সফলতা লাভ করেছেন এবং সেই গোত্রের রচিত কবিতাগুলো তিনি আয়ত্তে এনেছেন, তা সম্পূর্ণ ইব্ন কালবীর মনগড়া অভিমত ছিলো।[৯]

২. **ইব্ন খুরদাযবিহ্-এর সমালোচনায় আবুল ফারাজ:** আলী ইব্ন খুরদাযবিহ্ গান সম্পর্কে 'উমর ইব্ন আল-খাত্তাবের সংশ্লিষ্টতার বক্তব্যটি আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী সমালোচনা করে বলেন, "গানের সাথে খলীফা 'উমর (রা)-এর সম্পর্কের কোনো ভিত্তি নেই। মূলতঃ ইব্ন খুরদাযবিহ্ যা বর্ণনা করেছেন তার কোনো সত্যতা নেই। বরং এর অধিকাংশ বর্ণনা স্বয়ং ইব্ন

---

৯ তু. আবুল ফারাজ, কিতাবুল আগানী, খ. ১০, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

খুরদাযবিহ্-এর নিজস্ব। ইব্ন খুরদাযবিহ্ নিম্নের কবিতা চরণটির একাংশ উমর (রা)-এর রচিত বলে উল্লেখ করেন:

كأن راكبها غصن بمروحة

"তার আরোহী যেনো একটি পাখার ডাল স্বরূপ।" এরপর ইব্ন খুরদাযবিহ্ ধারাবাহিকভাবে সব খলীফার কথা উল্লেখ করেছেন যাতে একথা স্পষ্ট হচ্ছিল যে তাঁর ধারণা মতে খিলাফত একটি উত্তারিধীকারী সম্পদ অথবা ইমামতের একটি মূল স্তম্ভ যা বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হওয়ার নয়। পরিণামে তিনি অন্ধ কবিদের ন্যায় রাতের অন্ধকারে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে থাকেন। যা সত্য-মিথ্যা বলার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আর 'উমর (রা.)-এর বিষয়টি কারো থেকে বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি তথা কবিতা চরণটি দ্বারা শুধু উদাহরণ দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিলো। 'উমর (রা) উটের পিটে আরোহণ করে সোজা হয়ে বসে ছিলেন। এর দ্বারা তিনি গান করেছেন বুঝানো হয়নি। কারণ সেই যুগে আরবদের মাঝে গানের প্রচলন ছিলো না। তবে আরবেরা উট চালানোর গান "হোদী" এবং বপনের গান "নসব" ব্যবহার করতো যার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি গানের মতোই শুনাতো।[১০]

অনুরূপভাবে আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী উল্লেখিত আলী ইব্ন খুরদাযবিহ্ এর মা'বাদ সম্পর্কিত বর্ণনাটিরও প্রচুর সমালোচনা করেছেন। আবুল ফারাজ উল্লেখ করেন যে, ইব্ন খুরদাযবিহ্ বলেন যে, মা'বাদ উমায়্যাহ্ বংশের প্রথম খলীফার যুগে গান চর্চা করেছিলেন এবং পরে তিনি আব্বাসীয় খলীফাদের যুগও পেয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে তাঁর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে যায়। এর পূর্বে তিনি যে গান গাইতেন তাতে শ্রোতাগণ তাঁর

---

[১০] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

গানে হাঁসি ঠাট্টা করতো এবং আনন্দ উপভোগ করতো। তবে ইব্‌ন খুরদাযবিহ্‌ তাঁর বর্ণনার ও লেখার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার প্রমাণ রাখতে পারেননি। প্রকৃত পক্ষে মা'বাদ উমায়াহ্‌ খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ-এর খিলাফত কালে দামেশ্‌কে তাঁর নিকট থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়েছে বলে কেউ বলে থাকতে পারে। তবে আব্বাসীয় বংশের যুগ তিনি পেয়েছেন বলে যে বর্ণনাটি ইব্‌ন খুরদাযবিহ্‌ করেছেন সেটা শুধু তাঁর নিজস্বই। অন্য কেউ আর বর্ণনা করেননি। তাই বলা যেতে পারে যে ইব্‌ন খুরদাযবিহ্‌-এর বর্ণনাটি নিচক ধারণার উপর ভিত্তি করে ছিলো। আবুল ফারাজ প্রমাণ হিসাবে ইব্‌ন কাতান-এর ক্রীত দাস গায়ক কুরদাম ইব্‌ন মা'বাদ-এর বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন, কুরদাম নিজেই বলেন যে, তাঁর পিতা মা'বাদ আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন ইয়াযীদ-এর সামরিক বাহিনীতে থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করেন এবং তখন তিনি তাঁর কাছেই ছিলেন। যখন তাঁর মরদেহ ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের দাসী সালামাতুল কুস্য-এর পাশ দিয়ে নেওয়া হচ্ছিল তখন সে সিংহাসনের খুঁটি ধরে কাঁদছিলো, আর জনগণ মরদেহের প্রতি না তাকিয়ে দাঁসীটির ক্রন্দন দেখছিলো।[১১]

৩. **আবুল আতাহিয়্যাহ্‌-এর কবিতার সমালোচনায় আবুল ফারাজঃ** আবুল ফারাজের অভিমত হলো যে, আবুল 'আতাহিয়্যাহ্‌ তাঁর কাব্যের সব বিষয়বস্তু দার্শনিকদের বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। উক্ত দার্শনিকগণ বাদশাহ আলেকজাণ্ডারের কফিনের নিকট উপস্থিত হয়ে যখন, দেখলেন যে, আলেকজাণ্ডারের মৃতদেহ দাফনের জন্য কফিন থেকে বের করা হয়, তখন তাঁদের কেউ কেউ বলে ফেললেন যে, আজকের তুলনায় জাহাপনার প্রতি গতকাল বেশী ভক্তি ছিলো, আর গতকালের

---

[১১] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় আজ তিনি কেন যেন অধিক উপদেশকারী। অপর একজন দার্শনিক বলেন, রাজ্যের গতি তাঁর সামনে স্থির হয়ে গিয়েছে। আর আজ আমরা তাঁর নিরব বিদায়ে অস্থির আছি। এই দুইটি বিষয়বস্তু আবুল 'আতাহিয়্যাহ্ তাঁর নিম্নের কবিতায় তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য যে, আবুল 'আতাহিয়্যাহ্ স্বয়ং আলী ইব্ন ছাবিত-এর কাছে উপস্থিত হন। তিনি আলেকজাণ্ডারের অনেক অনুগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দীর্ঘ সময় সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রচুর ক্রন্দন করেন। তারপর আবুল 'আতাহিয়্যাহ্ এই কবিতা রচনা করেন:[১২]

يا شريكي في الخير قربك الله + فنعم الشريك في الخير كنتا
قد لعمرى حكيت لي غصص المو + ت فحركتني لها وسكنتا

"ওহে আমার বন্ধু! তুমি ভাল কাজে আমার সঙ্গী ছিলে, মহান আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর সান্নিধ্যে গ্রহণ করুন, তুমি ভাল কাজে আমার অত্যন্ত সুন্দর বন্ধু ছিলে,

আমার জীবনের শপথ! তুমি আমাকে মৃত্যুর যন্ত্রণা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছ এবং মৃত্যুর সম্পর্কে আমাকে নাড়া দিয়ে তুমি নিজেই শান্ত হয়ে গিয়েছ।"

অত:পর আলেকজাণ্ডারকে যখন কবরে শায়িত করা হয় তখন আবুল আতাহিয়্যাহ্ দীর্ঘ সময় উষ্ণ ক্রন্দন করেন এবং নিম্নের কবিতা গুলো বার বার আবৃত্তি করেন:[১৩]

الأمن لي بأنك يا أخيًّا + ومن لي أ أبتك ما لديًّا
طوتك خطوب دهرك بعد نشر + كذلك خطوبه نشرًا وطيًّا
فلو نشرت قواك لي المنايا + لشكوت إليك ما صنعت إليًّا
بكيتك يا على بدمع عينى + فما أغنى البكاء عليك شيئا
وكانت في حياتك لي عظات + وأنت اليوم أوعظ منك حيًّا

---

[১২] প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৩-৪৪।
[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

"হে বন্ধু! তুমি অবশ্যই আমার জন্য নিরাপদ আশ্রয়। তোমাকে ত্যাগ করলে আমার কাছে আর কে থাকতে পারে ?

তোমার যুগের দুর্বিপাক বিস্তার লাভের পর তোমাকে অতিক্রম করেছে। এইভাবে আরো অনেক দুর্বিপাক তোমার উপর বিস্তার লাভ করে অতিক্রান্ত হয়েছে;

তোমার শক্তি আমার জন্য যদি মৃত্যুকে প্রসারিত করতো তাহলে অবশ্যই আমি তোমার যা অবদান রয়েছে তা অভিযোগ আকারে পেশ করতাম;

আমার দুই চোখ দিয়ে, হে আলী! তোমার ক্রন্দনে আমি অশ্রু প্রবাহিত করেছি। তোমার প্রতি আমার ক্রন্দন কোনো লাভ হয়নি;

তোমার জীবদ্দশায় আমার প্রতি তোমার অনেক উপদেশ ছিলো, আর আজ তুমি তোমার জীবিত থাকার চেয়েও বেশী উপদেশ কারী"।

৪. **আল-আহ্ওয়াসের কবিতার সমালোচনায় আবুল ফারাজঃ** আবুল ফারাজ আল-আহওয়াসের কবিতার দোষ-গুণের সমালোচনা করে নিম্নের কবিতাটি রচনাকরেন:

أقبح به من ولد وأشقح + مثل جريّ الكلب لم يفقح
أن يرى سوء لم يقم فينبح + بالباب عند خلقه المستقبح

যুবায়র বলেন, দুই জন পুরুষ ব্যতীত আল-আহওয়াসের কোনো সন্তান অবশিষ্ট ছিলো না। আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী বলেন, "যদি আল-আহওয়াস আমাকে গাল-মন্দ দিতো, তাহলে সে নিজকে ভদ্র স্বভাবের অনেক নীচে নামিয়ে দিতো। তিনি কোমল স্বভাবের ও সহজ ভাষী ছিলেন। তিনি হেজাজ বাসী ও বর্ণনাকারীদের অনেকের চাইতে সঠিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর কবিতা দীপ্তমান ছিলো এবং তাঁর কবিতার ভূমিকা পরিষ্কার ছিলো এবং রুচিসম্মত ছিলো। তাঁর কবিতার শব্দ গুলো চিত্তাকর্ষক ছিলো যা অন্যদের কবিতায় পাওয়া যেতো না। তিনি কম ধার্মীক ছিলেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

বরং এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। মূলতঃ সাহিত্য পদ্য ও গদ্যে দুই ভাগে বিভক্ত। একজন সাহিত্যিক যেমনিভাবে গদ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করে থাকেন, তেমনিভাবে তিনি কাব্য জগতেও পদ্য রচনার দ্বারা প্রসিদ্ধি অর্জন করে থাকেন। আবুল ফারাজ যেমনিভাবে একজন গদ্যকার, গল্পকার, বর্ণনাকারী, প্রবন্ধকার ও ইতিহাসবিদ ছিলেন, তেমনি ভাবে তিনি একজন অনুভূতিশীল বর্ণনাকারী, প্রশংসাকারী ও ব্যঙ্গ কবি ছিলেন।[১৬] এই অনুচ্ছেদে আমরা আবুল ফারাজের রচিত কবিতা ও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

১. **আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী একজন অনুভূতি সম্পন্ন কবি ছিলেন:** একদিন আবুল ফারাজ বসরার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সেখানে কুরায়শদের গলিতে অবতরণ করেন। থাকার জন্য সেখানে একটি বাসস্থান খুঁজতে ছিলেন। তিনি সেখানে একজন আগন্তুক ও অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বসরাবাসীর কাউকেও চিনতেন না। শুধু লোক মুখে কিছু ঠিকানা জানতেন। তিনি খান এলাকায় একটি বাড়ী ভাঁড়া নিতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বসরায় বেশ কয়েকদিন অবস্থান করলেন। তারপর হিসন মাহদী এলাকার উদ্দেশ্যে গমন করলেন। এই এলাকার একজন বাসিন্দার বাড়ীর দেয়ালে তিনি নিম্নের কবিতাটি লিখে দিলেন:[১৭]

الحمد لله علي ما أرى + من صنعتي من هذا الورى
أما رني الدهر إلى حالة + يعدم فيها الضيف عندى القرى
بدّلت من بعد الغنى حاجة + إلى كلاب يلبسون الفرا
أصبح أدم السوق لي مأكلاً + و صار خبزا البيت خبز الشر
و بعد ملكي منزلا مبهجاً + سكنت بيتاً من بيوت الكُرِي
فكيف ألقي لاهياً ضاحكاً + و كيف أحظي بلذيذ الكري
سجان من يعلم ما خلفنا + و بين أيدينا و تحت الثري
و الحمد لله علي ما أري + و انقطع الخطب و زال المرا

---

[১৬] তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১০১।
[১৭] তু. আবুল ফারাজ, তাসদীর আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিপূর্ণতা লাভ করছে। মোরগটির আকৃতির পরিপূর্ণতায় আবুল ফারাজের চোখ, কান ও মুখ অংশ নেয়। এই আকৃতি অনেক সাজানো ও ক্রমধারাকে সম্পৃক্ত করেছে। নিম্নের কাসীদা দ্বারা আবুল ফারাজ যে মোরগের মৃত্যুতে শোক গাঁথা রচনা করেন তা প্রাণী জগতের শোক গাঁথায় তাঁর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা:[১৮]

خطب طرقت به أمر طروق + فظّ الحلول علي غير شفيق
فكأنما نوب الزمان محيطة + بي رامدات لي بكل طريق ...
حتي بديكٍ كنت ألف قربه + حسن إليّ من الديوك رشيق
ألقي عليه الدهر منه كلكلاً + يفني الوري و نشتّ كل فريق
رماه منه بحدّ سهم شائك + بذخائر المستطهرين علوق ...
لهفي عليك أبا النذير لو أنه + دفع المنايا عنك لهف شفيق ...
فتأسفي أبدا عليك مواصل + بسود ليل أو بياض شروق .

"তার মোরগটির উপর দুর্বিপাক বিভিন্ন উপায়ে শক্তভাবে আপতিত হয় এবং তা নির্দয়ভাবে ও কঠোররূপে অনুপ্রবেশ করে;

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন আমাকে চার দিক থেকে বেষ্টন করে আছে এবং তা সব দিক থেকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে;

এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা মোরগকেও ছাড়েনি যার সান্নিধ্যে আমি অতি পরিচিত ছিলাম, আমার নিকট সে খুবই কমনীয় ও সুন্দর গড়ন বিশিষ্ট ছিল;

কালের এমন দুর্যোগ তার উপর পতিত হয় যা সৃষ্টি জগতকে ধ্বংস করে দেয় এবং সব দলকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়;

কন্টকময় ধারালো বর্শা তাকে আঘাত করে, সে পবিত্র ব্যক্তিদের সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলো;

হে বন্ধু আবু আল-নাযীর (মোরগ)! তোমার প্রতি আমার অনুতাপ, যদি মৃত্যু তোমার থেকে সরে যেতো কতই না ভাল হতো। তোমার প্রতি আমার অনুতাপ সব সময় থাকবে, রাতের অন্ধকারে অথবা সূর্যের আলোতে।"

---

[১৮] তু. আবুল ফারাজ, তাসদীর আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ২৮, ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১১৬; ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, 'উয়ূন আল-তাওয়ারীখ, মৃত্যু সন ৩৫৬ হি.-এর অধীনে।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী ইঁদুর ও বিড়ালের এক সাথে বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নের কবিতার মাধ্যমে:[১৯]

فهو طوراً يمشي على عريش + و هو طوراً يخطو علي عناب
حبذا ذاك صاحباً هو في الصحبة + أو في من أكثر الأصحاب

"কখনো সে (ইঁদুর-বিড়াল) কনের সাজে চলতে থাকে, আবার কখনো সে আঙ্গুরের উপর চড়ে বেড়ায়;

সে কতইনা সুন্দর বসবাসের সঙ্গী যে অনেক বন্ধুর চেয়েও নির্ভর যোগ্য।"

৩. **প্রশংসাকারী কবি হিসাবে আবুল ফারাজ:** আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী একজন উঁচু মানের প্রশংসাকারী কবি ছিলেন। যে কোন বিষয় ও প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি যে কোনো সভা-সমিতিতে স্তুতিমূলত অনেক কবিতা রচনা করেছেন। যেমন রোমানদের এক যুদ্ধে যখন আবু মুহাম্মদ জন্ম গ্রহণ করে তখন আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী তাকে অভিনন্দন জানিয়ে সেই অনুষ্ঠানে নিম্নের কবিতা রচনা করে:[২০]

أسعد بمولود أتاك متاركاً + كالبدر أشرق جنح ليل مقمر
سعد لوقت سعادة جأت به + أم حصان من بيات الأصغر
متبحج في ذروتي شرف العلا + بين المهلب منتماه و قيصر
شمس الضحي قرنت إلي بدر الدجي + حتي إذا اجتمعا أتت بالمشتري

"নবাগত শিশুর শুভাগমনে আপনি ভাগ্যবান হয়েছেন, যেমন রাতের অন্ধকারে চাঁদের রাতে পূর্ণ চাঁদের ন্যায় আলোকিত। তাঁর সাথে সুভাগ্যের সময় সুভাগ্যের আগমন ঘটে, যা আনয়ন করেন প্রজননে রক্ষিত মাতা যিনি হলুদ বর্ণের নারী কুলের একজন।

---

১৯ তু. আবুল ফারাজ, তাসদীর আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ২৩; ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১০৫।

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫ ও ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

দুই উচ্চ মর্যাদার পরিবারে আনন্দের ধারা বয়ে যায় উন্নত মুহাল্লাব ও কায়সার-এর মাঝে;

পূর্বাহ্নের সূর্য অন্ধকার রজনীর পূর্ণ চাঁদের সাথে মিলিত হয়েছে। যখন এই দুটো মিলিত হয় তখন বৃহস্পতি গ্রহে তার আগমন হয়।"

অনুরূপভাবে আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী ঈদুল ফিতরের অনুষ্ঠান উপলক্ষে উযীর আল-মুহাল্লাবীর প্রশংসায় ও অভিনন্দনে একটি মূল্যবান কাসীদা রচনা করেন। আর তা হলো:[২১]

رأيت نظام الدر في نظم قوله + و منثوره الرقراق في ذاك النثر
و يقتضب المعني الكثير بلفظة + و يأتي بما تحوي الطوامير في سطر

"আমি তাঁর কথামালায় মুক্তার বুনন দেখতে পাই, আর তাঁর গদ্যে চকচকে বিক্ষিপ্ত মুক্তা দেখতে পাই;

একই শব্দে তিনি অধিক বিষয় বস্তুর তাৎক্ষণিক অবতারণা করেন এবং একই লাইনে বর্ণমালার ধারায় সজ্জিত অর্থ আনায়ন করেন।"

৪. **আবুল ফারাজ ব্যঙ্গ কবিতা রচয়িতা হিসাবে:** কখনো কখনো আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী একজন ব্যঙ্গ কবি ও অশ্লিল ভাষী ছিলেন। তাই জনগণ তাঁর থেকে দূরে থাকতো। একদিন তিনি জনৈক কাজীর কাছ থেকে একটি লাঠি পেতে চেয়েছিলেন। কাজী তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করলে, তিনি কাজীর বিরুদ্ধে অনেকগুলো ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন, যা এক পর্যায়ে কুৎসায় রূপান্তরীত হয়। এর দ্বারা তিনি কাজীর কাছ থেকে লাঠিটি পাওয়ার কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। খলীফা আল-রাযী বিল্লাহ্ এক সময় আবদুল্লাহ্ বারীদীকে তাঁর উযীর বানাতে চাইলে আবুল ফারাজ তাঁর কুৎসা রচনা করেন। আবুল

---

[২১] দ্র. আবুল ফারাজ তাসদীর আল-আগানী, খ. ১, পৃ. ২৪; আবুল ফারাজ, মুকাতিল আল-তালিবীন, পৃ. থাল।

Dhaka University Institutional Repository

ফারাজের বাড়ী বারীদীর বাড়ীর পাশেই ছিলো। আবুল ফারাজ এ পর্যায়ে আল-রাযীকে দোষারূপ করে একশতের বেশী কাসীদা রচনা করেন, যার প্রথম লাইন গুলো হলো:[২২]

ياسماء اسقطي و يا أرض ميدي + قد تولي الوزارة ابن البريدي
جل خطب و حل أمر عضال + و بلاء أشاب رأس الوليد

"হে আকাশ ভেঙ্গে পড়, ওহে জমিন প্রকম্পিত হও। ইব্‌ন আল-বারীদী মন্ত্রীত্বের আসন প্রাপ্ত হয়েছে;

দুর্বিপাক মহিমান্বিত হয়েছে, দূরারোগ্য রোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বিপদ-আপদ শিশুটির মাথাকে বার্দ্ধক্য বানিয়ে দিয়েছে।"

আবু মুহাম্মদ আল মুহাল্লাবীর প্রতি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা সত্ত্বেও আবুল ফারাজ আল ইস্পাহানী নিম্নের দুটো কবিতা চরণ দ্বারা তাঁর ব্যঙ্গ করেছেন:[২৩]

أبعين مفتقر إليك رأيتني + بعد الغنى فرميت لي من حالق
لست الملوم أنا الملوم لأنني + املت للإحسان غير الخالق

"প্রাচুর্য প্রাপ্তির পর তুমি আমাকে তোমার মুখাপেক্ষী রূপে দেখতে পাচ্ছ কি ? অতএব তুমি আমাকে উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করেছ;

তুমি তিরস্কৃত নও, বরং আমি তিরস্কৃত, কেননা আমি মহান সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্যের কাছে অনুগ্রহ পাওয়ার কামনা করেছি।"

একই ধারায় আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন আবুল হাসান তাযাদ ইয়াহুদী সাহিত্যিকের প্রতি:[২৪]

طما زاد مشتق من الطيز + فعد عن ذكر فتي الجوز
كأن رجليه إذا ما مشي + مخنث يلعب بالشيز

"ওহে তাযাদ! শব্দটি তীয মূল থেকে নির্গত, যৌবণে বিবাহের স্মরণ করে পেছনে তাকাও;

---

২২ তু. আবুল ফারাজ, মুকাতিল আল-তালিবীন, ভূমিকা, পৃ. ওয়াও: ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১২৭।
২৩ তু. ইয়াকূত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১০৩।
২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

তার দুটো পা যখন হাটতে থাকে তা যেন একটি উভলিঙ্গ যা শীয কাঠ দিয়ে খেলছে।"

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী এক সময় রুকনুদ্দৌলার নিকট তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য এবং উযীর আবুল ফজল ইব্ন আল-আমীদের পক্ষ থেকে মান-সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার জন্য একটি পত্র লিখে। পত্রের উত্তরে তাঁর ধারণা বিফল হলে তিনি রুকনুদ্দৌলার প্রতি ব্যঙ্গ করে নিম্নের কবিতা রচনা করেন:[২৫]

إن كنت ذا علم فمن ذا الذي + مثل الذي تعلم لم يعلم
ولست في الغارات مثل دولة + و نحن من دونك في المنسم

"তুমি যদি বিদ্যান হও, তাহলে তুমি যাকে বিদ্যান বলে জাননা তার ন্যায় আর কে হতে পারে ? আমিতো রুকনুদ্দৌলার ন্যায় আক্রমণকারী নই। আর আমরা তুমি ছাড়াও সুগন্ধে উদ্ভাসিত।"

---

২৫ তু. ইয়াকুত, মু'জাম, খ. ১৩, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আবুল ফারাজ আলী ইব্ন আল-হোসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-কুরাশী আল-ইস্পাহানী একজন আরব ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। ইরানের ইস্পাহান শহরে ২৮৪/৮৯৭ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে আল-ইস্পাহানী বলা হয়। তিনি উমায়্যাহ্ বংশের মারওয়ান শাখার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বিধায় তিনি খাঁটি আরব ও কুরায়শ বংশোদ্ভূত। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন শী'আ। তিনি যায়দী শাখার শী'আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বাগদাদে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন এবং জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই সেইখানে অতিবাহিত করেন। সে সময় বাগদাদ নগরী আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। তিনি বুওয়ায়হ্ রাজবংশের বিশেষ করে তাঁদের উযীর আল-মুহাল্লাবীর খুব কাছের বন্ধু ছিলেন। তিনি উযীর আল-মুহাল্লাবীর অগণিত পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুগ্রহ লাভ করেছেন। সিরিয়ার আলেপ্পো নগরীর সায়ফ আল-দৌলাহ হামদানীর দরবারেও তিনি অধিক মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৪ই যু'ল হিজ্জা ৩৫৬ হি./২০ নভেম্বর ৯৬৭ খৃ. সালে তিনি বাগদাদেই ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিলো বলে জানা যায়। তাঁর অগণিত শিক্ষক ও ছাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

আল-তানূখীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আবুল ফারাজ বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে সহচর সুলভ গুণাবলী ছিলো। তাঁর কবিতাও ছিলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। কোনো কোনো লেখক এটাও উল্লেখ করেন যে, তিনি শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি মোটেই নজর দিতেন না। কিতাবুল আগানী বা সঙ্গীত গ্রন্থ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, যার পেছনে তিনি স্বীয় বর্ণনা মতে একাধারে পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত করেছেন। পদ্য, গদ্য, গল্প, ঘটনা ও সমালোচনার অবতারণা ছাড়াও এই গ্রন্থে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সেইসব সুর ও গান একত্রিত করেন, যা খলীফা হারুনুর রশীদ-এর নির্দেশে প্রখ্যাত গায়ক ইব্রাহীম আল-মুসিলী, ইসমা'ঈল ইব্ন জামি' ও ফুলায়হ্ ইব্ন 'আওরা' চয়ন করে ছিলেন। পরবর্তীকালে এগুলো ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-মুসিলী পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন। আবুল ফারাজ তাঁর রচিত এই আল-আগানী গ্রন্থে মা'বাদ, ইব্ন সুরায়জ এবং আরো কতিপয় খ্যাতনামা গায়ক ছাড়াও খলীফা হারুনুর রশীদ ও তাঁর স্থলাবিষিক্তগণের গানও সংযোজন করেন এবং প্রত্যেকটি গানের সাথে তার সুর কি হবে তাও উল্লেখ করেন। কিন্তু আবুল ফারাজ এসব বিষয় তাঁর এই গ্রন্থে তুলনামূলক ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। অপর দিকে যেসব গান এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তার রচয়িতাদের জীবন-চরিতের উপর বিশদভাবে তিনি আলোকপাত করেছেন এবং তাঁদের জীবন-চরিতের সাথে তাঁদের বাণীর বহু নিদর্শনও উল্লেখ করেছেন। একইভাবে তিনি সুরকারদের সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী রচিত ৩৬টি গ্রন্থের মধ্যে আল-আগানীই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন আরব গোত্র সমূহ, তাদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ দিবসগুলোর ইতিহাস, সামাজিক ব্যবস্থা, বানূ উমায়্যাহ্র দরবারী নিয়ম পদ্ধতি, আব্বাসীয় খলীফাদের যুগ, বিশেষতঃ খলীফা হারুনুর রশীদের সময়কালের সামাজিক ব্যবস্থা এবং সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত শিল্পীদের পরিবেশ সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। মোট কথা কিতাবুল আগানী অধ্যয়ন করলে সেই জাহিলী যুগ থেকে শুরু করে ৩য় / ৯ম শতক পর্যন্ত সমগ্র আরবের কৃষ্টি ও সভ্যতার একদিকের পূর্ণ ইতিহাস আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আবুল ফারাজ আরো একটি বিষয় এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, আর তাহলো তিনি আরব লেখকদের অনুসরণে প্রাচীন লেখকদের বিরাট সংকলন উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যা আমাদের নিকট পৌছায়নি। এই দিক থেকে গ্রন্থটি আরবী রচনাশৈলীর ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস হয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফারাজ-এর অন্য একখানা গ্রন্থ যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা হলো **মাকাতিলুত তালিবীন ওয়া আখবারুহুম**। এটা একটি ইতিহাস গ্রন্থ, যা ৩১৩/৯২৫ সাল থেকে শুরু হয় এবং তাতে আবু তালিব বংশের এমন পুণ্যবান মনীষীদের জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে যাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মে অটল ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁরা নিহত হন অথবা বিষ প্রয়োগে অথবা বন্দী অবস্থায় অথবা আত্মগোপনাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। আবুল ফারাজ তাঁর এই গ্রন্থটি জা'ফর ইব্ন আবী তালিব (রা.)-এর জীবন চরিত দিয়েই শুরু করেন এবং এমন আটাশি জনের অধিক মনীষীর জীবন-চরিত দিয়ে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন যাঁরা খলীফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ (২৯৫-৩২০ হি. / ৯০৭-৯৩২ খৃ.)-এর সময়ে কিংবা তৎপূর্বে ইন্তি কাল করেন। আবুল ফারাজের যেসব গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য কিন্তু উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে কয়েকটা ছিল কুলজী সম্পর্কীয়। আর একখানা গ্রন্থের নাম ছিল **আয়্যামুল 'আরব** যাতে ১৭০০ যুদ্ধের বিবরণ দেয়া হয়েছে। আবুল ফারাজ বেশ কয়েকটি দীওয়ান সংকলন করেছেন, তার মধ্যে আবু তাম্মাম, আল-বুহতুরী এবং আবু নুওয়াসের দীওয়ান সমূহ উল্লেখযোগ্য।

আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী ৩৬ (ছত্রিশ) টি গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ আমাদের কাছে পৌঁছেনি। ১০০ (একশত) গানের সুরের উপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর কিতাবুল আগানী গ্রন্থটি পঞ্চাশ বছরের সাধনায় পঞ্চাশ খণ্ডে ছিলো, কিন্তু প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পৃষ্ঠা সম্বলিত ২১ (একুশ) খণ্ডে গ্রন্থটি পৌঁছেছে। এই গ্রন্থটি না থাকলে জাহিলী যুগের ও উমায়্যাহ্ যুগের অধিকাংশ ইতিহাস বিলীন হয়ে যেতো। তাই কিতাবুল আগানীকে দীওয়ানুল আরব এবং **মা'আজিম আল-শু'আরা ওয়া আল-'আরব** বলা হয়। আবুল ফারাজ উঁচু মানের একজন সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক, বংশ বিশারদ ও সমালোচক ছিলেন। তিনি শী'আ হলেও তাঁর মধ্যে গোড়ামী ছিল না। তিনি ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করতে পছন্দ করতেন।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আহমদ আমীন, আল-নকদ আল-আদাবী (কায়রো প্রকাশনী)।

২. আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, কিতাব আল-আগানী (মিসরঃ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, তা.বি.), খ. ৯, ১১, ২১।

৩. আহমাদ হাসান আল-যায়্যাত, তারিখ আল-আদাব আল-আরাবী (বৈরুতঃ দার আল-মা'রিফা, ১৪১৮ হি. / ১৯৯৭ খৃ.), ৪র্থ সংস্করণ।

৪. আহমদ আমীন, দুহা আল-ইসলাম (বৈরুতঃ দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৩৪৩ হি. / ১৯৩৫ খৃ.), খ.২।

৫. আবূ আলী আল-কালী, কিতাব আল-আমালী (কায়রোঃ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, তা.বি.), খ. ১।

৬. আহমদ যকীপাশা, আল-হাদারাত আল-ইসলামিয়্যাহ্ (মিসর, তা. বি.)।

৭. আহমদ আমীন, ফজরুল ইসলাম (মিসর, তা. বি.), খ. ১।

৮. আল-'আয়নী, ইক্‌দ আল-জুমান (মিসরঃ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্ তা. বি.), খ. ২, ১৯।

৯. আবুল ফিদা, ইমামুদ্দীন ইসমা'ঈল, তারিখ (ইস্তাম্বুল প্রকাশনী, তা.বি.), খ.২।

১০. আবুল হাসান আলী আল-শায়বানী আল-কিফতী, ইন্‌বাহুল রুওয়্যাত (মিসরঃ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, তা.বি.), খ.১।

Dhaka University Institutional Repository

১১. আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, তাসদীর আল-আগানী, খ.১।

১২. আবুল ফারাজ, মাকাতিল আল-তালিবি'ঈন (বূলাক, তা.বি.)।

১৩. আবদ আল-জাওয়াদ আল-আসমাঈ (কায়রো প্রকাশনী)।

১৪. ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-উদাবা' (বৈরুতঃ দার এহয়া' আল-তুরাছ আল-আরাবী, ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ খৃ.), খ. ১৩।

১৫. ইব্ন আল-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত (বৈরুতঃ দার আল-মা'রিফাহ্, ১৪১৫ হি. / ১৯৯৪ খৃ.)।

১৬. ইব্ন খালদূন, আল-মুকাদ্দামা (বৈরুতঃ বূলাক, ১৩৮২ হি.)।

১৭. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান (বূলাক প্রকাশনী, ত.বি.), খ.২।

১৮. ইব্ন আল-'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযরাত আল-যাহাব (কায়রো, তা.বি.), খ.৩।

১৯. ইব্ন শাকির আল-কুতুবী, 'উয়ূন আল-তাওয়ারীখ (মিসরঃ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, তা.বি.)।

২০. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া আল-নিহায়া (বৈরুতঃ মাকতাবা আল-মা'আরিফ

২১. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), খ. ১।

২২. ইব্ন তাগরী বারদী, আল-নুজূম আল-যাহিরা (কায়রোঃ দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্, তা.বি.), খ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ইব্‌ন মানজূর, মুখতার আল-আগানী ফী আল-আখবার ওয়া আল-তাহানী (কায়রো: দার আল-কুতুব, তা.বি.), খ.১।

২৪. ইব্‌ন আল-আছীর, আল-কামিল ফী আল-তারিখ (ইউরোপ প্রকাশনী, তা.বি.)।

২৫. ইব্‌ন সাল্লাম আল-জুমাহী, তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা' (কায়রো: মাতবা'আ আল-মাদানী, ১৯৭৪ খৃ.)।

২৬. ইব্‌ন ইয়াস, তারিখ মিসর (বৈরুত: বূলাক প্রকাশনী, তা.বি.)।

২৭. ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াত আল-ওয়াফায়াত (মিস, তা.বি.)।

২৮. 'উমর ফুর্‌রুখ, তারিখ আল-আদব আল-আরবী (বৈরুত: দার আল-'ইলম লিল মালা'ঈন, তা.বি.), খ.২।

২৯. উর্দু দায়রা আল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ্‌ (পাকিস্তান: পাঞ্জাব দানিশগাহ, ১৯৭৫ খৃ.), খ. ১।

৩০. এম. নালীনো, "আবুল কারাজ আল-ইসপাহানী" অনুহিত, ইসলামী বিশ্ব কোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খৃঃ) খ.২।

৩১. কে. আলী. ইসলামের ইতিহাস।

৩২. আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ্‌ তা.বি.), খ. ৩।

৩৩. কাযী আবু আলী আল-তানূখী, নিশওয়ার আল-মুহাদারাহ্‌, সম্পা 'আব্বুদ আল-শালজী আল-মুহামী (বাহ্‌মাদূন, ১৩৯১ হি. / ১৯৭১ খৃ.), খৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. কুরদ আলী, কুনূজ আল-আজদাদ (বৃলাক প্রকাশনী, তা.বি.)।

৩৫. কামিল আল-কীলানী, সুওয়ারুন জাদীদাতুন ফী আল-আদব আল-আরবী (কায়রো, তা.বি.)।

৩৬. আল-খতীব আল-বাগদাদী, তারিখ বাগদাদ (কায়রো: বুলাক, তা.বি.), খ.১।

৩৭. আল-গাযালী, ফাতিহাত আল-'উলূম (মিসর, ১৩২৭ হি.)।

৩৮. জুরজী যায়দান, তারিখ, আদাব আল-লুগাত আল-আরাবিয়্যাহ্ মু'আল্লাকাত আল-কামিলা (বৈরুত: দার আল-জীল, ১৪১১/১৯৯১), খ.২, ২য় সংস্করণ।

৩৯. জুরজী যায়দান, তারিখ আল-তামাদ্দুন আল-ইসলামী (মিসর, তা.বি.), খ.৩।

৪০. আল-জাহিজ, আল-তাজ ফী আখলাক আল-মুলূক (বৈরুত: বূলাক, তা.বি.)।

৪১. তাহা হোসায়ন, হাদীসুল আরবি'আ' (মিসর: বূলাক, তা.বি.), খ.১।

৪২. তূতাহ্ খলীফা, তারিখ আল-তারাবিয়্যাহ্ ইনদা আল-আরব (আল-কুদস, ১৯৩৩ খৃ.)।

৪৩. তাশা কুবরা যাদাহ্, মিফতাহ্ আল-সা'আদাহ্ (হায়দারাবাদ, ১৩২৮ হি.), খ.১।

৪৪. আল-নাজী, আসামী লি'ল মু'আল্লিম (তুরস্ক, তা.বি.)।

৪৫. আল-ফাখরী, ফী আল-আদাব আল-সুলতানিয়্যাহ্ (মিসর: আল-মাতবা'আ আল-রাহ্মানিয়্যাহ্, তা.বি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. ব্রুক্যালম্যান, তারিখ আদব আল-আরাবী, অনূ. আবদুল হালীম আল-নাজ্জার (মিসর: দার আল-মা'আরিফ ১৯৮৩ খৃ.), খ.২।

৪৭. বদরী ফাহাদ, তারিখ আল-'ইরাক ফী আল-আব্বাসী আল-আখীর (বাগদাদ, তা.বি.)।

৪৮. আল-মাস'উদী, মুরুজ আল-যাহাব (ইরান: দার আল-হিজরা, ১৪০৯ হি.), খ. ৪।

৪৯. মুস্তফা আমীন বেগ, তারিখ আল-তারবিয়্যাহ্ (মিসর, তা.বি.)।

৫০. আল-মুকরী, নাফহুত তীব (ইউরোপ, তা.বি.), খ.১।

৫১. আল-মাকদিসী, আহসান আল-তাকাসীম (ইউরোপ, তা.বি.)।

৫২. মুহাম্মদ মাহমূদ শাকির, শারহ্ তাবাকাত ফুহুল আল-শু'আরা' (কায়রো: মাতবা'আ আল-মাদানী, ১৯৭৪ খৃ.)।

৫৩. শফীক জাবরী, আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, তা.বি.), ৪র্থ সংস্করণ, নাওয়াবিগ আল-ফিকর আল-আরাবী সিরিজ-১০।

৫৪. শাওকী দায়ফ, তারিখ আদাব আল-আরাবী, প্রথম আব্বাসী যুগ (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৬ খৃ.)।

৫৫. শাওকী দায়ফ, তারিখ আদাব আল-আরাবী, ২য় আব্বাসী যুগ (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৭৩ খৃ.)।

৫৬. শাওকী দায়ফ, তারিখ আদাব আল-আরাবী, 'আসর আল-দুওয়াল ওয়া আল-ইমারাত (ইরাক ও ইরান) যুগ, (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮০ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. শাওকী দায়ফ, তারিখ আল-আদাব আল-আরাবী, 'আসর আল-দুওয়াল ওয়া আল-ইমারাত (মিসর ও সিরিয়া) যুগ (কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৪ খৃ.)।

৫৮. আল-শাবিস্তী, কিতাব আল-দিয়ারাত (বাগদাদ: মাতবা'আ আল-মা'আরিফ, তা.বি.)।

৫৯. শফীক জাবরী, "আবুল ফারাজ আল-স্পাহানী," মাজাল্লাত আল-মাজমা 'আল-'ইলমী (দামেশ্ক, ১৩৬৮ হি./১৯৪৯ খৃ.), খ.২৪, সংখ্যা, ৩।

৬০. আল-সা'আলিবী, ইয়াতীমাত আল-দাহার (বৈরুত: তা.বি.) খ.২,৩।

৬১. আল-সুয়ূতী, বুগয়াত আল-বু'আত (কায়রো প্রকাশনী)।

৬২. আল-সাখাবী, আল-দু' আল-লামি' (কায়রো, তা.বি.)।

৬৩. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খৃ.)।

৬৪. হাসান ইব্রাহীম হাসান, তারিখ আল-ইসলাম আল-সিয়াসী (মিসর, তা.বি.), খ.২।

৬৫. হাজী খলীফা, কাশ্ফ আল-জুনূন (ইস্তাম্বুল প্রকাশনী, তা.বি.), খ.১।

৬৬. হান্না আল-ফাখূরী, তারিখ আল-আদব আল-আরবী (বৈরুত, তা.বি.), খ.২।